উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian Aid

UNDP Empowered lives. Resilient nations.

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। সারাবিশ্বে এই দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানাবিধ দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সমূহের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে দুর্যোগের মাত্রা এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশে বড় আকারের দুর্যোগ যেমন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্ল্যাবন, জলোচ্ছাস, খরা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ধ্বসের মত দুর্যোগগুলো পূনপৌনিকভাবে ঘটছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার দুর্যোগের বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করে 'সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী' নামে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। সেই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রস্তুতি এবং সাড়া দানের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার বিধান দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশ সমূহে বর্ণিত আছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা ও অভিযোজন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসাবে চট্টগ্রাম জেলার ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য 'ঘরনী' নামক এনজিও কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

উক্ত এনজিও টি উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। বিশেষ করে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে এবং সকলের সাথে আলাপ আলোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

আমি একাজে জড়িত সকল পক্ষ বিশেষ করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, 'ঘরনী' এনজিও এবং অন্যান্য সকল পক্ষকে এই জটিল কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি, অত্র উপজেলায় গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে অত্র উপজেলায় দুর্যোগের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কার্যক্রম যথেষ্ট শক্তিশালী হবে।

তারিখঃ

১৪/০৩/১৪

মাহবুবুল আলম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সুচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**পৃষ্ঠা নং -**
১.১ পটভূমি	৪
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৪
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৫
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৫
১.৩.২ আয়তন	৫
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৬
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা	৭
১.৪.১ অবকাঠামো	৭
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৬
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	৩৮
১.৪.৪ অন্যান্য	৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৪৪
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ	৪৪
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	৪৫
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৪৬
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৪৭
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	৫০
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৫২
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৫৩
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৫৪
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৫৫
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৫৫
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৫৬
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৬১
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৬৩
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৬৭
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৭১
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৭২
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৭২
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৭৩
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৭৪
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৭৫

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৮৪
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৮৮
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৮৯
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৯০
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৯০
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৯০
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৯০
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৯০
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৯০
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৯০
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৯১
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৯১
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৯১
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৯১
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৯১
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৯১
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৯২
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৯৩
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৯৫
৪.৬ অর্থায়ন	৯৬
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৯৯
পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	১০০
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	১০১
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	১০১
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	১০১
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	১০১
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা	১০১
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	১০২
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০৪
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা	১০৫
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১১৪
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা	১১৫
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী	১১৬

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমিঃ

এসওডি অনুযায়ী দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহন করার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনার বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে ।

বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি । বাংলাদেশে কম-বেশি সব জেলাতেই নানাধরনের দুর্যোগ দেখা যায় এবং দূর্যোগ পূর্ন জেলাগুলির মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা অন্যতম। ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ জেলাতে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা ও কালবৈশাখীসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ আঘাত করে থাকে । চট্টগ্রাম

জেলাটি সমুদ্রবতী হওয়ার কারণে জলোচ্ছাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এ এলাকার জন্য একটা বড় আপদ ফলে জেলাটি প্রতিবছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদের মাধ্যমে এ জেলাতে কম বেশী কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । এ জেলার হাটহাজারী উপজেলাটি অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ উপজেলা । এখানে হালদা নদী হাটহাজারী উপজেলার পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ১৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এই উপজেলাটি। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়রনই কম বেশী বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা ও কালবৈশাখী ঝড় জনসাধারনের জীবন-জীবিকার উপরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে । এভাবে দুর্যোগে আক্রান্ত হলেও বিগত বছরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা বা মানুষের সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমানোর জন্য জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে সুদুর প্রসারী কোন কর্ম পরিকল্পনার উদ্যেগ দেখা যায়নি। এদিকটি বিবেচনা করেই সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি হাটহাজারী উপজেলার জন্য প্রণয়ন করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

- নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকা জন্য কৌশলগত সম্ভাব্য দলিল হিসাবে তৈরী করা ।
- স্থানীয় ও জাতীয় পযায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে এটি কাজ করবে এবং
  দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করবে ।
- স্থানীয় কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ ও কাযকর অংশীদারত্ব বোধ সৃস্টি করা এবং
  স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় রিসোস গুলি ব্যবহারের মাধ্যমে দূযোগ ঝুঁকিহ্রাসকরন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো।
- চাহিদা নিরুপন, উদ্ধার,ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণবাসন ব্যাবস্থাথার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ ।
- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও দূযোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে স্থানীয় ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় নিধারন করা ।

১.৩ স্থানীয় এলাকার পরিচিতিঃ

হাটহাজারী উত্তর চট্টগ্রামের এক ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। এক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে হাটহাজারীর নামকরণ করা হয়। এর পূর্ব নাম ছিল আওরঙ্গাবাদ। বর্তমান হাটহাজারী, উত্তর রাউজান ও ফটিকছড়ি নিয়ে আওরঙ্গাবাদ গঠিত। আওরঙ্গাবাদ পরগনায় চট্টগ্রামে মোগল শাসনাধীন হওয়ার পর থেকেই মসনদধারী প্রথা চালু করে বারজন হাজারীকে অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও- বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছিল। আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার মুর্শিদাবাদের নবাবের আদেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করে হাজারীগণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে থাকেন এবং নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন। চট্টগ্রামে নবাবের প্রতিনিধি মহাসিংহ হাজারীগণের ক্ষমতা খর্ব করতে এক কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করে হাটহাজারী নবাবের কাচারিতে দাওযাত দিয়ে যান। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আটজন হাজারীকে বন্দি করতে সমর্থ হন। বারজন হাজারীর মধ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দুইজন নবাবের বশ্যতা স্বীকার করায় তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় । বাকি দশজনের মধ্যে আটজনকে বন্দি অবস্থায় মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে পাঠিযয়ে দেয়া হয় । দুইজন হাজারী পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আটজন হাজারীকে লোহার পিঞ্জরে বন্দি করে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে হত্যার আদেশ দেন। ফলে উত্তর চট্টগ্রামে হাজারীদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে পড়ে । বেঁচে যাওয়া হাজারীদের মধ্যে বীরসিংহ হাজারী যে হাট প্রতিষ্ঠা করেন তাকেই আজকের হাটহাজারী বলা হয় । তখন ফারসি ভাষা প্রচলন ছিল বলে এই হাটটি “হাটে হাজারী” বা “হাটহাজারী” নামে পরিচিতি লাভ করে।

১.৩.২ আয়তনঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার সৃষ্টি হয় ১৯৬৬ সালে। যার আয়তন ৫২৮২.৯৮ ব:কি:। চট্টগ্রাম জেলায় ১৪টি উপজেলা রয়েছে, যার মধ্যে হাটহাজারী ১টি উপজেলা । হাটহাজারী উপজেলার আয়তন ২৫৫ ব:কি:। উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভায় মোট ৫৯ টি গ্রাম ও ৫৬ টি মৌজা রয়েছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক মোজার নাম প্রদান করা হল

ক্রঃ নং	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম	মন্তব্য
০১.	১নং ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	ছোটকাঞ্চনপুর, জঙ্গাল উদালিয়া, মাহমুদাবাদ, ফরহাদাবাদ, পূর্ব মন্দাকিনি, উদালিয়া।	৬টি
০২.	২নং ধলই ইউনিয়ন পরিষদ	এনায়েতপুর, পশ্চিম ধলই	২টি
০৩.	৩নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	চারিয়া, হাসিমনগর, মির্জাপুর, উত্তর পাহাড়তলী, ছনখোলা, জঙ্গাল উত্তর পাহাড়তলী	৬টি
০৪.	৪নং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ	গুমানমর্দ্দন, ছাদেকনগর, উত্তর গুমানমর্দ্দন, দক্ষিন গুমানমর্দ্দন, বালুখালী	৫টি
০৫.	৫নং নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়ন পরিষদ	নাঙ্গালমোড়া, উত্তর নাঙ্গাল মোড়া, মধ্য নাঙ্গাল মোড়া, দক্ষিন নাঙ্গাল মোড়া	৪টি
০৬.	৬নং ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ	উত্তর ছিপাতলী, পশ্চিম ছিপাতলী, দক্ষিন ছিপাতলী, ছিপাতলী	৪টি
০৭.	৮নং মেখল ইউনিয়ন পরিষদ	মেখল,মোজাফ্ফরপুর, বহিমপুর, রুহুল্লাপুর	৪টি
০৮.	৯নং গড়দুয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ	গড়দুয়ারা	১টি
০৯.	১০নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ	উত্তর মাদার্শা	১টি
১০.	১১নং ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জোবরা, জঙ্গাল পশ্চিম পট্টি, মাইজ পট্টি, মিঠাছড়া, মিঠানালা, পশ্চিম পট্টি	৬টি
১১.	১২নং চিকনদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদ	খন্দকিয়া, চিকনদন্ডী, নেহালপুর	৩টি
১২.	১৩নং দক্ষিন মাদার্শা ইউনিয়ন পরিষদ	দক্ষিন মাদার্শা, মধ্য মাদার্শা	২টি
১৩.	১৪নং শিকারপুর ইউনিয়ন পরিষদ	বাথুয়া, কুয়াইশ, শিকারপুর	৩টি
১৪.	১৫নং বুড়িশ্চর ইউনিয়ন পরিষদ	বুরিশ্চর	১টি
১৫.	পৌরসভা	আলীপুর, দেওয়ান নগর, পটিকা, জঙ্গালমিঠাছড়া, জঙ্গাল শিলছড়ি, মধ্যপাহাড়তলী,মিঠাছড়া, শিলছড়ি।	৮টি

৩.৩ জন সংখ্যা ক)

হাটহাজারী উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ৪,৩০,০৫৩ যার মধ্যে পুরুষ ২,১৩,৪৮০ জন, মহিলা ২,১৫,৯৪১ জন, শিশু ২১,৪৩১ জন, বৃদ্ধ ১২,৭০২ জন, প্রতিবন্ধি ১,৫৭৯ জন । এই উপজেলায় পরিবারের সংখ্যা ৭৯,১৮৯ টি এবং ভোটারের সংখ্যা ২,৫৫,৬৪৭ জন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা দেখানো হল-

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	মোট ভোটার
১	ফতেপুর	২৪৩৩৫	২২৭৬৭	২৩৪৬	১৩৯০	৯৮	৪৭১০২	৮০৯৪	৩১৫২১
২	মির্জাপুর	২৭৫২৩	২৭৩৬১	২৭৩২	১৬১৮	১৭৪	৫৪৮৬৪	৭৮৯৬	৩৩০২০
৩	ধলই	১৮৩৮৩	১৯৬৪৫	১৮৯২	১১২১	৮১	৩৮০২৮	৭৩৩৫	১৮৭০৯
৪	গুমানমর্দ্দন	৭১০৬	৮৩৩৩	৭৬৮	৪৫৫	৯৪	১৫৪৩৯	৩০৪০	৭৯০২
৫	চিকনদন্ডী	৩১৬০০	৩২৫১০	৩১৯৪	১৮৯১	১৮৭	৬৪১১০	১০৯৭০	৩৭২১৩
৬	মেখল	১৬৯১০	১৬৫২১	১৬৬৭	৯৮৬	১৫৫	৩৩৪৩১	৬৯৩০	২১৮০৯
৭	দক্ষিণ মাদার্শা	১৩৫৮৫	১৩৪৮০	১৩৬৩	৮০১	৯১	২৭১৭০	৫১৩৮	১৭৬২০
৮	উত্তর মাদার্শা	১৩১৭২	১১৮৩৫	১২৭৫	৭৫৮	৭৯	২৫৭০০	৫৮০৪	১৬৯৪০
৯	গড়দুয়ারা	৬৩২৫	৬৮৭৪	৬৫৯	৩৮৮	৮৬	১৩১৯৯	২৯২৬	৭৯৪৬
১০	শিকারপুর	১৮১১৪	১৮৭৭১	১৮৩৫	১০৮৮	১১২	৩৬৮৮৫	৬৪৯০	১৯৬০০
১১	ফরহাদাবাদ	১৪০৯৩	১৫৩৬৮	১৪৬৪	৮৬৯	১২৩	২৯৪৬১	৫৪৮৯	১৯৯০৮
১২	বুড়িশ্চর	১৩৬২৫	১৩২২৫	১৩৩৭	৭৯২	১৩৭	২৬৮৫০	৫৩৯৫	১৫৩৭০
১৩	ছিপাতলী	৪১২৮	৪৯০৭	৪৫৫	২৭২	৯০	৮৮৮৯	২১৩৪	৪১৮০
১৪	নাঙ্গলমোড়া	৪৫৮১	৪৩৪৪	৪৪৪	২৬৩	৬২	৮৯২৫	১৫৪৮	৩৯০৯
মোট		২১৩৪৮০	২১৫৯৪১	২১৪৩১	১২৭০২	১৫৭৯	৪৩০০৫৩	৭৯১৮৯	২৫৫৬৪৭

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৪.১ অবকাঠামোঃ

ক) বাঁধ

হাটহাজারী উপজেলায় বন্যার পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য হালদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বেরি বাঁধ রয়েছে । উক্ত বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭.৫০ কিঃমিঃ । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলঃ

- ধলই ইউনিয়নে ৪,৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে উত্তর ফরহাদাবাদ থেকে দক্ষিন গুমানমর্দ্দন পর্যন্ত ৫কি:মি: লম্বা একটি হালদা নদী বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা ১০ ফুট ।
- ছিপাতলী ইউনিয়নে ২,৩,৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে উন্নরন্নার ঘাট থেকে ইসলামিয়ার হাট পর্যন্ত ৪ কি:মি: লম্বা একটি হালদা নদী বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট।
- গড়দুয়ারা ইউনিয়নে ১,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে ছনখালী থেকে নত্তা কমালী পর্যন্ত ৪কি:মি: লম্বা একটি বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট।
- উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে ১,২,৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে সৈয়দ আহম্মদ হাট থেকে আমতলী পোরা ওয়ালী পর্যন্ত ৫ কি :মি: লম্বা একটি বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট ।
- দক্ষিন মাদার্শা ইউনিয়নে ২টি বাঁধ রয়েছে। ৩ নং ওয়ার্ডে সাহেমাদী মসজিদ থেকে সমিতির হাটবাজার পর্যন্ত ১কি:মি: লম্বা একটি বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট এবং ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বড়ুয়া পাড়া থেকে শ্যামা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ১কি:মি: লম্বা ওয়াবদা বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ১০ফুট।
- মেখল ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ডে রহল্লাপুর থেতক রহিমপুর পর্যন্ত ২.৫০ কি:মি: লম্বা ১টি বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট।
- নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫কি: মি: লম্বা একটি বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় সৈয়দ আহম্মদ হাট থেকে পোরা ওয়ালী পর্যন্ত ৫ কি:মি: লম্বা একটি বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ।
- গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে জালিয়া পাড়া থেকে দুরুমের মুখ পর্যন্ত ২কি:মি: লম্বা ১টি বেড়ী বাঁধ রয়েছে । যাহার উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট।

খ) স্লুইচ গেইট

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪ টি ইউনিয়নে ৩৩ টি স্লুইচ গেইট আছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচ গেইট এর সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

- ধলই ইউনিয়নঃ ধলই ইউনিয়নে মোট স্লুইচ গেইট ১০টি। সোনাই খালের উপর ৫ টি , ওর্য়াড নং- ১,৩,৫,৮ও৯ । দুবলী ছড়ার উপর ৩টি , ওয়ার্ড নং ৫,৮ ও ৯। ধলই খালের উপর ২ টি ,ওয়াড নং ৪ ও ৯ ।
- ফতেপুর ইউনিয়নঃ ফতেপুর ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট মোট ১টি যাহা ২নং ওয়ার্ডে মিঠা ছড়ার উপরে অবিস্থিত।
- ছিপাতলী ইউনিয়নঃ ছিপাতলী ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট ১টি যাহা ৫ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপরে অবস্থিত।
- গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ গড়দুয়ারা ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট ২টি। ১নং ওয়ার্ডে চানখালী খালের উপরে ১টি এবং ৬ নং ওয়ার্ডে পোরাকপালী খালের উপরে ১টি অবস্থিত ।
- উত্তর মাদার্শাঃ উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট মোট ৩ টি । ৩,৪ নং ওয়ার্ডে ১টি পোরা ওয়ালী খালের উপরে । ৫,৬ নং ওয়ার্ডে কুমার খালের উপরে ১টি । ৮ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপরে ১টি স্লুইচ গেইট অবস্থিত ।
- বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ বুড়িশ্চর ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট ১টি যাহা ২নং ওয়ার্ডে হালদা খালের উপরে অবস্থিত ।
- দক্ষিন মাদার্শাঃ দক্ষিন মাদার্শা ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট ২টি । ৩নং ওয়ার্ডে শাহ মাদারী খালের উপরে ১টি এবং ৮ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী খালের উপরে ১টি স্লুইচ গেইট অবস্থিত ।
- মেখল ইউনিয়নঃ মেখল ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট ৩টি । ২ নং ওয়ার্ডে হালদা খালের উপরে ১টি। ৩ নং ওয়ার্ডে হালদা খালের উপরে ২টি স্লুইচ গেইট অবস্থিত ।
- মির্জাপুর ইউনিয়নঃ মির্জাপুর ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট ১০টি । ৭ নং ওয়ার্ডে লালমতি ছড়ার উপরে ১টি । ৬ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি খালের উপরে ২টি ,ডেঙ্গা খালের উপরে ২টি। ৪নং ওয়ার্ডে মরাছড়ার উপরে ১টি। ১নং ওয়ার্ডে কুমারী ছড়ার উপরে ১টি। ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে নেয়ালাল খালের উপরে ৩টি স্লুইচ গেইট অবস্থিত ।

গ) ব্রীজঃ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় ১৪ টি ইউনিয়নে ২০৪ টি ব্রীজ আছে । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

শিকারপুর ইউনিয়নঃ

শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৩ টি। ২নং ওয়ার্ডে খন্দকীয়া খালের উপর ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণ খালের উপরে ১টি,৩নং ওয়ার্ডে খন্দকীয়া খালের উপরে ১টি, ৩নং ওয়ার্ডে হামেদীয়া খালের উপরে ১টি , ১নং ওর্য়াডে পেশকার সড়কের উপরে ১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ইয়ার মোহাম্মদ সড়কের উপরে ২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে শহিদুল্লা সড়কের উপরে ২টি, ৪নং ওয়ার্ডে হামেদীয়া খারের উপরে ১টি ব্রীজ অবস্থিত ।

দক্ষিন মাদার্শাঃ

দক্ষিন মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৩ টি । ৩নং ওয়ার্ডে মাদারী খালের উপরে ১টি, ২নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপরে ১টি,৩নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া উপরে ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে রহমানিয়া সড়কের উপরে ১টি, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দাতা রাম চৌধুরী সড়কের উপরে ৪টি, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী সড়কের উপরে ৩টি,৭ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী খালের উপরে ২টি ব্রীজ অবস্থিত । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

মেখল ইউনিয়নঃ

মেখর ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৪টি । ৪নং ওয়ার্ডে চেং খালী খালের উপরে ১টি, ১ নং ওয়ার্ডে বড় খালের উপরে ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে হালদা খারের উপরে ১টি, ২নং ওয়ার্ডে চেং খালের উপরে ১টি ব্রীজ অবস্থিত । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

চিকনদন্ডী ইউনিয়নঃ

চিকনদন্ডী ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৫৮ টি। ৪ নং ওয়ার্ডে কত্তলি ছড়ার উপরে ২টি এবং ইছামতি খালের উপরে ১টি, ১ নং ঘাঘরিয়া ছড়ার উপরে ৪টি, ২নং ওয়ার্ডে খামারি ছড়ার উপরে ২টি এবং কামার ছড়ার উপরে ২টি,৩নং ওয়ার্ডে দাতারাম চৌধুরী সড়কের উপরে ২টি, সাব ডেপুটী সড়কের উপরে ৩টি,দত্তবাড়ী সড়কের উপরে ১টি, ঘোষ বাড়ী সড়কের উপরে ২টি,সর্দার পাড়া সড়কের উপরে ২টি । ৫নং ওয়ার্ডে ইছামতি সড়কের ২টি এবং সৈয়দ মিয়া সড়কের উপরে ২টি । ৬ নং ওয়ার্ডে সেযদ আহম্মদ সড়কের উপরে ২টি,বহদ্দার বাড়ী সড়কের উপরে ২টি,রাজা মিয়া সড়কের উপরে ২টি । ৭নং ওয়ার্ডে কাজির পাড়া সড়কের উপরে ৩টি, মীরা পাড়া সড়কের উপরে ৩টি । ৮ নং ওয়ার্ডে খন্দকীয়া ছড়ার উপরে ৫টি,আমান বাজার নিযামত আলী সড়কের উপরে ৩টি,ফতেয়াবাদ খন্দকীয়া সড়কের উপরে ৪টি । ৯ নং ওয়ার্ডে ডেপার পাড় সড়কের উপরে ৩টি,আশরাফ আলী সড়কের উপরে ৩টি,চকরিয়া পাড়া সড়কের উপরে ৩টি ব্রীজ অবস্থিত । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ধলই ইউনিয়নঃ

ধলই ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৩ টি। ১,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে ধলই খালের উপরে ৩টি । ২ নং ওয়ার্ডে সোনাইখালের উপরে ১টি। ৯ নং ওয়ার্ডে সোনাই খালের উপরে ৩টি । ৬ নং ওয়ার্ডে বিপুলা ছড়ার উপরে ১টি,কাজির সড়কের উপরে ২টি। ৭নং ওয়ার্ডে রেল সড়কের উপরে ৩টি ব্রীজ অবস্থিত । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ফতেপুর ইউনিয়নঃ

ফতেপুর ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৭ টি । ৩নং ওয়ার্ডে মিঠা ছড়ার উপরে ৩টি । ৫ নং ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট সড়কের উপরে ৩টি । ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট সড়কের উপরে ৩টি এবং বালু ছড়ার উপরে ১টি। ১ নং ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সড়কে মরা ছড়ার উপরে ২টি ।৬নং ওয়ার্ডে হাটহাজারী সড়কের উপরে ১টি । ৫নং ওয়ার্ডে হাটহাজারী সড়কের উপরে ১টি । ৮ নং ওয়ার্ডে হাটহাজারী সড়কের উপরে ১টি । ৯ নং ওয়ার্ডে বালু ছড়ার উপরে ১টি । ৬ নং ওয়ার্ডে মরা ছড়ার উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ছিপাতলী ইউনিয়নঃ

ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৫ টি । ১নং ওয়ার্ডে বোয়ারিয়া খালের উপরে ১টি । ৭নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপরে ১টি। ৮নং ওয়ার্ডে চারিয়া খালের উপরে ১টি । ৯ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপরে ১টি এবং দক্ষিন বোয়ালিয়া খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ

গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৬টি । ২নং ওয়ার্ডে গচ্ছা খালী খালের উপরে ২টি । ৮ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী খালের উপরে ২ টিএবং গচ্ছা খালী খালের উপরে ২টি । ৭ নং ওয়ার্ডে দৌলত ছড়ার উপরে ১টি, মাঝির বাড়ী ছড়ার উপরে ১টি,জব্বার বাড়ীর ছড়ার উপরে ১টি,মিন্নাত আলী ছড়ার উপরে ১টি । ৪ নং ওয়ার্ডে কুমারী পাড়া সড়কের উপরে লোহার ব্রীজ ১টি । ৩ নং ওয়ার্ডে ক্যারন তলী খালের উপরে ১টি, গড়দুয়ারা খালের উপরে ২টি এবং পোরা কপালী খালের উপরে ১টি । ১ নং ওয়ার্ডে গচ্ছা খালী খালের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নঃ

নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ২ টি । ৯নং ওয়ার্ডে হালদা খালের উপরে ১টি এবং ২ নং ওয়ার্ডে মির্জা আলী সড়কের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

ফরহাদাবাদ ইউনিয়নঃ
ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট ব্রী সংখ্যা ৩টি । ৩নং ওয়ার্ডে সোনাই খালের উপরে ৩ টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নঃ
গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৩০ টি। ২নং ওয়ার্ডে মরা বিপুলা খালের উপরে ১টি । ৩ নং ওয়ার্ডে রাজা মিয়া সড়কের উপরে ৮টি। ৬ নং ওয়ার্ডে ডিসি সড়কের উপরে ১টি। ৮ নং ওয়ার্ডে ডিসি সড়কের উপরে ৫টি, বোয়ালিয়া খালের উপরে ৩টি। ৭ নং ওয়ার্ডে বদর খালী খালের উপরে ১টি,বালু খালী খালের উপরে ৮টি। ৯ নং ওয়ার্ডে হাজী ইউসুফ সড়কের উপরে ৩টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ
বুড়িশ্চ ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৮ টি। ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে কাটাকালী খালের উপরে ১টি । ৩ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণ খালের উপরে ১টি এবং হালদা খালের উপরে ১টি । ৬ নং ওয়ার্ডে সোনা মিয়া খালের উপরে ১টি । ৯ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ন খালের উপরে ১টি। ৭ নং ওয়ার্ডে কুয়েশ খালের উপরে ১টি। ৮ নং ওয়ার্ডে কুয়েশ খালের উপরে ১টি । ৪ নং ওয়ার্ডে নিয়ামত আলী সড়কের উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নঃ
উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ৬ টি। ৭ নং ওয়ার্ডে বাছামিয়া খালের উপরে ২টি । ৮ নং ওয়ার্ডে শাহ মাদারী খালের উপরে ২টি । ৯ নং ওয়ার্ডে মাহলুমা খালের উপরে ২টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

মির্জাপুর ইউনিয়নঃ
মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ব্রীজ সংখ্যা ১৬ টি। ৯ নং ওয়ার্ডে প্যারা লাল খালের উপরে ২টি । ৭ নং ওয়ার্ডে লাল মতি ছড়ার উপরে ২টি । ৪ নং ওয়ার্ডে মরা ছড়ার উপরে ২টি। ৬ নং ওয়ার্ডে সোনাই ছড়ি খালের উপরে ২টি এবং ডেঙ্গা খালের উপরে ৩টি ।২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে বদর খালী ছড়ার উপরে ৪টি । ১নং ওয়ার্ডে কুমারী ছড়ার উপরে ১টি ব্রীজ রয়েছে । ব্রীজগুলির বর্তমানে অবস্থা ভাল এবং পানি নিস্কাশনের জন্য উপযোগী রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ সহকারী প্রকৌশলী, হাটহাজারী, মোবাইল নং- ০১৮২৭-২৭৯০২৮

ঘ) কালভার্টঃ

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে মোট ৫৭৭টি কালভার্ট আছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে খালের পানি প্রবাহে সহায়তা করে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্টের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

শিকারপুর ইউনিয়নঃ
শিকারপুর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৮ টি । ১নং ওয়ার্ডে কোন কালভার্ট নেই। ২নং ওয়ার্ডে আশরাফ আলী রোড-২টি। ৩নং ওয়ার্ডে কোন কালভার্ট নেই। ৪নং ওয়ার্ডে কোন কাল ভার্ট নেই। ৫নং ওয়ার্ডে কোন কাল ভার্ট নেই। ৬নং ওয়ার্ডে শহিদুল্লা পাড়া রোড-১টি। ৭নং ওয়ার্ডে কোন কালভার্ট নেই। ৮নং ওয়ার্ডে মধ্যম কুয়াইশ রোড-৩টি। ৯নং ওয়ার্ডে ইয়ার মোহাম্মদ রোড-২টি কালভার্ট রয়েছে।

দক্ষিন মাদার্শাঃ
দক্ষিন মাদার্শা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৯৩ টি । ১নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া রোড-৬টি। ২নং ওয়ার্ডে হাজি বাদশা মিয়া রোড-৮টি। ৩নং ওয়ার্ডে মফিজ মিস্ত্রি রোড-৫টি,বাদশা লিং রোড-৩টি। ৪নং ওয়ার্ডে বদু চৌধুরী রোড-৫টি,ডা: ছানাউল্ল রোড-৬টি,দাতারাম রোড-৪টি। ৫নং ওয়ার্ডে হাবিব চেয়ারম্যান রোড-৭টি,হাজী সোনা মিয়া রোড-৪টি। ৬নং ওয়ার্ডে বরুয়া পাড়া রোড-৬টি,সানাউল্লা রোড-৩টি। ৭নং ওয়ার্ডে আতর আলী রোড-৩টি,কাটাখালী রোড-৬টি। ৮নং ওয়ার্ডে আতর আলী রোড-৮টি। ৯নং ওয়ার্ডে কাটাখালী রোড-৬টি,বসর কোং বাড়ী রোড-৮টি,আতর আলী রোড-৫টি কালভার্ট রয়েছে।

মেখল ইউনিয়নঃ
মেখর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫২ টি । ১নং ওয়ার্ডে মফজল বলি রোড-৪টি,কান্তর আলী ফকির রোড-৪টি। ২নং ওয়াড,কাজি বাড়ী রোড-৫টি,ছমি উদ্দিন সারাং রোড-৩টি। ৩নং ওয়ার্ডে মোজাফ্ফর রোড-৩টি,মুরাদ তালুকদার রোড-৪টি। ৪নং ওয়ার্ডে আনন্দ বাজার রোড-৬টি । ৫নং

ওযাড,মেখল মেইন রোড-৪টি। ৬নং ওয়ার্ডে মুফতি ফয়জুল্লা রোড-৮টি। ৭নং ওয়ার্ডে বৈলতলী রোড-৩টি। ৮নং ওয়ার্ডে কামার রোড-৪টি,মেখল মেইন রোড-৩টি। ৯নং ওয়ার্ডে মেখল মেইন রোড-১টি কালভার্ট রয়েছে।

চিকনদন্ডী ইউনিয়নঃ

চিকনদন্ডী ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫৬ টি। ১নং ওয়ার্ডে সৈয়দপুর রোড-২টি,বহদ্দার রোড-২টি,রাজা মিযা রোড-৪টি। ২নং ওয়ার্ডে নাথ পাড়া রোড-৫টি। ৩নং ওয়ার্ডে দাতা রাম চৌ: রোড-২টি,সাব ডেপুটি রোড-৩টি,দত্ত বাড়ী রোড-৩টি,ঘোষ বাড়ী রোড-৪টি। ৪নং ওয়ার্ডে কোন কালভার্ট নেই। ৫নং ওয়ার্ডে ইসামতি রোড-৫টি,সৈয়দ মিয়া রোড-৪টি। ৬নং ওয়ার্ডে রাজা মিয়া রোড-৪টি,বহদ্দার বাড়ী রোড-৩টি । ৭নং ওয়ার্ডে কাজি পাড়া রোড-৩টি,মীর পাড়া রোড-৩টি। ৮নং ওয়ার্ডে আমান বাজার নিয়ামত আলী রোড-৩টি,ফতেয়াবাদ খন্দকীয়া রোড-৪টি। ৯নং ওয়ার্ডে ডেপার পার রোড-২টি কাল ভার্ট রয়েছে।

ধলই ইউনিয়নঃ

ধলই ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৪২ টি। ১নং ওয়াড,শাহ মনহর দর্গা রোড-৩টি। ২নং ওয়ার্ডে ধলই বারব কুন্ডরোড-৮টি। ৩নং ওয়ার্ড,ধলই খাল চা বাগান রোড-১টি,বদর বাড়ী রোড-২টি,ধলই শফি নগর রোড-২টি। ৪নং ওয়ার্ড,চিরাশিল রোড-২টি,কাজী বাড়ী রোড-৩টি। ৫নং ওয়ার্ডে,ইয়ার মোহাম্মদ রোড-২টি,গোডাউন রোড-৩টি। ৬নং ওয়ার্ড,সেকেন্দার পাড়া রোড-৩টি,গোমাতার পাড়া রোড-৩টি। ৭নং ওয়ার্ড, মৌলভী নুরুল হক রোড-২টি,মিয়া পাড়া রোড-২টি। ৮নং ওয়াড,আশ্চার্য পাড়া রোড-৩টি,ধলই কালু শাগ রোড-৩টি। ৯নং ওয়ার্ড,কোন কালভার্ট নেই।

ফতেপুর ইউনিয়নঃ

ফতেপুর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৪৫ টি । ১নং ওয়ার্ড,আ: মতিন রোড-১টি,মিয়া মেম্বারের বাড়ী রোড-২টি, দক্ষিন গোদা গাজী রোড-২টি,কারিগড় পাড়া রোড-১টি। ২নং ওয়ার্ড,শিকদার পাড়া রোড-২টি,বরুযা পাড়া রোড-২টি। ৩নং ওয়ার্ড,মদোনা ঢারা রোড-২টি,ফতেপুর জুবরা রোড-৩টি,জামতল রোড-৩টি। ৪নং ওয়ার্ড,জামতল রোড-২টি,চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি রোড-২টি,১নং রোড-২টি। ৫নং ওয়ার্ড,ফকিরা জামে মসজিদ রোড-১টি,জামতল রোড-২টি। ৬নং ওযার্ড,মজলিশ বিবি রোড-১টি ইসরামিযা বাজার রোড-২টি। ৭নং ওয়াড,আহম্মদ মিয়া রোড-২টি,মেহের নগর রোড-২টি,মফিজ চেয়ারম্যান বাড়ী রোড-২টি। ৮নং ওয়ার্ড,নুর আলী টেন্ডল রোড-৩টি,মেহের আলী রোড-১টি । ৯নং ওয়ার্ড,ইউসুফ চৌধুরী বাড়ী রোড-৫টি,বালুছড়া মেহের নগর রোড-২টি কাল ভার্ট রয়েছে।

ছিপাতলী ইউনিয়নঃ

ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ২৫ টি। ১নং ওয়ার্ড,হাজী ইউসুফ রোড-২টি,রহমত আলী রোড-১টি। ২নং ওয়ার্ড,কোন কালভার্ট নেই। ৩নং ওয়ার্ড,আমানত আলী রোড-৩টি। ৪নং ওয়ার্ড,হালদা বেড়ী বাধ রোড-৩টি। ৫নং ওয়ার্ড,চানগাজী রোড-২টি,রোভী তালুকদার রোড-২টি। ৬নং ওয়ার্ড,দক্ষিন ছিপাতলী রোড-২টি। ৭নং ওয়ার্ড,আমানত মুন্সি রোড-২টি। ৮নং ওয়ার্ড,কাজিরখিল রোড-১টি,আমানত আরী রোড-১টি। ৯নং ওয়ার্ড,মুরাদ রোড-৬টি কাল ভার্ট রয়েছে।

গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ

গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ১২টি । ১নং ওয়াড,পশ্চিম গড়দুয়ারা রোড-২টি। ২নং ওয়াড,কোন কালভার্ট নেই। ৩নং ওয়াড,আকবর বাড়ী রোড-১টি। ৪নং ওয়াড,তালুকদার রোড-২টি। ৫নং ওযাড,আ: কাদের শফিউল রোড-১টি। ৬নং ওযাড,সারাং রোড-২টি। ৭নং ওয়াড,মিন্নাত আলী রোড-২টি। ৮নং ওয়াড,জীবন তালুকদার রোড-১টি,জেবল আহম্মদ রোড-১টি। ৯নং ওয়াড,কোন কালভার্ট নেই।

নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নঃ

নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ২০ টি । ১নং ওয়ার্ড,চৌধুরী রোড-২টি । ২নং ওয়ার্ড,ডিসি রোড-১টি। ৩নং ওয়ার্ড, আমিন মাঝি বাড়ী রোড-২টি। ৪নং ওয়ার্ড,হেদায়েত আলী বাড়ী রোড-২টি। ৫নং ওয়ার্ড,শফি তালুকদার রোড-১টি । ৬নং ওয়ার্ড,আশরাফ আলী রোড-২টি। ৭নং ওয়ার্ড,বুরো মিয়া চৌধুরী রোড-১টি,টুনা গাজী রোড-১টি। ৮নং ওয়ার্ড,আবুল হায়াত রোড-২টি। ৯নং ওয়ার্ড,মোছেদ আলী রোড-১টি,চানগাজী রোড-১টি কালভার্ট রয়েছে।

ফরহাদাবাদ ইউনিয়নঃ

ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫৫টি । ১নং ওয়ার্ড,বাশুয়া ঢালা রোড-৪টি,সৃতধর পাড়া রোড-৩টি। ২নং ওয়ার্ড,মোফজ্জল মিয়া রোড-৩টি,মোহছেনা পাড়া রোড-৪টি। ৩নং ওয়ার্ড,শিকদার পাড়া রোড-৩টি, হাজী আফজাল মিয়া রোড-২টি,জাফর পাড়া রোড-৩টি। ৪নং ওয়ার্ড,বাদশা রোড-২টি,বাশুয়াঢালা রোড-২টি। ৫নং ওয়ার্ড,নুরানিয়া স্কুল রোড-৩টি,উদালিয়া রোড-৩টি। ৬নং ওযার্ড,নাজির হাট রোড-৩টি। ৭নং ওয়ার্ড, ইসমত মহুরী রোড-৩টি, ইউসুবিয়া রোড-৩টি। ৮নং ওয়ার্ড,শিয়াল বাড়ী রোড-৩টি,নুর আলী বংশাল রোড-২টি। ৯নং ওয়ার্ড,জমসের তালুকদার রোড-৫টি,নুর আলী মিয়া রোড-৪টি কালভার্ট রয়েছে।

গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নঃ

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫৪ টি। ১নং ওয়ার্ড,রাজা মিয়া চৌধুরী রোড-৩টি। ২নং ওয়ার্ড,চলিয়া গারি মসজিদ রোড-৩টি,কালু শাহ রোড-২টি,মনহর চৌধুরী রোড-২টি। ৩নং ওয়ার্ড,বদর বাড়ী রোড-৩টি,পেশকার হাট রোড-২টি। ৪নং ওয়ার্ড,পেশকার হাট রোড-২টি। ৫নং ওযাড,চৌমুহনী রোড-২টি। ৬নং ওযার্ড,কাটা খালী রোড-৩টি,ডিসি রোড-৪টি। ৭নং ওয়ার্ড,জামান খান রোড-৪টি,আ: ছবুর মেম্বার রোড-৩টি,বিহার রোড-৩টি,ডিসি রোড-২টি। ৮নং ওয়াড,রওশন রোড-৪টি,খিল বাড়ী রোড-৩টি,জামান খান রোড-৩টি,ডিসি রোড-৩টি। ৯নং ওয়ার্ড,হাজী ইউসুফ রোড-২টি,সামসের পাড়া রোড-১টি কালভার্ট রয়েছে।

বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ

বুড়িশ্চ ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা মোট ১১ টি। ১নং ওয়ার্ড,কাজি পাড়া রোড-২টি,মধ্যর পাড়া রোড-২টি। ২নং ওয়ার্ড,ফতে মোহাম্মদ তালুকদার বাড়ী রোড-২টি। ৩নং ওয়ার্ড,বুড়িশ্চর সার্কুলার রোড-২টি। ৪নং ওয়ার্ড,কোন কালভার্ট নেই। ৫নং ওযার্ড,কোন কালভার্ট নেই। ৬নং ওয়ার্ড,গোলাম হোসেন রোড-১টি। ৭নং ওয়ার্ড,বুড়িশ্চর সার্কুলার রোড-১টি। ৮নং ওয়ার্ড,সতেজ বৈদ্ধ্য (তালতলা কলোনী)-১টি ৯নং ওয়ার্ড,কোন কালভার্ট নেই।

উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নঃ

উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩২টি । ১নং ওয়ার্ড,মাছুয়া ঘোনা হেছারী রোড-৩টি। ২নং ওয়ার্ড,মনছুর আলী রোড-৪টি। ৩নং ওয়ার্ড,ভাটি চৌধুরী রোড-৩টি। ৪নং ওয়ার্ড,জামশেদিয়া কামাগাজী রোড-৩টি। ৫নং ওযার্ড,শাহ মজ্জিদিয়া রোড-২টি। ৬নং ওয়ার্ড,এলজিইডি রোড-২টি,দ্রষ্টা চৌধুরী রোড-২টি। ৭নং ওয়ার্ড,এলজিইডি মেইন রোড-২টি,আ: বারি রোড-২টি। ৮নং ওয়ার্ড,মাদারীপুর রোড-২টি,রামদাস বাজার রোড-১টি। ৯নং ওয়ার্ড,দক্ষিন বারিঘোনা রোড-৩টি,মাইজপাড়া রোড-২টি কালভার্ট রয়েছে।

মির্জাপুর ইউনিয়নঃ

মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৭২টি । ১নং ওয়ার্ড, নওয়া মিয়া হাজী রোড-৫টি,খলিফা পাড়া রোড-৩টি,বিসি রোড-২টি। ২নং ওয়ার্ড,হাজী মোশারফ আলী রোড-৩টি,কাজি সফর আলী রোড-২টি,বরিশাল রোড-৩টি। ৩নং ওয়ার্ড, জয়নুল আলম রোড-৩টি,মোমিনুল রোড-২টি,রওশন রোড-১টি,কালিদাস রোড-১টি। ৪নং ওয়ার্ড,মোমেনিয়া রোড-২টি,রওশন রোড-১টি,খাগড়াছড়ি রোড-৩টি। ৫নং ওয়ার্ড,রওশন রোড-২টি,কুরাল পাড়া রোড-২টি,নুর চেয়ারম্যান রোড-৩টি। ৬নং ওয়ার্ড, রামগড় রোড-৩টি হাজী ইউসুফ রোড-৩ টি। ৭নং ওয়ার্ড,মুরাদ রোড-৩টি,আশরাফ আলী রোড-৩টি,খাগড়াছড়ি রোড-২টি। ৮নং ওয়ার্ড, মুরাদ রোড-৫টি,চারিয়া নয়া হাট রোড-৫টি। ৯নং ওয়ার্ড,আশরাফ আলী রোড-৬টি,মুরাদ রোড-৪টি ।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, এলজিআরডি অফিস, হাটহাজারী, মোবাইল নং ০১৮২৭-২২৯০২৮

ঙ) রাস্তাঃ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৫৫০.৫ কি: মি: রাস্তা আছে। এর মধ্যে পাকা রাস্তা ১৪৬.৫ কি:মি:, কাচা রাস্তা ২০৬ কি:মি: এবং এইচ বি বি ১৯৮ কি:মি: । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

১. শিকারপুর ইউনিয়নঃ শিকারপুর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৫ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৭ কিলোমিটার ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২৮.৩৫ কিলোমিটার যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৩ কিলোমিটার (১, ৩, ৫, ৬ ও ৯) নং ওয়ার্ড গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২. দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নঃ দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১০.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৯ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড গুলির এইচবিবি রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৩. মেখল ইউনিয়নঃ মেখল ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১২ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত । এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৪ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৪. চিকনদন্ডী ইউনিয়নঃ চিকনদন্ডী ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৪ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১২.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১২ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৫. ধলই ইউনিয়নঃ ধলই ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৫.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ২৩ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ৩, ৪, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১০ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৬. ফতেপুর ইউনিয়নঃ ফতেপুর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৭ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৭. ছিপাতলী ইউনিয়নঃ ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ২ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৩.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ২৪ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৪, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৮. গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ২.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৪, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৮ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ২৩.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৯. নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নঃ নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ২ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১,২,৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ৯.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২, ৪, ৫, ৬,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১৩ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৪, ৫,৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ১, ২, ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১০. ফরহাদাবাদ ইউনিয়নঃ ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৭ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ২৩ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৫,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ১,৩,৫ ও ৮ নং ওয়াডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ২০ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৪, ৫,৬,৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪,৫,৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১১. গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নঃগুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৫.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১,২,৩,৬ ও ৮ ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৮.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে প্রায় সব রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১০ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ৩, ৪, ৫,৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১২. বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ৮ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৪.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ও এইচবিবি রাস্তা ৫.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ২, ৪, ৫,৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ২, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৩. উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নঃ উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৩ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১১ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ৪ ও ৬নং ওয়াডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১০.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৪, ৫,৬,৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৫,৬,৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৪. মির্জাপুর ইউনিয়নঃ মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা ১৬.৫ কিলোমিটার, পাকা রাস্তা গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবিস্থত। এই ইউনিয়নে মোট কাঁচা রাস্তা ১৭.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তন্মধ্যে ১,২,৩, ৪ নং ওয়াডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও এইচবিবি রাস্তা ১১.৫ কিলোমিটার, রাস্তা গুলো ১,২,৩, ৪, ৫ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে ৩, ৪, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডের এইচবিবি রাস্তা গুলো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

চ) সেঁচ ব্যবস্থাঃ

এই উপজেলায় ফসল উৎপাদনের জন্য নলকুপ ব্যবহার তেমন বেশী দেখা যায় না। গভীর নলকুপ গুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বসত বাড়ীর কাজে ব্যবহার হয় এবং কিছু ফসলি জমিতে ব্যবহার হয়। হাটহাজারী উপজেলায় মোট নলকুপের সংখ্যা প্রায় ৩৮১৭৭ টি, এর মধ্যে গভীর নলকুপের সংখ্যা ২৮৫ টি, অগভীর নলকুপ ৩৭৮৪০ টি, হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা ২ টি ও স্যালো চালিত নলকূপের সংখ্যা প্রায় ৫০ টি। নিম্নে নলকুপের বিবরণ প্রদান করা হল।

ক্র.নং	সেঁচের উৎস	সংখ্যা	সেঁচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান	বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমান	বন্যা পরবর্তী অবস্থা
১	গভীর নলকুপ	২৮৫ টি	প্রায় ৬১০০ একর	প্রায় ৩২৮০ একর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হয়	সরকারী সাহায্য সহযোগীতা পেলে বন্যা পরবর্তী দুরবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া সহজ হবে।
২	অগভীর নলকুপ	৩৭৮৪০ টি	নাই	-	-
৩	হস্তচালিত নলকুপ	২ টি	নাই	-	-
৪	স্যালো চালিত নলকুপ	৫০ টি	প্রায় ৪৮০০ একর	-	-

ছ) হাট-বাজারঃ

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে মোট হাট এবং বাজারের সংখ্যা ৩৮ টি। মাঠ পর্যায়ে পাওয়া তথ্যমতে সপ্তাহে হাট বসে ২ দিন এবং বাজার বসে সপ্তাহে ৭দিন। এ হাট এবং বাজারে মোট দোকান সংখ্যা প্রায় ৭১০৭ টি। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট এবং বাজারের তথ্যাবলী প্রদান করা হলঃ

প্রাপ্ত তথ্যেরে সূত্রঃ রহমানা বেগম, অফিস সহকারী, পরিসংখ্যান অফিস, *হাটহাজারী,* মোবাইল নং- *০১৮১৫-৬৩৮১৭৪*

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	হাট বাজারের নাম	হাট/বাজার দিন	বাজারের দোকানের সংখ্যা
১	চিকনদন্ডী	নন্দীর হাট	সপ্তাহে ২দিন	১৭০টি
		চৌধুরী হাট	সপ্তাহে ২দিন	৭৪০টি
		লালিয়ার হাট	সপ্তাহে২দিন	৯২টি
		জুগির হাট	সপ্তাহে ২ দিন	২৫২ টি
		খন্দকীয়ার হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৮৬টি
		বড় দীঘির বাজার	প্রতিদিন	৭২৪টি
		আমান বাজার	প্রতিদিন	২৬০টি
২	ফতেপুর	ইসলামিয়ার হাট	সপ্তাহে ২দিন	৪৪টি
		মদন হাট	সপ্তাহে ১দিন	১৫২টি
		বিশ্ববিদ্যালয় ২ নং হাট	সপ্তাহে ২দিন	১০০টি
৩	ধলই	কাঠির হাট	সপ্তাহে ২দিন	৬৩৫টি
		এনায়েতপুর বাজার	সপ্তাহে প্রতিদিন	৩৪০টি
৪	শিকারপুর	নজু মিয়ার হাট	সপ্তাহে ২দিন	৩১৫টি
৫	বুড়িশ্চর	বুড়িশ্চর বাজার	সপ্তাহে প্রতিদিন	১৮০টি
৬	গড়দুয়ারা	নতুন হাট	সপ্তাহে ২দিন	২৫টি
		কাপ্তার অলি বাজার	প্রতিদিন	৪৫টি
৭	ছিপাতলী	ইসলামী হাট	সপ্তাহে ২দিন	২৫টি
		জিলানী বাজার	সপ্তাহে প্রতিদিন	৩২টি
		মরা বোয়ালিয়া বাজার	সপ্তাহে প্রতিদিন	৮৫টি
৮	উত্তর মাদার্শা	রামদাস মুন্সির হাট	সপ্তাহে ২দিন	৪০টি
		সৈয়দ আহম্মদ হাট	সপ্তাহে ২দিন	৩৫টি
		বদিউল আলম হাট	সপ্তাহে ২দিন	৬৫টি
৯	দক্ষিন মাদার্শা	মদুনা ঘাট বাজার	সপ্তাহে প্রতিদিন	৩২০টি
১০	মেখল	ফরেজিয়া হাট	সপ্তাহে ২দিন	১০০০টি
		বৈলতলী হাট	সপ্তাহে ১দিন	১০৫টি
		আনন্দ হাট	সপ্তাহে ২দিন	৮০টি
		ফকির হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৪০টি
		ছত্তার হাট	সপ্তাহে ১ দিন	২৫০টি
১১	মির্জাপুর	সরকার হাট	সপ্তাহে ২দিন	২৫০টি
		আকবর আলী চৌ: হাট	সপ্তাহে ১দিন	৭০টি
		কালিদাশ চৌ: হাট	সপ্তাহে ২দিন	৫০টি
		মহরীর হাট	সপ্তাহে ২দিন	৮০টি
		চারিয়া নয়া হাট	সপ্তাহে ২দিন	৮৫টি
১২	নাঙ্গাল মোড়া	নাঙ্গাল মোড়া বাজার	প্রতিদিন	৭০টি
১৩	ফরহাদাবাদ	নুর আলী মিয়ার হাট	সপ্তাহে ২দিন	৮৫টি
		জব্বার হাট	সপ্তাহে ২দিন	৩৫টি
		নাজির হাট	সপ্তাহে ২দিন	৬০টি
১৪	গুমান মর্দ্দন	পেশকার হাট	সপ্তাহে ২দিন	৮৫টি

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ-

(ক) ঘর-বাড়িঃ

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে মোট ঘর-বাড়ীর সংখ্যা ৭৬৮৩১ টি। এর মধ্যে কাঁচা-২৯০২০ টি, পাঁকা-১৭৩২৫ টি এবং আধাপাকা- ৩০৪৮৬ টি। এখানে সাধারনত ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড দিয়ে পাকা ঘর এবং বাঁশ, গাছ, টিন, মাটি, ছন, তার, পেরেক, রশি, বাঁশের বেড়া দিয়ে কাঁচা ঘর-বাড়ী তৈরী করা হয়। এখানে কাচা ঘর-বাড়ী গুলো দূর্যোগ সহনশীল নয়। প্রায় ৪০% খাচা ঘর-বাড়ী বন্যা লেবেলের নীচে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘর-বাড়ীর পরিসংখ্যান প্রদান করা হলঃ

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	ঘর বাড়ীর সংখ্যা			সাধারণত কি কি মালামাল দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী হয় বিস্তারিত বিবরণ
		কাঁচা	পাকা	আধা পাকা	
১	শিকারপুর	২০১৬ টি	১৭১৩ টি	২৭৪৯ টি	কাচা ঘর মাটি বা বাঁশের বেড়া, গাছ , উপরে ছন বা টিন , আর পাকা বাড়ী ইট, বালু, সিমেন্ট ও রড দিয়ে তৈরী
২	দক্ষিণ মাদার্শা	১৭৩১টি	১৪২১টি	১৯৮৬ টি	
৩	মেখল	৩২৭১	২০০২ টি	১৬৫৭টি	
৪	চিকনদন্ডী	৩৭৯০টি	১৭৩২টি	৫২৪৬ টি	
৫	ধলই	৩০৬৩টি	১১৯৫টি	৩০৭৭টি	
৬	ফতেপুর	২২৭৭	২৬৫৯	৩১৫৭	
৭	ছিপাতলী	৮৬৬টি	৬৫৫টি	৬১৩টি	
৮	গড়দুয়ারা	১০২৪টি	৫৪৪টি	১৩৬০টি	
৯	নাঙ্গালমোড়া	৭৮০টি	১৮০টি	৫৯৭টি	
১০	ফরহাদাবাদ	১৫৪২টি	১০৩৫টি	২৯১০টি	
১১	গুমানমর্দ্দন	১২৩৭টি	৩৬৪ টি	১৪৩৭টি	
১২	বুড়িশ্চর	১৬৬৫	১১২৬	২৬০৩	
১৩	উত্তর মাদার্শা	২৭৬৩	১৪১৮	১৬২২	
১৪	মির্জাপুর	২৯৯৫	১২৮১	৩০৯৪	
	মোট	২৯০২০ টি	১৭৩২৫	৩০৪৮৬	

(ক) পানিঃ

খাবার পানির উৎসগুলির নলকুপ কয়টিঃ

হাটহাজারী উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলি হলঃ গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ, মেশিনে উত্তোলিত ও ছড়ার পানি ইত্যাদি। এখানে মোট নলকুপ সংখ্যা প্রায় ৩৮১৭৭ টি । এর মধ্যে গভীর নলকুপ-২৮৫টি, অভীর নলকুপ-৩৭৮৪০ টি ও স্যালো ইঞ্জিন চালিত ৫০ টি ।

নলকুপের সংখ্যা প্রায় ৩৮১৭৭ টি, ভালোর সংখ্যা প্রায় ৩১৮৭৭টি, অকেজোর সংখ্যা প্রায় ৬৩০০ টি, বন্যা লেভেলের উপরে আছে প্রায় ২০৩২০ টি এখানে প্রায় ৮০% শতাংশ অধিবাসি নলকুপের পানি ব্যবহার করে । এখানে বন্যার সময় খাবার পানির অভাব দেখা দেয় ।

(গ) পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

হাটহাজারী উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায় ৭৬৮৩১ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানা প্রায়-৪৭৮০১ টি এবং কাচা পায়খানা প্রায়- ২৯০২০ টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে এখানে প্রায় কাঁচা পায়খানাগুলোই বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

এখানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সংখ্যা প্রায়-৭৬৮৩১ টি । বন্যা লেভেলের উপরে প্রায়-৪২৩৯০ টি, বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে প্রায়-৪২৩৯০ টি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে প্রায় ৯৫% অধিবাসি।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

হাটহাজারী উপজেলায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২২৮ টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১২২ টি, বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৫ টি। বিশ্ববিদ্যালয় আছে-১টি, কলেজ-৫টি, মাদ্রাসা-২১টি, উচ্চ বিদ্যালয়-৪৩টি, জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ৭টি ও মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়-৪টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নে দেয়া হলঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারী	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৬০০০	৪২৮
কলেজ	বেসরকারী	আকবরিয়া স্কুল এন্ড কলেজ	হাটহাজারী	৮৪৫	১৭
কলেজ	বেসরকারী	কাটিরহাট মহিলা কলেজ	হাটহাজারী	৪৯০	১২
কলেজ	বেসরকারী	কে সি শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ	হাটহাজারী	৬৪০	১৩
কলেজ	বেসরকারী	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	হাটহাজারী	১১০০	১৮
কলেজ	বেসরকারী	নাজিরহাট কলেজ	হাটহাজারী	৪৭০	১০
কলেজ	বেসরকারী	ফতেয়াবাদ কলেজ	হাটহাজারী	৪৮৫	১১
কলেজ	বেসরকারী	হাটহাজারী কলেজ	হাটহাজারী	৮৩০	১৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাটহাজারী পার্বতী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৫২০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	শহীদুল্লাহ একাডেমী .	হাটহাজারী	৪৬০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাটহাজারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৫৫০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৮৬	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	গড্দুয়ারা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৫১০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কাটির হাট উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৯০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কাটাখালী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৫০০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কে এস নজুমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৬৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আলীপুর রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৮০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চট্টগ্রাম রেসিডেন্সিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৬১০	১২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জোবরা পি পি উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৬৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফতেপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৫১০	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফতেপুর মেহেরনেগা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৭০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৩০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মীর নোয়াবুল হক উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৭০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৬৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফতেয়াবাদ মহাখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৭৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	নাজির হাট কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৫০	৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফজলুল কাদের চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৯৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কুয়াইশ বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৮৫	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৯০	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মাদার্শা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৯৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	খন্দকিয়া চিকনদন্ডী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৭৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৮৬	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৬০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কাটিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৪৫	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ঈদগাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৩০	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	বিল্যাব উচ্চ বিদ্যালয় .আর.আই.এস.সি.	হাটহাজারী	৪২০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চট্টগ্রাম সেনানিবাস উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৬৫	১১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	দক্ষিণ মেখল উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৭৫	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩২০	৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৯৫	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	দক্ষিণ মাদার্শা এস এস উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩১০	৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	এসিদ্দিকী বালিকা .কে . উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৪০	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	নাঙ্গালমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৮০	৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফতেয়াবাদ আদর্শ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৯৫	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৯৫	৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফতেয়াবাদ শৈলবালা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৮৫	৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩১০	৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	গুমানমর্দ্দন পেশকার হাট উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৮৫	১০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	উত্তর মাদার্শা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৯০	৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	জাহাঙ্গীর লেইন উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৪০	৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	ফতেয়াবাদ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪২০	১০
জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	আলমপুর জুনিয়র বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৭৫	৭
জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	মাদার্শা আদর্শ জুনিয়র বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৬০	৬
জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	জোবরা বৌদ্ধ পল্লী জুনিয়র বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২২০	৭
জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	পশ্চিম মির্জাপুর জুনিয়র বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৪০	৭
জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	ছাপা মোতালেব জুনিয়র বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৩০	৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
জুনিয়র বিদ্যালয়	বেসরকারী	সন্দ্বীপ পাড়া জুনিয়র বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৫৫	৭
পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	বেসরকারী	হিল সাইড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	হাটহাজারী	৩৮৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আলমপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৩৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাড়ীঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	মেখল	৩৪৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	৫২ নং ভাগীরঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	৩২০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চারিয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	মির্জাপুর	৩১০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ উদালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	২৭০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলই মীরা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	২৩০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	২১নং ধলই সেকান্দরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরহাদাবাদ মুন্সি বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩৯০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাজী মফজল মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩৩০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কাটিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	২৯৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	৮০নং মধুরঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নাজিরহাট খায়রিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩৭৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম ধলই আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	২৪৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরহাদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩৬৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চিকনদন্ডী দরবেশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৩৪৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চিকনদন্ডী কাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৪০৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চিকনদন্ডী কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৩৭০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ছিপাতলী বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিপাতলী	২৩৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ছিপাতলী ঈদগাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৩২০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব এনায়েতপুর নূর উল্লাহ্ চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩১০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফতেয়াবাদ বটতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	৩৯৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফটিকা রহমানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩১০	৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গড়দুয়ারা কেন্দ্রীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	১৮০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাদী নগর বাস্তুহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জাফরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩৭৯	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	খন্দকিয়া ছমদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৩২৬	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	৩২১	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাহ্ছুমাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	৩০৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মিরের খীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৮৪	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য মাদার্শা আলীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	৩১৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য মাদার্শা নবাবীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	২৮৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মুজাফ্ফরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	২৭৮	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম চারিয়া কাজী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৪২০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রামদাস হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	৪৩৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রোসাঙ্গিয়া ঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রুহুল্লাপুর সত্তারঘাট আশরাফী সামশুল আলম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	২১৩	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ছালামত আলী খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩৭৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ নাঙ্গালমোড়া ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাঙ্গালমোড়া	৩১৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সুজানগর হাজী জেবল হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৩	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর বুড়িশ্চর রশিদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	৩৮৯	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর পশ্চিম উদালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩৬৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম ধলই সাইর মোহাম্মদ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩৫৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম গড়দুয়ারা পূর্ব মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	৩৭৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম মন্দাকিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩১৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরহাদাবাদ ইউছুফিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৪২০	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরহাদাবাদ বংশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩৩৫	৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরহাদাবাদ কোরানীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাহামুদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৩৭৯	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলই শান্তির হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩৯৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলই কাজী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩৮৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম ধলই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩৫৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাধুর খীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৯৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলই সোনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৪১৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলই কদলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৪১৭	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর এনায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	৩৮৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম এনায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	২৮০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৪৫৬	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মির্জাপুর পাহাড়তলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৪১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মির্জাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৩১০	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চারিয়া নেজামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৪৭০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাসিম নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৩১৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর ছাদেক নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	২৯৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ ছাদেক নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৪২১	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গুমানমর্দ্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	৩৪৫	৯
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গুমানমর্দ্দন ক্যায়াং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	১৮৮	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গুমানমর্দ্দন কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	৩৫৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গুমানমর্দ্দন বালুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	২৬০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নাংগলমোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাঙ্গালমোড়া	৩৭৮	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আলী মোহাম্মদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিপাতলী	৩৮৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	লাল মোহাম্মদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিপাতলী	২৯৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কাজীর খীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিপাতলী	৩৯৭	৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৮৪	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩১৪	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাটহাজারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৯৫	১০
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম দেওয়াননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৪৪৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রংগীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৮৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৭৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেখল আজিজিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	৩১০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রহিমপুর জান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৮৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেখল পেশকার বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	৩৫৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেখল পুন্ডরীক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	২৪৯	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেখল ফকির হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	৪১৮	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	৪১৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেখল দয়াময়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	৩৭৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ পূর্ব মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	২৬৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	২৭৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মেখল রুহুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেখল	২৬৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গড়দুয়ারা কেরামতীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	৩৮৬	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গড়দুয়ারা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	৩৭৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গড়দুয়ারা মহতের বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	২৬৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা আনোয়ারীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদার্শা	৩৮৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা নতুনহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদার্শা	২৭৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা মাহলুমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদার্শা	৩৮১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাছুয়া ঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	৩৭৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৪২০	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জোবরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৪৪৫	৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফতেপুর লতিফ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৩০৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	২৮৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	১৭১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরহাদাবাদ কুলাল পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	২১১	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হেলাল চৌধুরী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	১৭৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নন্দীর হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৩২৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নেহালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৩৮৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর ফতেয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	২৬৯	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফতেয়াবাদ আহমদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	৪৪১	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফতেয়াবাদ রামকৃষ্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	২৮৯	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ ফতেয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	২৮০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মহাকালী ফতেয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	২৭০	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা রহমানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	৩৮৩	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা আকবরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	২৬৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা নবীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	৩৮৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ মাদার্শা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন মাদার্শা	৩১৩	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কেমিয়া সরকারি প্রাথমিক ইসহাক .এস . বিদ্যালয়		২৮৭	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব শিকারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিকারপুর	৩৭৮	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গৌরাঙ্গ বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিকারপুর	১৬৫	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাথুয়া আলামিঞা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিকারপুর	২৯৮	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কুয়াইশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিকারপুর	২১০	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম ফারুকীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩৩৯	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য বুড়িশ্চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	২৮৯	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ বুড়িশ্চর আলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	৩৬৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ বুড়িশ্চর ওসমানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	৩৬৩	৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাদার্শা দিশারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৭১	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব গুমানমর্দ্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	৩২০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাড়ীয়া ঘোনা সরকারি প্রাথমিক (পূর্ব) বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	২৭৮	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাথুয়া ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিকারপুর	২৬৭	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ পশ্চিম বাড়ীয়া ঘোনা (পশ্চিম) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	৩৮৭	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর গুমানমর্দ্দন কদলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	২৭৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য পাহাড়তলী আদর্শ গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৩৫	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব ছিপাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিপাতলী	৩১৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব গড়দুয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	২৭৬	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব গড়দুয়ারা সিকদার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়দুয়ারা	২৫৬	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জোবরা গুনালংকার বৌদ্ধ আশ্রম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৩৭৮	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব দেওয়ান নগর শায়েস্তা খাঁ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	২৬৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রহমত ঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৫৬	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ছোট কাঞ্চনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	২৭৬	৪
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নাজিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	৪১০	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাথুয়া আহম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিকারপুর	৩০২	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম খাগরিয়াছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৭৬	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ গুমানমর্দ্দন মাস্টারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	৩৬৫	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জোবরা খামার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	২৫৬	৫
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৪৮৬	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধলই শফিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধলই	২৮৫	৬
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মির্জাপুর ওবাইদুল্লানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৩২১	৮
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মির্জাপুর মনছুরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মির্জাপুর	৩৭৪	৭
প্রাঃবিঃ	সরকারী	শাহ হোসাইনুজ্জামান কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৫৪	৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/বেসরকারী রেজিষ্টার্ড	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফতেপুর পশ্চিম পট্টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	২৩৯	৪
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আজিমপাড়া গাউছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটহাজারী	৩৬৭	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা		২৪৮	৫
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মঈনুয়া কামিল মাদ্রাসা	ছিপাতলী	৩৬৫	৯
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কাটিরহাট মফিদুল ইসলাম মাদ্রাসা	ধলই	৩১২	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	নাঙ্গালমোড়া শামসুল উলুম মাদ্রাসা	নাঙ্গালমোড়া	৩৭৬	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বুড়িশ্চর জিয়াউল উলুম মাদ্রাসা	বুড়িশ্চর	২৭০	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বটতলী ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা		৩৮৫	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হযরত আকবর শাহ দাখিল মাদ্রাসা		২৯০	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হাটহাজারী আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা		৩১২	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বায়তুশ শরফ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা		২৯৮	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	এনায়েতপুর মঈনীয়া দাখিল মাদ্রাসা		২৫৬	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ফতেপুর এম আই সিনিয়র মাদ্রাসা	ফতেপুর	৪১০	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মির্জাপুর জয়নুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা	মির্জাপুর	৪৬৫	১০
মাদ্রাসা	বেসরকারী	লালিয়ার হাট হোছাইনীয়া মাদ্রাসা		২৮৬	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	গুমান মর্দ্দন পেশকার হাট মাদ্রাসা	গুমানমর্দ্দন	২৮৯	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আহমদিয়া তজবিদুল কোরান মহিলা দাখিল মাদ্রাসা		৪২০	১১
মাদ্রাসা	বেসরকারী	তৈয়বীয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা		৩২০	৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মির্জাপুর গাউছিয়া বাকেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা	মির্জাপুর	৪১০	১১
মাদ্রাসা	বেসরকারী	হামিদিয়া হোছাইনিয়া রজ্জাকীয়া দাখিল মাদ্রাসা		৩১২	৭
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ফতেয়াবাদ তৈয়বীয়া দাখিল মাদ্রাসা		২৯৭	৬
মাদ্রাসা	বেসরকারী	গাউছিয়া মুনিয়া মাদ্রাসা		২৬৫	৫
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মোহাম্মদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা		৩০২	৭
ইনষ্টিটিউট	বেসরকারী	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	হাটহাজারী	৪৮৫	১১
ইনষ্টিটিউট	বেসরকারী	হাটহাজারী রুদ্ররাজ সংস্কৃতি কলেজ	হাটহাজারী	৩৭০	৮

(ঙ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদ গাঁহ)

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪ টি ইউনিয়নে মোট মসজিদ সংখ্যা- ৪৮৬ টি,ঈদ গাঁহ মাঠ সংখ্যা- ৫৪ টি এবং মন্দির সংখ্যা-৫৯ টি । এখানে উল্লেখ্য যে,স্থানীয় পযায়ে ঈদ গাঁহ মাঠ খুব কম সংখ্যক হওয়ায় এলাকার মুসলমান গণ মসজিদে মসজিদে ঈদের সময় জামাতের নামায আদায় করে থাকেন। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী উল্লেখ করা হল।

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দি গীর্জা/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	ফরহাদাবাদ	মসজিদ	ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট মসজিদ-৪৩টি। ১নং ওয়ার্ডে-৭টি,২নং ওয়ার্ডে-৪টি,৩নং ওয়ার্ডে-৫টি,৪নং ওযার্ডে-৬টি,৫নং ওয়ার্ডে-৫টি,৬নং ওয়ার্ডে-৬টি,৭নং ওযার্ডে-৩টি,৮নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ১৬টি। ১নং ওয়ার্ডে-২টি,২নং ওয়ার্ডে-২টি,৩নং ওয়ার্ডে-০টি,৪নং ওযার্ডে-৬টি,৫নং ওয়ার্ডে-৩টি,৬নং ওয়ার্ডে-০টি,৭নং ওযার্ডে-০টি,৮নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ১৬টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায করে থাকেন্
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৩টি । ১নং ওয়ার্ড-০টি,২নং ওয়ার্ডে-০টি,৩নং ওয়ার্ডে-০টি,৪নং ওয়ার্ডে-১টি,৫ নং ওয়ার্ডে-১টি,৬নং ওযার্ডে-০টি,৭নং ওয়ার্ডে-০টি,৮নং ওযার্ডে-০টি ও ৯নঙ ওয়ার্ডে-১টি।	
২	গুমানমর্দ্দন	মসজিদ	গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মসজিদ সংখ্যা-৩৫টি । ১নং ওয়ার্ডে-৪টি,২নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩নং ওয়ার্ডে-৩টি,৪নং ওযার্ডে-২টি,৫নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬নং ওয়ার্ডে-৪টি,৭নং ওযার্ডে-৫টি,৮নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । ১নং ওয়ার্ড-০টি,২নং ওয়ার্ডে-১টি,৩নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪নং ওয়ার্ডে-০টি,৫ নং ওয়াডে-০টি,৬নং ওযার্ডে-০টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১টি,৮নং ওযার্ডে-০টি ও ৯নঙ ওয়াডে-২টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ৯টি। ১নং ওয়ার্ডে-১টি, ২নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩নং ওয়ার্ডে-১টি,৪নং ওযার্ডে-১টি,৫নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬নং ওয়ার্ডে-১টি,৭নং ওযার্ডে-১টি,৮নং ওয়ার্ডে-১টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ৯টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায করে থাকেন্
৩	বুড়িশ্চর	মসজিদ	বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মসজিদ সংখ্যা-৩১টি । ১নং ওয়ার্ডে-৩টি,২নং ওয়ার্ডে-৪টি,৩নং ওয়াডে-৫টি,৪নং ওযার্ডে-৩টি,৫নং ওয়াডে-৫টি,৬নং ওয়াডে-৩টি,৭নং ওযাডে-৪টি,৮নং ওয়াডে-২টি এবং ৯নং ওয়াডে-২টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-২টি । ১নং ওর্য়াড-০টি,২নং ওয়াডে-০টি,৩নং ওয়ার্ডে-০টি, ৪নং ওয়ার্ডে-০টি, ৫ নং ওর্য়াডে-০টি,৬নং ওযার্ডে-০টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১টি,৮নং ওযাডে-১টি ও ৯নঙ ওয়াডে-০টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে স্থানীয় পর্যায়ে কোন ইদগাহ মাঠ নেই।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ নেই কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায় করে থাকেন্
৪	ধলই	মসজিদ	মোট মসজিদ সংখ্যা-৪০টি । ১নং ওয়ার্ডে-৫টি,২নং ওয়ার্ডে-৪টি,৩নং ওয়ার্ডে-৬টি,৪নং ওযার্ডে-৫টি,৫নং	

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দি গীর্জা/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
			ওয়ার্ডে-৩টি,৬নং ওয়ার্ডে-৫টি,৭নং ওযার্ডে-৩টি,৮নং ওয়ার্ডে-৪টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৫টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-১১টি । ১নং ওয়ার্ড-০টি,২নং ওয়ার্ডে-৪টি,৩নং ওয়ার্ডে-৩টি,৪নং ওয়ার্ডে-০টি,৫ নং ওয়ার্ডে-০টি,৬নং ওযার্ডে-০টি,৭নং ওয়ার্ডে-০টি,৮নং ওযার্ডে-৪টি ও ৯নং ওয়ার্ডে-০টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ২টি। ১নং ওয়াডে-০টি,২নং ওয়াডে-০টি,৩নং ওয়াডে-১টি,৪নং ওযাডে-১টি,৫নং ওয়াডে-০টি,৬নং ওয়াডে-০টি,৭নং ওযাডে-০টি,৮নং ওয়াডে-০টি এবং ৯নং ওয়াডে-০টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায করে থাকেন্
৫	ফতেপুর	মসজিদ	মোট মসজিদ মংখ্যা-৫১টি । ১নং ওয়ার্ডে-৫টি,২নং ওয়ার্ডে-৭টি,৩নং ওয়ার্ডে-৬টি,৪নং ওযার্ডে-৫টি,৫নং ওয়ার্ডে-৪টি,৬নং ওয়াডে-৮টি,৭নং ওযাডে-৭টি,৮নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । ১নং ওয়ার্ড-১টি,২নং ওয়ার্ডে-১টি,৩নং ওয়ার্ডে-০টি,৪নং ওয়ার্ডে-১টি,৫ নং ওয়াডে-০টি,৬নং ওযাডে-০টি,৭নং ওয়াডে-১টি,৮নং ওযাডে-০টি ও ৯নং ওয়ার্ডে-১টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ১টি। ১নং ওয়ার্ডে-০টি,২নং ওয়ার্ডে-১টি,৩নং ওয়ার্ডে-০টি,৪নং ওযার্ডে-০টি,৫নং ওয়ার্ডে-০টি,৬নং ওয়াডে-০টি,৭নং ওযাডে-০টি,৮নং ওয়াডে-০টি এবং ৯নং ওয়াডে-০টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ১ টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায় করে থাকেন
৬	ছিপাতলী	মসজিদ	মোট মসজিদ মংখ্যা-২২টি । ১নং ওয়ার্ডে-৪টি,২নং ওয়ার্ডে-২টি,৩নং ওয়ার্ডে-২টি,৪নং ওযার্ডে-২টি,৫নং ওয়ার্ডে-১টি,৬নং ওয়ার্ডে-১টি,৭নং ওযার্ডে-৩টি,৮নং ওয়ার্ডে-৩টি এবং ৯নং ওয়াডে-৪টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে কোন মন্দির নেই	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ২টি। ১নং ওয়াডে-০টি,২নং ওয়াডে-১টি,৩নং ওয়াডে-০টি,৪নং ওযাডে-১টি,৫নং ওয়াডে-০টি,৬নং ওয়াডে-০টি,৭নং ওযাডে-০টি,৮নং ওয়াডে-০টি এবং ৯নং ওয়াডে-০টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২ টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায করে থাকেন্
৭	গড়দুয়ারা	মসজিদ	মোট মসজিদ মংখ্যা-৪৫টি । ১নং ওয়ার্ডে-৫টি,২নং ওয়ার্ডে-৪টি,৩নং ওয়ার্ডে-৬টি,৪নং ওযাডে-৫টি,৫নং ওয়াডে-৪টি,৬নং ওয়ার্ডে-৭টি,৭নং ওযার্ডে-৫টি,৮নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে স্থানীয় পর্যায়ে কোন মন্দির নেই	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ৩টি। ২নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮নং ওয়াডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ৩টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায় করে থাকেন্
৮	উত্তর মাদার্শা	মসজিদ	মোট মসজিদ মংখ্যা-৬৫টি । ১নং ওয়াডে-৭টি,২নং ওয়াডে-৮টি,৩নং ওয়াডে-৮টি,৪নং ওযাডে-৬টি,৫নং ওয়াডে-৬টি,৬নং ওয়াডে-৯টি,৭নং ওযাডে-৮টি,৮নং ওয়াডে-৭টি এবং ৯নং ওয়াডে-৬টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬ নং ওযার্ডে-৩টি ।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ২টি। ৬ নং ওয়াডে-২টি ঈদগাঁহ মাঠ	

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দি গীর্জা/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
			রয়েছে।	
৯	শিকারপুর	মসজিদ	মোট মসজিদ সংখ্যা-২৬টি । ১নং ওয়ার্ডে-৪টি,২নং ওয়ার্ডে-৫টি,৩নং ওয়ার্ডে-৩টি,৪নং ওয়ার্ডে-৪টি,৫নং ওয়ার্ডে-১টি,৬নং ওয়ার্ডে-২টি,৭নং ওয়ার্ডে-৩টি,৮নং ওয়ার্ডে-১টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৩টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । ১নং ওয়ার্ড-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮নং ওয়ার্ডে-২টি টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ২টি। ২ নং ওয়ার্ডে-১টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	স্থানীয় পযায়ে ঈদগাঁহ মাঠ ২টি কিন্তু মসজিদে মসজিদ নামায আদায় করে থাকেন।
১০	দক্ষিন মাদার্শা	মসজিদ	মোট মসজিদ মংখ্যা-৪২টি । ১নং ওয়াডে-৩টি,২নং ওয়ার্ডে-৪টি,৩নং ওয়ার্ডে-৫টি,৪নং ওয়ার্ডে-৬টি,৫নং ওয়ার্ডে-৪টি,৬নং ওয়াডে-৫টি,৭নং ওয়ার্ডে-৬টি,৮নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৬টি । ৪নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়াডে-২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮নং ওয়ার্ডে-২টি	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে কোন ইদগাহ মাঠ নেই।	
১১	মির্জাপুর	মসজিদ	মোট মসজিদের সংখ্যা-৪২টি । ১নং ওয়ার্ডে-৬টি,২নং ওয়ার্ডে-৩টি,৩নং ওয়ার্ডে-৫টি,৪নং ওয়ার্ডে-৬টি,৫নং ওয়ার্ডে-৭টি,৬নং ওয়ার্ডে-৫টি,৭নং ওয়ার্ডে-২টি,৮নং ওয়াডে-৪টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৫টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-১১টি । ১নং ওয়ার্ড-২টি, ২নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯নং ওয়ার্ডে-১টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ মাঠ নেই ।	
১২	নাঙ্গাল মোড়া	মসজিদ	মোট মসজিদ সংখ্যা-৩৭টি । ১নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৭টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৭টি । ১নং ওয়ার্ড-০টি,২নং ওয়ার্ডে-৩টি,৩নং ওয়ার্ডে-০টি,৪নং ওয়ার্ডে-০টি,৫ নং ওয়ার্ডে-০টি,৬নং ওয়ার্ডে-২টি,৭নং ওয়ার্ডে-০টি,৮নং ওযার্ডে-১টি ও ৯নং ওয়ার্ডে-১টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ৩টি। ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি ৭নং ওয়ার্ডে-১টি এবং ৯নং ওয়াডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	
১৩	চিকনদন্ডী	মসজিদ	মোট মসজিদ মংখ্যা-৫৮টি । ১নং ওয়ার্ডে-৭টি,২নং ওয়ার্ডে-৫টি,৩নং ওয়ার্ডে-৬টি,৪নং ওযার্ডে-৮টি,৫নং ওয়ার্ডে-৬টি,৬নং ওয়ার্ডে-৫টি,৭নং ওযার্ডে-৭টি,৮নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-৮টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-১৯টি । ১নং ওয়ার্ড-৩টি, ২নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৬নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১টি,৮নং ওয়ার্ডে-৩টি ও ৯নং ওয়ার্ডে-২টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ৪টি। ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮নং ওয়ার্ডে-১টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	
১৪	মেখল	মসজিদ	মোট মসজিদ সংখ্যা-৪৭টি । ১নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২নং	

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দি গীর্জা/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
			ওয়ার্ডে-৪টি, ৩নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৫নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৬নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৭নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮নং ওয়ার্ডে-৬টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৮টি মসজিদ রয়েছে।	
		মন্দির	এ ইউনিয়নে মোট মন্দির-১৮টি । ১নং ওয়ার্ড-২টি, ২নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮নং ওয়ার্ডে-২টি ও ৯নং ওয়ার্ডে-৫টি।	
		ঈদগাঁহ মাঠ	এ ইউনিয়নে ইদগাহ ১০টি। ৪ নং ওয়াপর্ডে-২টি, ৫নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে-২টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে।	

(চ) স্বাস্থ্যসেবাঃ

হাটহাজারী উপজেলায় মোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-৪৩টি। এর মধ্যে উপজেলায় স্বস্থ্য কমপ্লেক্স- ১টি, ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-১১টি এবং ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে-৩১ টি। এগুলোতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ১ জন, মেডিক্যাল অফিসার ১০জন, ডেন্টাল সার্জন ১জন, সহকারী সার্জন ১৩ জন,স্বাস্থ্য পরিদর্শক ৭জন,সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ১২জন, পরিবার কল্যাণ সহকারী ২৯ জন, জুনিয়র কনসালটেন্ট ৯জন, স্বাস্থ্য সহকারী ২৯ জন এবং সিএইচসিপি ৩১ জন। এখানে উল্লেখ্যযে,স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা গুলোতে ডাক্তার ও অন্যান্য স্টাফ পযাপ্ত নয় বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক গুলিতে। ফলে সেবার মান সন্তষজনক নয় । দুর্যোগের সময় বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া অতিব জরুরী কিন্তু প্রয়োজন মাফিক ডাক্তার ও নার্স না থাকায় চিকিৎসা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাই স্বাভাবিক ও দুর্যোগের সময় প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান ডাক্তার, নার্স ও ঔষধপত্র মজুত থাকা প্রয়োজন।

প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রঃ দিপক শর্মা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । মোবাইল নং- ০১৮১৯-৮৫১৩১৯

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	অবস্থান	প্রতিটি কেন্দ্রে ডাক্তার সংখ্যা	প্রতিটি কেন্দ্রের নার্সের সংখ্যা	সেবার মান
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	উপজেলা	১৯ জন ।	২৫জন	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ফরহাদাবাদ	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	মির্জাপুর	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	গুমানমদার্দন	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	নাঙ্গাল মোড়া	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ছিপাতলী	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	মেখল	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	গড়দুয়ারা	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ফতেপুর	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	চিকনদন্ডী	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	উত্তর মাদার্শা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	শিকারপুর	১জন	নাই	ভাল
কমিউনিটি ক্লিনিক	সকল ইউনিয়ন	১০জন	নাই	মোটামুটি

(ছ) ব্যাংক/পোষ্ট অফিসঃ

হাটহাজারী উপজেলায় মোট ব্যাংক এর সংখ্যা-৩৪ টি। ব্যাংকগুলি এলাকার জনসাধারনদেরকে ঋনদান, এসএমইলোন, গ্রাহকের লেনদেন ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ

ইউনিয়ন ওয়ারী বিভিন্ন ব্যাংকঃ

ক্র.নং	ইউনিয়ন	ব্যাংকের নাম
১	মির্জাপুর	১) অগ্রনী ব্যাংক লিঃ
২	নাজাল মোড়া	১) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
৩	বুড়িশ্চর	১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২) জনতা ব্যাংক ৩) এবি ব্যাংক ৪)ইসলামী ব্যাংক ৫) মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ৬)আইএফআইসি ব্যাংক
৪	ফরহাদাবাদ	১) জনতা ব্যাংক লিমিটেড
৫	গুমান মর্দ্দন	এখানে কোন ব্যাংক নেই।
৬	ফতেপুর	১)অগ্রণী ব্যাংক ২)জনতা ব্যাংক ৩) কৃষি ব্যাংক ৪ গ্রামীন ব্যাংক
৭	ধলই	১)পূবালী ব্যাংক ২) রুপালী ব্যাংক ৩) কৃষি ব্যাংক ৪) ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
৮	ছিপাতলী	এখানে কোন ব্যাংক নেই।
৯	গড়দুয়ারা	এখানে কোন ব্যাংক নেই।
১০	চিকনদন্ডী	১) জনতা ব্যাংক ২) অগ্রণী ব্যাংক ৩) ইউসিবিএল ৪) ন্যাশনাল ব্যাংক ৫) ডাচ বাংলা ব্যাংক ৬) ওয়ান ব্যাংক ৭)আইএফআইসি ব্যাংক ৮)গ্রামীন ব্যাংক ৯) সাউথ ইষ্ট ব্যাংক
১১	উত্তর মাদার্শা	এখানে কোন ব্যাংক নেই
১২	দক্ষিন মাদার্শা	১)ইউসিবিএল ব্যাংক ২)পূবালী ৩)অগ্রণী ৪) কৃষি ব্যাংক
১৩	শিকারপুর	১) গ্রামীন ব্যাংক
১৪	মেখল	১) জনতা ব্যাংক

ইউনিয়ন ওয়ারী পোষ্ট অফিসঃ

হাটহাজারী উপজেলায় মোট-২৫টি পোষ্ট অফিস রয়েছে ,এগলো এলাকার জনগনকে টাকা পয়সা লেনদেনসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের তথ্যাবলী প্রদান করা হল।

ক্র.নং	ইউনিয়ন	পোস্ট অফিসের নাম
১	হাটহাজারী	সুলতান নগর পোষ্ট অফিস ১টি,দারুল উলম মাদ্রাসা পোষ্টঅফিস ১টি।
২	ফরহাদাবাদ	নুর আলী মিয়ার হাট পোস্ট অফিস ১টি,পাক দরবার মুছাবিয়া পোষ্ট অফিস ১টি।
৩	ধলই	শীতল বাড়ী পোস্ট অফিস ১টি,এনায়েতপুর পোষ্ট অফিস ১টি।
৪	চিকনদন্ডী	নন্দীর হাট পোষ্ট অফিস ১টি,সমিতির হাট পোষ্ট অফিস ১টি,বদিউল আলম পোষ্ট অফিস ১টি।
৫	শিকারপুর	নুর আলী বাড়ী পোষ্ট অফিস ১টি।
৬	ফতেপুর	মদন হাট পোষ্ট অফিস ১টি,বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট অফিস ১টি।
৭	নাজাল মোড়া	নাজাল মোড়া পোষ্ট অফিস ১টি।
৮	ছিপাতলী	ছিপাতলী পোষ্ট অফিস ১টি,গাউছিয়া পোষ্ট অফিস ১টি।
৯	মির্জাপুর	চারিয়া পোষ্ট অফিস ১টি।
১০	গুমান মর্দ্দন	গুমান মর্দ্দন পোষ্ট অফিস ১টি।
১১	গড়দুয়ারা	গড়দুয়ারা পোষ্ট অফিস ১টি।
১২	মেখল	মেখল পোষ্ট অফিস ১টি,পূর্ব মেখল পোষ্ট অফিস ১টি,পূর্ব রহিমপুর পোষ্ট অফিস ১টি।
১৩	উত্তর মাদার্শা	রামদাস হাট পোষ্ট অফিস ১টি,বদিউল আলম হাট পোষ্ট অফিস ১টি।
১৪	দক্ষি মাদার্শা	সমিতির হাট পোষ্ট অফিস ১টি।
১৫	বুড়িশ্চর	টেন্ডলের ঘাট পোষ্ট অফিস ১টি।

(জ) ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

হাটহাজারী উপজেলায় সাংস্কৃতি ক্লাব রয়েছে প্রাং ৭২ টি । এ সকল ক্লাব সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে সহযোগিতা করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে ক্লাবগুলির তথ প্রদান করা হল।

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কি না?
১	ধলই	এনায়েতপুর গণ পাটাগার ক্লাব	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		কাঠির হাট সাধারণ পাঠাগার ক্লাব	
২	ফতেপুর	উদিতি সংঘ	
		ফতেপুর উদিতি সংঘ	
		বখতেয়ার ফকির বাড়ী যুব সংঘ	
৩	ছিপাতলী	সূর্য কিরণ ক্লাব	
		নিউ স্টার ক্লাব	
		মনজুটি ক্লাব	
		অগ্রণী ক্লাব	
		ফকির আহম্মদ শাহ স্মৃতি সংঘ	
		লাকী স্টার ক্লাব	
		একতা সংঘ	
৪	গড়দুয়ারা	হিলফুল ফযুল সংঘ	
		ওয়েল ফেয়ার সোস্যাল এসো:	
		মহনা সংঘ	
		নও যোয়ান সংঘ	
		জিয়া স্মৃতি সংঘ	
৫	উত্তর মাদার্শা	জামসেদিয়া তরুন সংঘ	
		রামদাস হাট ক্রিসেন্ট ক্লাব	
		বারি ঘোনা মিতালী সংঘ	
৬	দক্ষিন মাদার্শা	এম এ আজিজ মেমোরিয়াল ক্লাব	
		পুরবী সংঘ	
		মিতালী সংঘ	
৭	মেখল	মেখল স্টার ক্লাব	
		যুব সংঘ	
		উদয়ন সংঘ	
		জাগরন সংঘ	
		মাইমুনা স্টার ক্লাব	
		বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংঘ	
		রাসের স্মৃতি সংসদ	
		রংধনু স্মৃতি সংসদ	
		দূর্যয় ক্লাব	
		যুব কল্যান সংঘ	
		জান আলী স্মৃতি সংসদ	
		মনিহার ক্লাব	
		নব জাগরন ক্লাব	
		দূর্বার ক্লাব	
৮	বুড়িশ্চর	বুড়িশ্চর জনকল্যাণ সংঘ	
		আদর্শ সমিতি	
		রেইনবো ক্লাব	

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কি না?
		ইয়ং স্পোটস ক্লাব	
		আনসার ভিডিপি ক্লাব	
৯	মির্জাপুর	মির্জাপুর মিতালী ক্লাব	
		খেলোয়া সমিতি	
		জাগ্রতি ক্লাব জোবরা একাদশ ক্লাব	
১০	চিকনদন্ডী	নব জাগরণ সংঘ	
		মিতালী সংঘ	
		রাসেল স্মৃতি সংঘ	
		খেলোয়ার সমিতি	
১১	ফরহাদাবাদ	মাহমুদাবাদ নব চেতনা যুব সংঘ	
		মাহমুদাবাদ শাপলা সংঘ	
		মাহমুদাবাদ তরুন সংঘ	
		বর্নালী আদর্শ সংঘ	
		মদনহাট আদর্শ যুব সংঘ	
		জাগরনী ক্লাব	
		দ্বিপ্তীমান সংঘ	
		হমন মহুরী আদর্শ সংঘ	
		ফরহাদাবাদ খেলোয়ার সমিতি	
১২	গুমান মর্দ্দন	বালুখালী সমাজ কল্যাণ পরিষদ	
		নজরুল সংঘ	
		একতা সংঘ	
		আল্লামা তৈয়ব স্মৃতি সংসদ	
		গুমানমর্দ্দন বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ	
১৩	নাঙ্গল মোড়া	আমিন মাঝির স্মৃতি সংঘ	
		অনুকূল স্মৃতি সংঘ	
		হাসমত আলী স্মৃতি সংঘ ক্লাব	
		সানমুন ষ্টার সংঘ	
		নিউ সততা সংঘ	
১৪	শিকারপুর	কুয়াইশ তরুন সংঘ	
		শিকারপুর বর্ণালী আদশ সংঘ	
		শিকারপুর শাপলা সংঘ	
		নব চেতনা যুব সংঘ	

(ঝ) এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

হাটহাজার উপজেরায় ১৮টি এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন উন্নযনমূলক কাযক্রম নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এনজিওদের কাযক্রম গুলি ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে দেয়া হল।

ক্র.নং	এনজিওর নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলির মেয়াদ কাল
১	প্রশিকা	শিক্ষা,স্বাস্থ্য,ঝুকি হ্রাস, ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২	আশা	স্যানিটেশন , সচেতনতা,স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৩	ব্র্যাক	নারী উন্নয়ন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও ঝুকি হ্রাস	২৭৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৪	এসডিআই	স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতা	১১২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৫	পদক্ষেপ	ক্ষুদ্র ঋণ,সচেতনতা	৮৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৬	টি এম এস এস	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৫৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৭	ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্র ঋণ,সচেতনতা	৬৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৮	ঘরনী	শিক্ষা ও দূযোগ ব্যবস্থাপনা	২১১২ জন	৩ বছর মেয়াদী
৯	রেডক্রিসেন্ট	সচেতনতা,ঝুকি হ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১০	ওয়াল্ড ভিশন	শিক্ষা,দূযোগ,ঝুকি হ্রাস ও সচেতনতা	৭৫০০ জন	৫ বছর মেয়াদী
১১	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতামূলক	১১৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১২	পল্লি প্রগতি	স্বাস্থ্য,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৩	পপি	ক্ষুদ্র ঋণ,সচেতনতা	৬৭৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৪	ঘাসফুল	শিক্ষা,সচেতনতা,প্রযক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৮০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৫	মুসলিম এইড	স্বাস্থ্য ,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৬৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৬	উদ্দীপন	স্বাস্থ্য,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৭	প্রত্যাশী	দূর্যোগ, প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৮	আইডিএফ	স্বাস্থ্য,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী

(ঞ) খেলার মাঠ

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে ছেলেমেয়েদের বিনোদন/খেলাদুলার জন্য খেলার মাঠ রয়েছে -৩৮ টি । যাহা ইউনিয়ন ভিত্তিক নিম্নে দেখানো হল।

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	খেলার মাঠের অবস্থান	দুর্যোগের সময় কি কি কাজে লাগে
১	ধলই	১)কাঠির হাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ২)পশ্চিম ধলই উ:বি:মাঠ ৩)পশ্চিম আদর্শ স: প্রা:বি: মাঠ ৪) এনায়েত পুর স:প্রা:বি: মাঠ।	দূর্যোগে মানুষ ও গবাদী পশুর আশ্রয় এর কাজে লাগে।
২	ফতেপুর	১) বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ ২) ফতেপুর উ: বি: মাঠ ৩)ফতেয়াবাদ উ:বি: মাঠ ৪)মেহের নেছা উ:বি: মাঠ ৫)জোবরা উ:বি: মাঠ ৬) জোবরা খামার স:প্রা:বি: মাঠ ৭)পশ্চিম খাগড়াছড়া স:প্রা:বি: মাঠ।	
৩	গড়দুয়ারা	১) গড়দুয়ারা বহুমুখী উ:বি: মাঠ ২)ড.শহিদুল্লা মাঠ ৩)গড়দুয়ারা স:প্রা:বি: মাঠ	
৪	উত্তর মাদার্শা	১) মাদার্শা বহুমুখী উ:বি: মাঠ ২) মাদার্শা স:প্রা:বি: মাঠ ।	
৫	বুড়িশ্চর	খেলার কোন মাঠ এখানে নেই।	
৬	শিকারপুর	১) বাথুয়া ইসলামিয়া স:প্রা:বি: মাট ২)কয়াইশ কলেজ মাঠ।	
৭	মেখল	১) জাফরাবাদ উ:বি: মাঠ ২)মেখল আদর্শ উ:বি: মাঠ ৩)ফজলুল কাদের আদর্শ উ:বি: মাঠ ৪) জান আলী চৌ: স:প্রা:বি: মাঠ ৫)নগেন্দ্র মাহাজন উ:বি: মাঠ ৬)কুন্ডুরীধাম স:প্রা:বি: মাঠ ৭) দক্ষিন মেখল স:প্রা:বি: মাঠ ৮) পেশকার বাড়ী স:প্রা:বি: মাঠ।	
৮	মির্জাপুর	১)মির্জাপুর উ:বি: মাঠ ২) চারিয়া উ:বি: মাঠ ৩) মির্জাপুর জুনিয়র উ:বি: মাঠ।	
৯	ফরহাদাবাদ	১) ফরহাদাবাদ উ:বি:মাঠ ২)নাজির হাট কলেজ মাঠ।	
১০	গুমানমর্দ্দন	১)পেশকার হাট উ:বি: মাঠ।	
১১	নাঙ্গাল মোড়া	১) নাঙ্গাল মোড়া উ:বি: মাঠ	
১২	ছিপাতলী	স্থানীয় ভাবে কোন মাঠ নেই।	
১৩	চিকনদন্ডী	১)চিকনদন্ডী দরবেশিয়া স:প্রা:বি: মাঠ, ২) কাজি পাড়া স:প্রা:বি: মাঠ ৩) খন্দকীয়া ছমদিয়া স:প্রা:বি: মাঠ ৪) ফতেয়াবাদ কলেজ মাঠ ৫) ফতেয়াবাদ উ:বি: মাঠ।	
১৪	দক্ষিন মাদার্শা	১) দক্ষিন মাদার্শা উ:বি: মাঠ।	

(ট) কবরস্থানঃ

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪ টি ইউনিয়নে পারিবারিকভাবে বড়/উল্লেখযোগ্য মোট কবরস্থান-৪৮৬টি । এর মধ্যে সরকারীভাবে আছে-২টি। অন্যান্য পারিবারিক ভাবে ছোট ছোট কবরস্থানগুলি রয়েছে,বাড়ির পাশে, মসজিদের পাশে ও মাজারের পাশে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক পারিবারিকভাবে বড়/উল্লেখযোগ্য কবরস্থানগুলির তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১) চিকনদন্ডীঃচিকনদন্ডী ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৩৩টি,যথা ১নং ওয়াড-৩টি,২নং ওয়াডে-৪টি,৩নং ওয়াডে-৫টি, ৪নং ওয়াডে-৪টি, ৫নং ওয়াডে-২টি,৬নং ওয়াডে-৩টি,৪নং ওয়াডে-৫টি,৮নং ওয়াডে-২টি এবং ৯নং ওয়াডে-৫টি কবরস্তান রয়েছে।

২) ধলইঃ ধলই ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৪৩টি,যথা ১নং ওয়াড-৫টি,২নং ওয়াডে-৫টি,৩নং ওয়াডে-৫টি,৪নং ওয়াডে-২টি,৫নং ওয়াডে-৪টি,৬নং ওয়াডে-২টি,৭নং ওয়াডে-৮টি,৮নং ওয়াডে-৯টি এবং ৯নং ওয়াডে-৫টি কবর স্থান রয়েছে।

৩) ফতেপুরঃ ফতেপুর ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৩২টি,যার অবস্থান ১নং ওয়াডে-৫টি,২নং নওয়াডে-৭টি,৩নং ওয়াডে-৬টি,৪নং ওয়াডে-৫টি, ৫নং ওয়াডে-৬টি,৬নং ওয়াডে-৪টি,৭নং ওয়াডে-৬টি,৮নং ওয়াডে-৫টি,৯নং ওয়াডে-৭টি কবর স্থান রয়েছে।

৪) ছিপাতলীঃ ছিপাতলী ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-২৭টি,যথা ১নং ওয়াড-৯টি,২নং ওয়াডে-৬টি,৩নং ওয়াডে-৮টি,৪নং ওয়াডে-৯টি,৫নং ওয়াডে-৭টি,৬নং ওয়াডে-৫টি,৭নং ওয়াডে-৭টি,৮নং ওয়াডে-৩টি এবং ৯নং ওয়াডে-৩টি।

৫) গড়দুয়ারাঃ গড়দুয়ারা ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৪০টি,যথা ১নং ওয়াড-৬টি,২নং ওয়াডে-৩টি,৩নং ওয়াডে-৪টি,৪নং ওয়াডে-৬টি,৫নং ওয়াডে-৫টি,৬নং ওয়াডে-৪টি,৭নং ওয়াডে-৬টি,৮নং ওয়াডে-৩টি এবং ৯নং ওয়াডে-৩টি কবর স্থান রয়েছে।

৬) উত্তর মাদার্শাঃ উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৩৫টি,যথা ১নং ওয়াড-৬টি,২নং ওয়াডে-৫টি,৩নং ওয়াডে-৭টি,৪নং ওয়াডে-৫টি,৫নং ওয়াডে-৬টি,৬নং ওয়াডে-৪টি,৭নং ওয়াডে-৮টি,৮নং ওয়াডে-৯টি এবং ৯নং ওয়াডে-৫টি।

৭) বুড়িশ্চরঃ বুড়িশ্চর ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৪১টি,যথা ১নং ওয়াড-৮টি,২নং ওয়াডে-৭টি,৩নং ওয়াডে-৫টি,৪নং ওয়াডে-৬টি,৫নং ওয়াডে-৬টি,৬নং ওয়াডে-৮টি,৭নং ওয়াডে-৩টি,৮নং ওয়াডে-৬টি এবং ৯নং ওয়াডে-৮টি কবর স্থান রয়েছে।

৮) শিকারপুর ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৪৫টি,যথা ১নং ওয়াড-১২টি,২নং ওয়াডে-১০টি,৩নং ওয়াডে-৮টি,৪নং ওয়াডে-১১টি,৫নং ওয়াডে-১২টি,৬নং ওয়াডে-১২টি,৭নং ওয়াডে-১৪টি,৮নং ওয়াডে-৯টি এবং ৯নং ওয়াডে-৭টি কবর স্থান রয়েছে।

৯) দক্ষিন মাদার্শাঃ দক্ষিন ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-২৭টি,যথা ১নং ওয়াড-৬টি,২নং ওয়াডে-৫টি,৩নং ওয়াডে-৭টি,৪নং ওয়াডে-৪টি,৫নং ওয়াডে-৮টি,৬নং ওয়াডে-৫টি,৭নং ওয়াডে-৪টি,৮নং ওয়াডে-৫টি এবং ৯নং ওয়াডে-৩টি কবর স্থান রয়েছে।

১০) মেখলঃ মেখল ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট কবরস্থান-৩৮টি,যথা ১নং ওয়াড-৮টি,২নং ওয়াডে-৫টি,৩নং ওয়াডে-৬টি,৪নং ওয়াডে-৫টি,৫নং ওয়াডে-৪টি,৬নং ওয়াডে-৮টি,৭নং ওয়াডে-৩টি,৮নং ওয়াডে-৫টি এবং ৯নং ওয়াডে-৪টি কবর স্থান রয়েছে।

১১) মির্জাপুরঃ মির্জাপুর ইউনিয়নে পারিবারিক মোট কবরস্থান-৩২টি,যথা ১নং ওয়াড-৯টি,২নং ওয়াডে-৬টি,৩নং ওয়াডে-৬টি,৪নং ওয়াডে-৬টি,৫নং ওয়াডে-৪টি,৬নং ওয়াডে-৮টি,৭নং ওয়াডে-৩টি,৮নং ওয়াডে-৫টি এবং ৯নং ওয়াডে-৫টি কবর স্থান রয়েছে।

১২) নাঙ্গাল মোড়াঃ নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নে পারিবারিক মোট কবরস্থান-৩৬টি,যথা ১নং ওয়াড-৬টি,২নং ওয়াডে-৪টি,৩নং ওয়াডে-৭টি,৪নং ওয়াডে-৩টি,৫নং ওয়াডে-৬টি,৬নং ওয়াডে-৫টি,৭নং ওয়াডে-৬টি,৮নং ওয়াডে-৩টি এবং ৯নং ওয়াডে-৬টি কবর স্থান রয়েছে।

১৩) ফরহাদাবাদঃ ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে পারিবারিক মোট কবরস্থান-৩৫টি,যথা ১নং ওয়াড-৯টি,২নং ওয়াডে-৭টি,৩নং ওয়াডে-৬টি,৪নং ওয়াডে-৪টি,৫নং ওয়াডে-৭টি,৬নং ওয়াডে-৯টি,৭নং ওয়াডে-৮টি,৮নং ওয়াডে-৭টি এবং ৯নং ওয়াডে-৮টি কবর স্থান রয়েছে।

১৪) গুমানমর্দ্দনঃগুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে পারিবারিক মোট কবরস্থান-২২টি, যথা, ১ নং ওয়াড-৪টি, ২ নং ওয়াডে-৩টি, ৩ নং ওয়াডে-৪টি, ৪ নং ওয়াডে-৬টি, ৫ নং ওয়াডে-৫ টি, ৬ নং ওয়াডে-৫টি, ৭ নং ওয়াডে-৬টি, ৮ নং ওয়াডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়াডে-৪টি কবর স্থান রয়েছে।

(ট) শ্মশানঘাটঃ

হাটহাজারী উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়নে সরকারী ভাবে কোন শ্মশানঘাট নেই। বেসরকারী ভাবে উল্লেখযোগ্য শস্মানঘাট রয়েছে-৪৫টি। এছাড়াও ছোট ছোট পারিবারিভাবে ও মন্দিরের পাশে শস্মানঘাট রয়েছে। উল্লেখিত শ্মশানঘাটগুলির ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১) চিকনদন্ডীঃ চিকনদন্ডী ইউনিয়নে শস্মানঘাট রয়েছে-৪ টি। যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি শ্মশানঘাট রয়েছে।

২) ধলইঃ ধলই ইউনিয়নে পারিবিারিক মোট শস্মানঘাট রয়েছে-৫ টি, যথা ১ নং ওয়াড-১টি, ৩ নং ওয়াডে-৫টি, ৫নং ওয়াডে-২টি এবং ৯ নং ওয়াডে-২টি শস্মানঘাট রয়েছে।

৩) ফতেপুরঃ ফতেপুর ইউনিয়নে মোট শস্মান ঘাট-৩টি, যার অবস্থান ১ নং ওয়াডে-১টি, ৩ নং ওয়াডে-১টি,৩নং ওয়াডে ও ৯ নং ওয়াডে-১টি শস্মান ঘাট রয়েছে।

৪)ছিপাতলীঃ ছিপাতলী ইউনিয়নে কোন স্থানীয়ভাবে শস্মান ঘাট নেই।

৫) গড়দুয়ারাঃ গড়দুয়ারা ইউনিয়নে স্থানীয় ভাবে কোন শস্মান ঘাট নেই।

৬) উত্তর মাদার্শাঃ উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে শস্মান ঘাট-৩টি,যথা ১নং ওয়াড-০টি,২নং ওয়াডে-০টি,৩নং ওয়াডে-০টি,৪নং ওয়াডে-০টি,৫নং ওয়াডে-০টি,৬নং ওয়াডে-২টি,৭নং ওয়াডে-১টি,৮নং ওয়াডে-০টি এবং ৯নং ওয়াডে-০টি শস্মান ঘাট রয়েছে।

৭) বুড়িশ্চরঃ বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট শস্মান-২টি,যথা ৬ নং ওয়াডে-১টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি

৮) শিকারপুরঃ শিকারপুর ইউনিয়নে শস্মান ঘাট-৫টি,যথা ১নং ওয়াড-০টি,২নং ওয়াডে-০টি,৩নং ওয়াডে-০টি,৪নং ওয়াডে-২টি,৫নং ওয়াডে-১টি,৬নং ওয়াডে-১টি,৭নং ওয়াডে-০টি,৮নং ওয়াডে-০টি এবং ৯নং ওয়াডে-১টি শস্মান ঘাট রয়েছে।

৯) দক্ষিন মাদার্শাঃ দক্ষিন ইউনিয়নে শস্মান ঘাট মোট -৫টি,যথা ৫ নং ওয়াডে-১টি, ৭নং ওয়াডে-১টি ও ৭ নং ওয়াডে-১টি ওয়াডে-১টি এবং ৯নং ওয়াডে-১টি শস্মান ঘাট রয়েছে।

১০) মেখলঃ মেখল ইউনিয়নে শস্মান ঘাট মোট -২টি,যথা ১ নং ওয়াড-১টি ও ২ নং ওয়াডে-১টি

১১) মির্জাপুরঃ মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট শস্মান ঘাট -৩ টি, যথা ১ নং ওয়াড-১টি, ৬ নং ওয়াডে-১টি ও ৯ নং ওয়াডে-১টি

১২) নাঙ্গাল মোড়াঃ নাঙ্গাল মোড়া ইউনিয়নে মোট শস্মান ঘাট -৪টি,যথা ১ নং ওয়াড-১টি, ৭নং ওয়াডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি

১৩) ফরহাদাবাদঃ ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে শস্মান ঘাট মোট -৩টি, যথা ১নং ওয়াড-১ টি, ৫ নং ওয়াডে-১টি ও ৩ নং ওয়াডে-১ টি

১৪) গুমানমর্দ্দনঃগুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে শস্মান ঘাট মোট-৪টি,যথা, ২ নং ওয়াডে-১টি, ৪ নং ওয়াডে-১টি, ৫ নং ওয়াডে-১টি এবং ৯ নং ওয়াডে-১টি শস্মান ঘাট রয়েছে।

(ঠ) যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

চট্টগ্রাম জেলা হতে হাটহাজারী উপজেলার সাথে যোগাযোগ করার জন্য রয়েছে স্থল ও রেল পথ । স্থল পথের উল্লেখযোগ্য যোগাযোগের মাধ্যম গুলি হল, বাস, ট্রাক, লরি, কার্গো, রিক্সা, ভ্যান ও ট্রেন ইত্যাদি । হাটহাজারী উপজেলায় মোট ১টি পৌরসভা ও ১৫ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭ টি ইউনিয়ন (চিকনদন্ডী, ফতেপুর, মির্জাপুর, ফরহাদাবাদ, বুড়িশ্চর, শিকারপুর ও উত্তর মাদার্শা) এর মধ্য দিয়ে বাস চলাচল করে পাশাপাশি সিএনজি, রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা, ভটভটি চলাচল করে থাকে ।

(ড) বন ও বনায়নঃ

হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় ৯৫০৮ একর বনাঞ্চল রয়েছে। এ উপজেলায় অনেক এলাকায় বনায়নের বিস্তার লক্ষ করা যায় । কিন্তু বতর্মানে মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক বিরুপতার কারণে এলাকায় কিছু বনায়ন অঞ্চল বিলুপ্তির পথে। হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ, মির্জাপুর, ধলই ইউনিয়নে কিছু পাহাড়ী সামাজিক বনায়ন রয়েছে । উল্লেখিত বনাঞ্চলে যে সকল গাছ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হলঃ গড়ান, আকাশ মনি, সেগুন, চাম্বল, রেন্ডী কড়ই, ইপিরইপিল, গজন, গামারী, নীম, জাম, আম, কাঠাল, লেবু, পেয়ারা, আনারস, বাঁশ, রাবার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গাছ । এছাড়াও বসতবাড়ীতে কিছু গাছপালা দেখা যায় । তবে এনজিও ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বনায়ন করা হয় নাই ।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

(ক) বৃষ্টিপাতের ধারাঃ

হাটহাজারী উপজেলায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমান প্রায় একই তবে বর্ষা কালে বৃষ্টির পরিমান অনেক বেড়ে যায় । গত ১৯৯৫ থেকে ২০১৩ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ৩, ৬, ৭, এবং ৮ মিঃমিঃ এর অধিক । কিন্তু এ পরিবতর্নের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন । বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার কারণে উৎপাদন ব্যয় বেশী হয় এবং উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে । সেই সাথে ফসলের রোগবালাই ও পোকার আক্রমন বেশী হচ্ছে । অসময়ে বৃষ্টিপাত এর ফলে ফসল ও চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ।

(খ) তাপমাত্রাঃ

হাটহাজারী উপজেলায় গাছপালার পরিমান খুব বেশী না হওয়ায় তাপদাহের পরিমান কিছুটা বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে । এ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৯.৫ ডিঃসেঃ ও ১২.৫ ডিঃসেঃ । তবে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিশেষ করে গত ১০- ১৫ বছরের গড় তাপমাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে । তাপমাত্রা অধিকতর অনুভূত হওয়ায়র অন্যতম কারণ বাতাসে অর্দ্রতার পরিমান বেড়ে যাওয়া । তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি খাতে চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে । এ রকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয় । এ অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল ও মে মাসে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায় । এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর না কমলেও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে । ফলে ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য এটি খুবই হুমকি স্বরুপ ।

(গ) ভূ-গর্ভস্থ স্তরঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে ২০০৩ সালে এই পানির স্তর গভীর নলকুপে, ২৭৫-২৮০ ফুট,অগভীর নলকুপে,৪০-৪২ফুট। ২০০৪ সালে,গভীর নলকুপে,২৭০-২৮০ফুট,অগভীর নলকুপে,৩০-৩২ ফুট। ২০০৫সালে গভীর নলকুপে,২৭০-২৮০ফুট,অগভীর,৬৩-৬৬ফুট,২০০৬ সালে গভীর নলকুপে,৩৭৫-৩৭৯ফুট,অগভীর নলকুপে,৩৫-৩৮ফুট,২০০৭ সালে গভীর নলকুপে,৪৫৫-৪৫৮ফুট,২০০৮ সালে,গভীর নলকুপে, ৪৪৫-৪৫০ ফুট, অগভীর নলকুপে, ৪৩-৪৬ ফুট । ২০০৯ সালে গভীর নলকুপে, ৪৪৭-৪৫০ ফুট, অগভীর নলকুপে ২০১০ সালে গভীর নলকুপে ৪৫৪-৪৫৭ ফুট, অগভীর নলকুপে ৬৫-৬৮ ফুট । ২০১২ সালে গভীর নলকুপে ৪৪৭-৪৫০ ফুট, অগভীর নলকুপে ৬৩-৬৬ ফুট । ১৪ থেকে ১৬ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ১৫ থেকে ১৭ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর না-কমলেও দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, কারণ লবণাক্ত পানি অগভীর স্তরের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ।

১.৪.৪ অন্যান্য

(ক) ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

উপজেলায় মোট ভূমির পরিমান প্রায়ঃ ৬২৬১৮ একর । এক ফসলী জমির পরিমান ১৭৯০০ একর, দু'ফসলী ৩২২১৮ একর, তিন ফসলী ১০০০ একর । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ফসলি জমির তথ্যাবলী প্রদান করা হল।

- শিকারপুর ইউনিয়নঃ এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৯১২ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি প্রায় ১৮৯২ একর ও দু'ফসলী জমির পরিমান প্রায় ২০২০ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- দক্ষিণ মাদার্শাঃ এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী ৭০০ একর ও দু'ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১৬০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।
- মেখল ইউনিয়নঃ এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৩২৯ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১৭৯৮ একর ও দু'ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১৫৩১ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- চিকনদন্ডীঃ এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭০০ একর এর মধ্যে এক ফসলি ১০০০ একর, দু'ফসলি ২৭০০ একর ও তিন ফসলি ১০০০ একর ।
- ধলই ইউনিয়নঃ এই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৫০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১০২৫ একর ও দু'ফসলী জমির পরিমান প্রায় ১১১২ একর জমি চাষাবাদ করা হয় ।
- ফতেপুরঃ ফতেপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৮০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী ২০০০ একর ও দুফসলী ২৮০০ একর ।
- ছিপাতলীঃ ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায় ৬১৭৫ একর এর মধ্যে এক ফসলী ১২৩৫ একর, দুফসলী ৪৯৪০ একর ।
- গড়দুয়ারাঃগড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭৫০ একর এর মধ্যে এক ফসলী ২১৫০ একর, দুফসলী ২৬০০ একর ।
- নাঙ্গলমোড়াঃনাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৫৫০একর এর মধ্যে এক ফসলী ১০০০ একর, দুফসলী ২৫০০ একর ।
- ফরহাদাবাদঃ ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর এর মধ্যে এক ফসলী ১১৭০ একর, দুফসলী ১৩৫০ একর ।
- গুমানমর্দ্দনঃগুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২০০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী ৪০০ একর, দুফসলী ১৬০০ একর ।
- বুড়িশ্চরঃ বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৬০০একর এর মধ্যে এক ফসলী ১২৩০ একর, দুফসলী ২৩৭০ একর ।
- উত্তর মাদার্শাঃ উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩১৪০ একর এর মধ্যে এক ফসলী ১২০০ একর, দুফসলী ১৯৪০ একর ।
- মির্জাপুরঃ মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২একর এর মধ্যে এক ফসলী ১১০০ একর, দুফসলী ১৭৪২ একর ।

(খ) কৃষি ও খাদ্যঃ

হাটহাজারী উপজেলায় প্রধান অর্থকরী ফসল ধান ও মাছ। এছাড়া আলু, ডাল, আখ, ভূট্টা, তরমুজ, বাঙ্গী, পেপে ইত্যাদি এলাকায় অর্থকারী ফসল হিসাবে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ী এলাকায় ও সমতল এলাকায় প্রচুর পরিমানে শাকসবজি উৎপাদিত হয় যেমন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাকরোল, বরবটি, বেগুন, পানিকুমরা, ঢেরস, মুলা, মরিচ, গাজর, টমেটো, খিরা, শসা, করলা ইত্যাদি। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো ভাত, মাছ, ডাল, রুটি এবং এখানকার স্থানীয় লোকজনের খাদ্যাভাস হল, সকালে ১ বার , দুপরে ১ বার, ও রাতে ১ বার । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের পরিমান দেখানো হল।

- শিকারপুর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৪৫০০ মেঃটন।
- দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পেপে, মরিচ, টমেটো, করলা বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৫০০ মেঃটন।
- মেখল ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, ভূট্রা, তরমুজ, বাঙ্গী, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩৫০০ মেঃটন।
- চিকনদন্ডী ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২২০০ মেঃটন।

- ধলই ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, তরমুজ, বাঙ্গী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩৪০০ মেঃটন।
- ফতেপুর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, তরমুজ পাহাড়ী পেয়ারা, আনারস, পাহাড়ী পেয়ারা বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৪১০০ মেঃটন।
- ছিপাতলী ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৮৫০ মেঃটন।
- গড়দুয়ারা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, বাঙ্গী, বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৪৯০ মেঃটন।
- নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান,মাছ আলু,ডাল,আখ,ভূট্রা,তরমুজ, পেপে বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩৪০০ মেঃটন।
- ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২২৬০ মেঃটন।
- গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩১৫০ মেঃটন।
- বুড়িশ্চর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৪১০০ মেঃটন।
- উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৮০০ মেঃটন।
- মির্জাপুর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, ডাল, আখ, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা বাঙ্গী, পাহাড়ী কাঠাল বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ৩৭৫০ মেঃটন।

খ.৩ ক্ষয়ক্ষতির তথ্যঃ

হাটহাজারী উপজেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির ইউনিয়ন ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেখানো হল।

- ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৬১৭৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২৫০০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি, কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৮০০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি ও নদী ভাঙ্গনে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় ।
- গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৭০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
- গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২২০০ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় ।
- উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪১৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬৯০ একর জমির ফসল বন্যায়, কাল বৈশাখী ঝড়, অতিবৃষ্টি ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
- দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৯৫ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ঝড় ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় ।
- ধলই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৪০ একর জমির ফসল বন্যায়, পাহাড়ী ঢল ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।
- মেখল ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৮৫ একর জমির ফসল বন্যা, অতিবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন ও পাহাড়ী ঢলে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে ।
- বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩১৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৫৯৫ একর জমির ফসল বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কাল বৈশাখী ঝড় ও অতিবৃষ্টিতে ক্ষতি হয় ।
- শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৯১২ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৫০ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ও অতিবৃষ্টিতে ক্ষতি হয় ।

- ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০০ একর জমির ফসল বন্যা, পাহাড়ী ঢল ও কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় ।

(গ) নদীঃ

হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী প্রবাহিত হয়েছে । হালদা নদীটি লম্বায় প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ। এই উপজেলায় হালদা নদী একটি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত । উপকারিতা যেমন-এই নদীতে প্রচুর পরিমানে মাছ পাওয়া যায়, যাহা বাজারে বিক্রি করে স্থানীয় জেলেসহ অন্যান্য লোকজন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। হালদা নদীতে মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত । এই নদীর রেনু মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি হয়ে থাকে । হাটহাজারী উপজেলার যে সব ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে হালদা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে নিম্নে বণনা করা হলঃ

- বুড়িশ্চর ইউনিয়নের ৪, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে হালদা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে।
- শিকারপুর ইউনিয়নে ২, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে হালদা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে ।
- উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের ২, ৩, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে হালদা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে।
- দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নের ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে মধ্য দিয়ে হালদা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে।
- ধলই ইউনিয়নের ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে মধ্য দিয়ে হালদা নদী প্রবাহিত হয়েছে।
- নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নের ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে মধ্য দিয়ে হালদা নদী প্রবাহিত হয়েছে।

ঘ.১ পুকুরঃ

সীতাকুন্ড উপজেলায় পুকুরের প্রায় ১৮৪৯ টি । এছাড়াও পারিবারিকভাবে বেশকিছু ছোট ছোট পুকুর রয়েছে। এলাকায় সাধারনত পুকুরে মাছ চাষ করা হয় । লোকজন গোসল করে থাকে, লোকজন কাপড় ধোওয়ায় পুকুরের পানি ব্যবহার করে । অনেক সময় পুকুরের পানি দিয়ে সবজী চাষের কাজ করে।

- শিকারপুর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৫৫ টি । ১নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি।
- দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নেটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২০০ টি । ১নং ওয়ার্ড-২৭ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২১টি।
- মেখল ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২১০ টি । ১নং ওয়ার্ড-২৩ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২৮ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৮টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২২টি।
- গড়দুয়ারা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা ১৩৫ টি । ১নং ওয়ার্ড-১৫ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১১টি ।
- ধলই ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২০৭ টি । ১নং ওয়ার্ড-২৪ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৬ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২০টি।
- ফতেপুর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৬০ টি । ১নং ওয়ার্ড-২১ টি, ২নং ওয়ার্ডে-২৬ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩০ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩২টি।
- ছিপাতলী ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৫৫ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৭ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি।
- উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৫০ টি । ১নং ওয়ার্ড-১২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৮টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১১টি।
- বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২৭ টি । ১নং ওয়ার্ড-১২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১৩টি।
- ফরহাদাবাদ ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১২ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৩টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি।
- গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৩০ টি । ১নং ওয়ার্ড-১৫ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১০টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৭টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১৫টি।

- নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৪৩ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৯ টি, ২নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৭টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১২টি।
- মির্জাপুর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৯০ টি । ১নং ওয়ার্ড-৩১ টি, ২নং ওয়ার্ডে-৩৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২৯ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩০ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩৮ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩৪টি।
- চিকনদন্ডী ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩১০ টি । ১নং ওয়ার্ড-৩৫ টি, ২নং ওয়ার্ডে-৩৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩৭ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২৯টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩৮ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ২৮ নং ওয়ার্ডে-৩৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩৮টি।

(ঙ) খালঃ

হাটহাজারী উপলোয় মোট ৩৭ টি খাল রয়েছে ,যাহার ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- শিকারপুর ইউনিয়নের মোট ৩ টি খাল রয়েছে । ৮ নং ওয়ার্ডে ওয়াইশ খাল, ৩ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণখালী খাল ও ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে খন্দকিয়া খাল অবস্থিত ।
- দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নের মোট ২ টি খাল রয়েছে । ৩ নং ওয়ার্ডে শাহ মাদারি খাল, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী খাল অবস্থিত ।
- মেখল ইউনিয়নের মোট ৩ টি খাল রয়েছে । ১, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে চ্যানখালী খাল, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে মেহেরখাল ও ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ওয়াবদার খাল অবস্থিত ।
- ছিপাতলী ইউনিয়নের মোট ১০ টি খাল রয়েছে । ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে ছিপাতলী খাল, ৭ নং ওয়ার্ডে গোস্তাখালী খাল, ১ নং ওয়ার্ডে সেরাং খাল, ৭ নং ওয়ার্ডে বউমাঝু খাল, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে চারিয়া খাল, ৯ নং ওয়ার্ডে শিকদার খাল, ৯ নংওয়ার্ডে আলী মোহাম্মদ খাল, ৯ নং ওয়ার্ডে লাল মোহাম্মদ খাল, ৯ নং ওয়ার্ডে করনাল খাল, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে মরা বোয়লিয়া খাল অবস্থিত ।
- ধলই ইউনিয়নে ২ টি খাল রয়েছে ২, ৩, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি এবং ২, ৩, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে খাল রয়েছে।
- ফতেপুর ইউনিয়নের ইউনিয়নের ১টি খাল রয়েছে । ১ টি সোনাইছড়ি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ।
- গড়দুয়ারা ইউনিয়নের মোট ৫ টি খাল রয়েছে । ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে মরা কপালী খাল, ১, ২ ,৩ ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গচ্ছাখালী খাল, ১ ও ৯ নং ওয়ার্ডে চাঁদখালী খাল, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে গড়দুয়ারা খাল, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী খঅল অবস্থিত ।
- উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের মোট ২ টি খাল রয়েছে । ৮ নং ওয়ার্ডে মাদারী খাল ও ৬ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খাল অবস্থিত ।
- বুড়িশ্চর ইউনিয়নের মোট ২টি খাল রয়েছে । ৩, ৬, ৭, ৮, ও৯ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণখালী খাল ও ১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ওয়াইশ খাল অবস্থিত ।
- ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট ৩ টি খাল রয়েছে । ৪ নং ওয়ার্ডে মন্দাকিনি খাল, ২ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি খাল ও ৩ নং ওয়ার্ডে ইছামতি খাল অবস্থিত ।
- গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের মোট ৪ টি খাল রয়েছে । ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে মরা বিপুলা খাল, ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খাল, ৭ নং ওয়ার্ডে বালুখালী খাল, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে কাটাখালী খাল অবস্থিত ।

(ঙ).১ ছড়াঃ

চট্টগ্রাম জেলায় হাটহাজারী উপজেলায় পাহাড় থেকে অতিবৃষ্টির সময় পানি নেমে আসা থেকে ছড়ার সৃস্টি হয়ে থাকে। হাটহাজারীতে ছড়ার সংখ্যা- ০৮ টি। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ছড়ার তথ্য প্রদান করা হল।

- ধলই ইউনিয়নে মোট ২টি ছড়া রয়েছে । ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বিপুলা ছড়া অবস্থিত এবং ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে দুবলি ছড়া অবস্থিত ।
- ফতেপুর ইউনিয়নে মোট ৪টি ছড়া রয়েছে । ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে মিঠাছড়া অবস্থিত, ৭ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়া, ১ নং ওয়ার্ডে মরা ছড়া ও ৪ নং ওয়ার্ডে বালুছড়া অবস্থিত ।
- গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ২ টি ছড়া রয়েছে । ৭ নং ওয়ার্ডে ডিঙ্গা ছড়া ও ১ ও ৭ নং ওয়ার্ডে কুমারী ছড়া অবস্থিত ।

(চ) বিলঃ

- ধলই ইউনিয়নে ২টি বিল রয়েছে ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি এবং ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে বিল রয়েছে।

(ছ) হাওড়ঃ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাটি দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে অন্যতম । প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হয় । বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ও পাহাড়ী ঢলসহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় । ১৯৯১ ও ২০০৭ সালে হাটহাজারী উপজেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বন্যা আঘাত করেছিল । এই ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় হাটহাজারীর প্রায় সকল ইউনিয়নই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তবে ৯টি ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন হয়েছিল, ইউনিয়ন গুলি হল, ছিপাতলী, নাঙ্গালমোড়া, গুমানমর্দ্দন, ধলই, গড়দুয়ারা, উত্তর মাদার্শা, ফরহাদাবাদ, মেখল ও শিকারপুর । এই ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় গতি বেগ ছিল ঘন্টায় ২২০-২৪৩ কিঃমিঃ । এই ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে লোক মরা যায় এবং কৃষি, মৎস, পশু-পাখি, গাছ-পালা এবং অবকাঠামোর ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল । এই ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় প্রায় ১২০০ টি পুকুরের মাছ চাষিরা ক্ষতিগ্রস্থ, প্রায় ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতি গ্রস্থ, প্রায় ২২৪০০ একর জমির ফসল সম্পূন ভাবে বিনষ্ট হয়, প্রায় ৬২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ব্যাপক ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ৭৫টি কালভাট, প্রায় ২২টি ব্রীজ, প্রায় ১৯৭০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ৪৩০টি নলকুপ ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ১২০০ টি গরু, প্রায় ৯০টি মহিষ, ভেড়া ৪৫টি ভেড়া, ১৩৫০০ টি হাঁস, ১৫০০০টি মুরগী, ৫টি মসজিদ, প্রায় ছোট-বড় ২০০০ টি দোকানের মালামাল ভেসে যাওয়া, প্রায় ৮টি মন্দিরের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল । এ সময় সরকারী, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগীতায় এগিয়ে এসেছিল । তাছাড়া এলাকায় উদ্ধার কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, শুকনা খাবার বিতরণ, পুণবাসন ও অন্যান্য সহযোগীতা সহ আথিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছিল ।

দুর্যোগ ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাত সমূহ

দুর্যোগের নাম	বছর	কোন কোন খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
১. বন্যা	প্রতি বছর	কৃষি ফসল,গাছ পালা,মৎস্য, মানব সম্পদ, গবাদিপশু ও অবকাঠামো
২. পাহাড়ী ঢল	প্রতি বছর	কৃষি ফসল,গাছ পালা, ঘর-বাড়ী, মৎস্য, গবাদি পশু
৩. কাল বৈশাখী ঝড়	প্রতি বছর	কৃষি ফসল,গাছ পালা, মৌসুমী ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও অবকাঠামো
৪. নদী ভাঙ্গান	বর্ষা মৌসুমে	কৃষি ফসল,গাছ পালা,ঘর বাড়ী বিলিন, মৎস্য,ভূমি বিলিন
৫. খরা	প্রতি বছর	কৃষি ফসল, মৎস্য,গাছ পালা,সুপেয় পানির অভাব
৬. জলাবদ্ধতা	বর্ষা মৌসুমে	কৃষি ফসল, মৎস্য,অবকাঠামো, পরিবেশ দূষণ,মানব দেহে রোগ বালাই সৃস্টি

২.২ উপজেলার আপদ সমূহ চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকারকরণঃ

ক্র.নং	দুর্যোগের নাম	ক্র.নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর্যোগ
১	নদীভাঙ্গান	১	বন্যা
২	বন্যা	২	পাহাড়ী ঢল
৩	খরা	৩	কাল বৈশাখী ঝড়
৪	কালবৈশাখী	৪	নদী ভাঙ্গান
৫	পাহাড়ী ঢল	৫	খরা
৬	জলাবদ্ধতা	৬	জলাবদ্ধতা
৭	অতিবৃষ্টি		

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিস্তারিত বর্ননাঃ

১. বন্যাঃ

হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এখানে বন্যায় প্রায় ১৭৬২৫ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়, প্রায় ৬২০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায়, প্রায় ১৫৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ৯০২০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়, প্রায় ৪৯০ টি নলকুপ ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, হালদা নদীর নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়া এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বাপক পরিমানে বেড়ে যাবে ।

২.পাহাড়ী ঢলঃ

হাটহাজারী উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়, এলাকায় ফসলী জমির ফসল নষ্ট হয়, গাছ-পালা ক্ষতি হয়, রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় । এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ের উপর বসবাসকারী লোকজন সচেতন না হওয়ায় অনেক সময় অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসে বসবাসকারীদের প্রাণ হানি ঘটে থাকে । ভবিষ্যতে অতিবৃষ্টিকালীন সময়ে তাদেরকে পাহাড় থেকে নেমে আনা বা অন্য স্থানে পুর্নবাসনের ব্যবস্তা না করতে পারলে পাহাড় ধ্বসের ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র আকার ধারণ করে প্রাণহানীর আসংজ্কা রয়েছে ।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ

হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি হালদা নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবতনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ের ফলে এলাকায় প্রায় ১২০৫০ একর ফসলী জমির ফসলের আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়, প্রায় ৩১০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়, গাছ-পালা ভেঙ্গে বা উপড়ে ফেলে ও অবকাঠামোর আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ হয় । এ অবস্থায় এলাকায় পরিকল্পনা মোতাবেক ও দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী তৈরী না করলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে ।

৪. নদী ভাঙ্গনঃ

হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে কিছু কিছু ইউনিয়ন যেমন, নাঙ্গালমোড়া, গুমানমর্দ্দন, ছিপাতলী, দক্ষিণ মাদার্শা, মেখল ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন দেখা যায় । এ এলাকায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ২০০০-২৫০০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয়, প্রায় ৩০০ উপকুলীয় ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়, বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন কিছু মৌসুমী মৎস খামারের ক্ষতি হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী ভাবে হালদা নদীর পাড় ব্লক দ্বারা বেষ্ঠিত করতে পারলে ভবিষ্যতে ঝুঁকির পরিমান হ্রাস পাবে ।

৫.খরাঃ

হাটহাজারী উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে খরা দেখা যায়। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নেই কম বেশী খরায় ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে এবং খাবার পানির অভাব দেখা দেয় । শুস্ক মৌসুমে পানি স্তর অতি মাত্রায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় বেশীর ভাগ নলকুপে পানির অভাব দেখা দেয় । ভবিষ্যতে সরকারী-বেসরকারীভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করলে ও বনায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে ঝুঁকির পরিমান কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হবে ।

৬. জলাবদ্ধতাঃ

হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রাদূর্ভাব দেখা দেয় এবং এলাকায় প্রায় ১৬৫০ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয় । জলবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে ভবিষ্যতে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরী ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

(ক) বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যামান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করতে জনগোষ্ঠী অসামর্থ হয়ে থাকে ।

(খ) সক্ষমতা বলতে প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ ইত্যাদি সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থা সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে ।

কোন কোন এলাকার কি কি কারণে কি ভাবে বিপদাপন্নতা পয়েন্ট আকারে নিম্নের ছকে দেখাতনো হলঃ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১. বন্যা	• নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা • চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বেঁড়ীবাঁধ • বেড়ী বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা • দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ী নিমান না করা	• নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ডেজিং করা • বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো • নতুন করে বেড়ীবাঁধ নিমান বা পুরাতন বেড়ী বাঁধ সম্পূণভাবে মেরামত এর মাধ্যমে মজবুত করা । • এলাকায় পরিকল্পিতভাবে দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নিমান করা ।
২. পাহাড়ী ঢল	• ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী ছড়া ও পাহাড়ের পাদ দেশে নিমান • লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পকে সচেতন না থাকা • ঘরবাড়ি গুলি মজবুত করে নিমান না করা	• পাহাড় থেকে নিধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নিমান • ঘরবাড়ি গুলি দুযোগ সহনশীল করে তৈরী করা • পাহাড়ী ঢল সম্পকে লোকজনকে সচেতন করা ।
৩. কাল বৈশাখী ঝড়	• দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নিমান না করা • দুযোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা • গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা • এলাকায় কাচা ল্যাট্রিনগুলো দুবল ভাবে নিমান • গবাদি পশুর আবাস্থল দুবল ভাবে নিমান • প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম	• দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নিমান করা • দুযোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা • বেশী পরিমানে গাছ রোপন করা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা রোপন করা • কাঁচা ল্যাট্রিনগুলো দুযোগ সহনশীল করে নিমান করা • গবাদি পশূর আবাস্থল দুযোগ সহনশীল করে তৈরী করা • সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে আশ্রয় কেন্দ্র নিমান
৪. নদী ভাঙ্গান	• নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগণ সর্বশান্ত হয়ে যায় • দুর্বল বেড়ীবাঁধ • নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা • যেখানে বেড়ীবাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা	• উপকূলীয় এলাকায় নিধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নিমান • বেড়ী বাঁধে মেরামতসহ বেশী করে গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে যা মাটিকে শক্ত করতে সাহায্য করবে • রাস্তার দুধারে গাছ রোপণ করা
৫. খরা	• পযাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা • চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম • ফসলের ক্ষতি হয় • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা	• বেশী পরিমানে গাছ-পালা রোপন ও বনায়ন সৃষ্টি করা • গভীর নলকুপ এর সংখ্যা বাড়ান • খরা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা
৬. জলাবদ্ধতা	• ভারি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে • খাল ও ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে • জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়	• দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা • খাল ও ছড়া খননের উদ্যোগ গ্রহন করা

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকাঃ

(খ) হাটহাজারী উপজেলাটি একটি দুর্যোগ পূণ উপজেলা । উপজেলাটিতে কিছু কিছু এলাকা বিভিন্ন কারণে বেশী বিপদাপন্ন । ইউনিয়ন ভিত্তিক কোন কোন এলাকা সবাধিক বিপদাপন্ন এবং কেন বিপদাপন্ন, তাহা নিম্নে বণনা করা হলঃ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	• নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে ২, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • ছিপাতলী ইউনিয়নে ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও৯ নং ওয়ার্ড। • গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ২, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে ২, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড। • দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • ধলই ইউনিয়নে ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড • ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে ২, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড • চিকনদন্ডী ইউনিয়নে ৪, ৬, ৮ নং ওয়াড। • মেখল ইউনিয়নে ২, ৪, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড।	• নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা • চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বেঁড়ীবাঁধ • বেড়ী বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা • দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ী নির্মান না করা	• প্রায় ২২৪০০ টি পরিবার
পাহাড়ী ঢল	• নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। নং ওয়াড। • গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ১, ২, ৪, ৭ ও৮ নং ওয়ার্ড • দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে ৩, ৪, ৬, ৭ নং ওয়ার্ড • ধলই ইউনিয়নে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ নং ওয়ার্ড • ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে ৩, ৫, ৬, ৯ নং ওয়ার্ড • চিকনদন্ডী ইউনিয়নে ১, ২, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড • মেখল ইউনিয়নে ৪, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড • শিকারপুর ইউনিয়নে ২, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড • মির্জাপুর ইউনিয়নে ৪, ৫, ৭ ৮ নং ওয়ার্ড	• ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী ও পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান • লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পকে সচেতন না থাকা • ঘরবাড়ি গুলি মজবুত করে নির্মান না করা	• প্রায় ১৬৮০০ টি পরিবার
	• নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে সব	• দুযোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নিমান না করা • দুযোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ	• প্রায় ২৭৫০০ টি পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
কাল বৈশাখী ঝড়	ওয়ার্ডে • দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • ধলই ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • চিকনদন্ডী ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • মেখল ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • শিকারপুর ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • মির্জাপুর ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • ছিপাতলী ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • বুড়িশ্চর ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • ফতেপুর ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে • গড়দুয়ারা ইউনিয়নে সব ওয়ার্ডে	না থাকা • গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝড় জাতীয় গাছপালা না থাকা • এলাকায় কাচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্বল ভাবে নির্মান • গবাদি পশুর আবাস্থল দুবল ভাবে নিমান • প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম	
নদী ভাঙ্গান	• নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড। • গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড। • দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড • মেখল ইউনিয়নে ৩-৯ নং ওয়ার্ড • ছিপাতলী ইউনিয়নে ৩, ৫, ৭ নং ওয়ার্ড • বুড়িশ্চর ইউনিয়নে ৪, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড • উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে ৩, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড • গড়দুয়ারা ইউনিয়নে ৩, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	• নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগণ সর্বশান্ত হয়ে যায় • দুর্বল বেড়ীবাঁধ • নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা • যেখানে বেড়ীবাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা	• প্রায় ২০৫০০ টি পরিবার
খরা	• নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ধলই ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড চিকনদন্ডী • মির্জাপুর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • ফতেপুর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড • গড়দুয়ারা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • বুড়িশ্চর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড	• পযাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা • চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম • ফসলের ক্ষতি হয় • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা	• প্রায় ৩০৫০০ টি পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	• দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • চিকনদন্ডী ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • শিকারপুর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড		
জলাবদ্ধতা	• মেখল ইউনিয়নে ৪, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • শিকারপুর ইউনিয়নে ৪, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নে ১, ৩, ও ৮ নং ওয়ার্ড। • বুড়িশ্চর ইউনিয়নে ১, ৩ ,৫ ,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড। • উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে ২, ৪, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড। • ছিপাতলী ইউনিয়নে ২, ৪, ৫ নং ওয়ার্ড।	• ভারি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে • খাল ও ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে • জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়	• প্রায় ১৫০০০ টি পরিবার

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
১। কৃষি	• উপজেলায় মোট কৃষি জমির পরিমান-৫১১১৮ একর। এই উপজেলাতে বড় ধরণের বন্যা বা জলোচ্ছাস হলে বা আঘত হানলে প্রায় ২৮৬০০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্য চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । • এই উপজেলায় হালদা নদীর ভাঙ্গনে প্রায় ২৫৪০০ একর ফসলি জমির ফসল ক্ষতি হওয়ার সম্ভানা রয়েছে । • উপজেলাটি প্রায় প্রতি বছরেই খরার কবলে পড়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে প্রায় ৯০০০-১০০০০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে । • এই উপজেলায় প্রায় প্রতিনিয়তই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে যাতে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ১৮০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	• বেড়ীবাঁধ মেরামত করে শক্ত বা মজবুত করা • পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা • আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার • জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা • খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা • খাড়া ধান গাছ গুলি মাটিতে চেপে দেয়ার ব্যবস্থা করা
২। মৎস	• এই উপজেলায় বড় ধরণের জলোচ্ছাস হলে প্রায় ১৪৩০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যায় । • এই উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই কম বেশী বন্যা হয়ে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ১২৭০ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে ।	• পুকুরের পাড় উচু করণ • বাঁধ মেরামত ও মজবুত করতে হবে • মৎস চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে • তিন স্তর বিশিষ্ট মৎস চাষ করা • বন্যা ও জলাবদ্ধতার সময় জাল বেষ্টিত রাখা • মাছের বাজার জাত উন্নতকরণ
৩। পশুসম্পদ	• হাটহাজারী উপজেলায় কাল বৈশাখীঝড়/জলোচ্ছাস হলে প্রায় ২২৭০০টি গরু, প্রায় ২৫৫০০ টি ছাগল, প্রায় ১০০০ টি ভেড়া, মধ্যে ৬০৫০০টি মুরগী, প্রায় ৩০৮০০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এতে প্রায় ৪২০০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।	• মাটির কিল্লা নির্মান করা • পশুর টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা • গবাদী পশুর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা • গবাদী পশুর রোগ ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা • গবাদী পশুর খাদ্য প্রক্রিয়া জাত করণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা
৫। জীবিকা	• হাটহাজারী উপজেলায় বন্যার কারনে প্রায় ৮৯০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ১৫৭০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • উপজেলায় শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসের প্রচন্ড তাপদাহ অথাৎ খরায় প্রায় ১,২০,০০০ কৃষিজীবি ও প্রায় ৬৭০০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । • বন্যার কারণে ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির প্রায় ৭৮০০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । • পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ৫৫০০০ কৃষিজীবি ও ৫০০০০ জন দিন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় ।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডের উপরে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীরতে আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা • বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী/বেসরকারীভাবে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা • ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা
৬। গাছ পালা	• কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ৬৬০ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি	• বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপন করার

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ৩৮০টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● এলাকায় বন্যায় ব্যাপক পরিমানে গাছপালা ধ্বংস হয় ও গাছ-পালা ভেসে যায় এবং প্রায় ২০০ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা ● পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ● অবৈধ্যভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করা জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন ও প্রয়োগ করা ● এলাকা ভিত্তিক সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা ● বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য এলাকা বাসীকে উদ্বুদ্ধ করা
৭। ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো	● হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত কালবৈশাখী ঝড় হলে প্রায় ১৭০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৮৬ কিঃমিঃ, ২৯০ টি কাল ভার্ট, প্রায় ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ২৩টি, প্রায় ১০ টি মন্দির, প্রায় ১২ টি হাটবাজার ও প্রায় ৭টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বন্যায় এলাকায় হলে প্রায় ৮৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৬৫ কিঃমিঃ প্রায় ১১৫৯০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, প্রায় ৩৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ৭ টি হাটবাজার প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ৩৪ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	● রাস্তা উঁচু ও পাকা করা ● প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মান করা ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেন্টার নির্মান করা ● আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা ● নতুন অবকাঠামো দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা ● ঘরবাড়ি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা ● বাড়ির আশেপাশে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

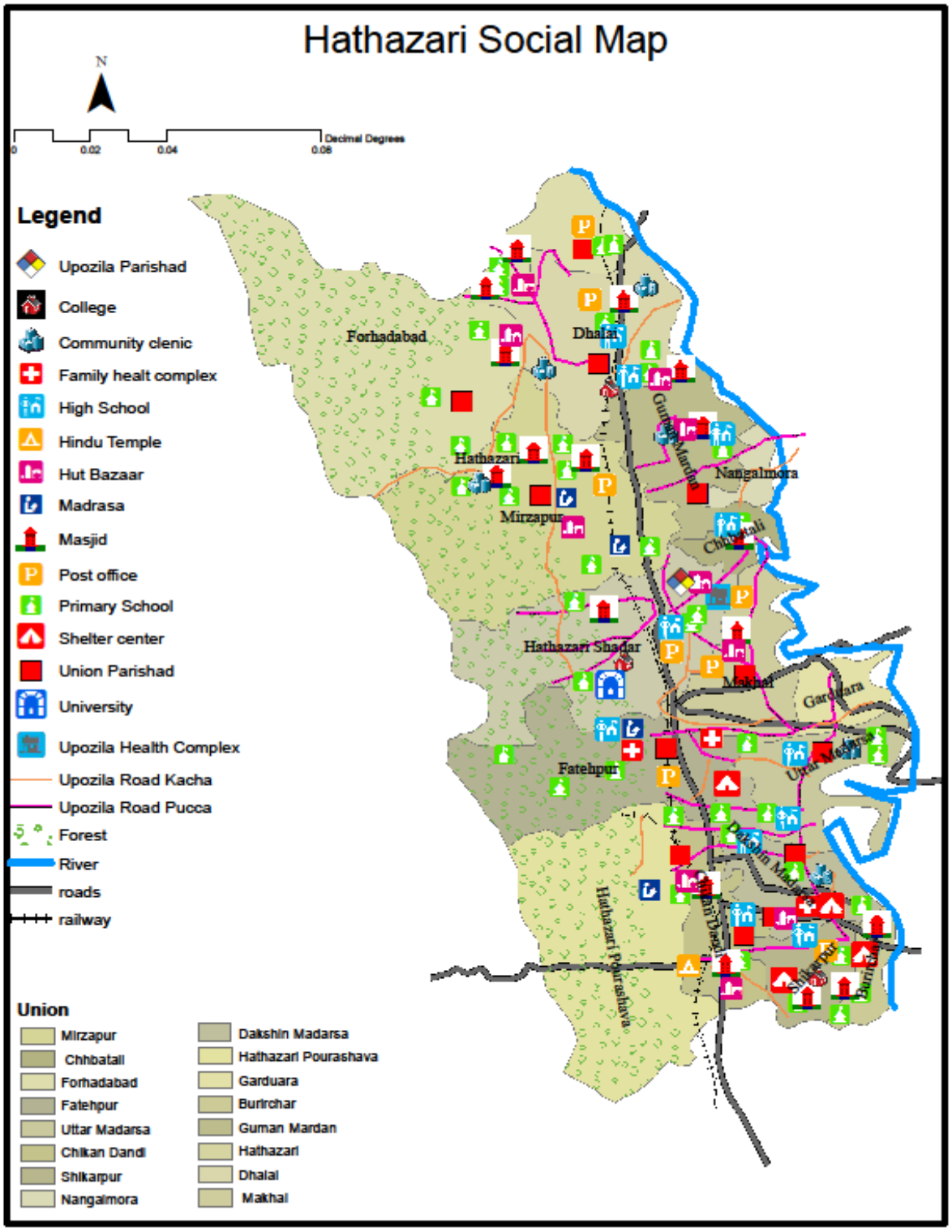

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ

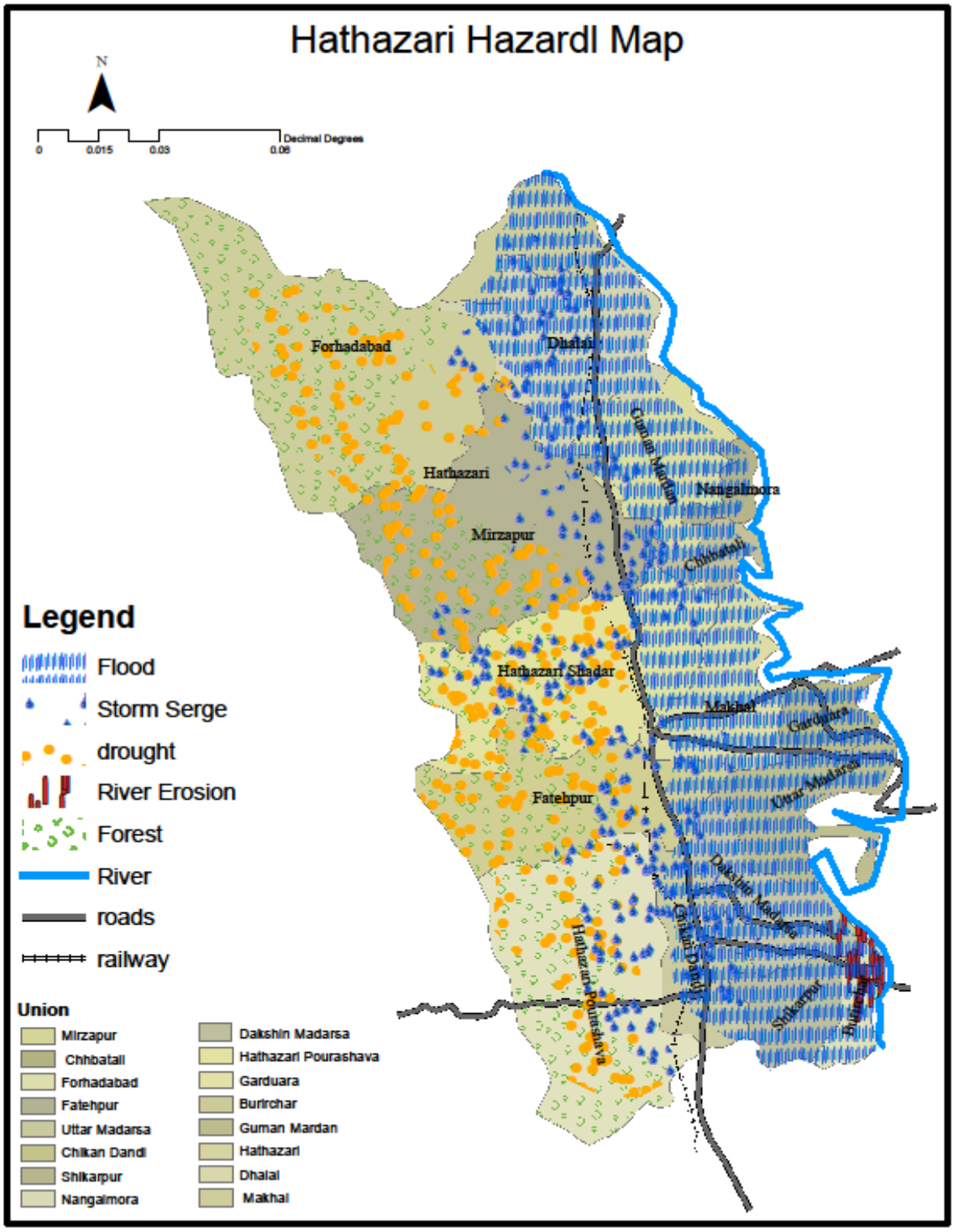

২.৯ আপদ মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্র.নং	আপদ সমূহ	মাসের নাম											
		বৈশাখী	জৈষ্ঠ্য	আষাড়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	পাহাড়ী ঢল												
৩	কাল বৈশাখী ঝড়												
৪	নদী ভাঙ্গন												
৫	খরা												
৬	জলাবদ্ধতা												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাটি একটি দুর্যোগ প্রবন এলাকা হিসাবে পরিচিত। এই উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চল কালে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এলাকায় বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন, খরা ও জলাবদ্ধতা আপদ বিদ্যমান রয়েছে। উপরে রেখা চিত্রের (দিনপঞ্জি) মাধ্যমে আপদ গুলির ঘটার সময় দেখানো হয়েছে। রেখা চিত্রের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলঃ

- বন্যাঃ হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর তীরবতী ও জলবায়ু পরিবতনের কারণে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ঘটে থাকে। এখানে আপদ গুলির মধ্যে বন্যা অন্যতম। সাধারনত আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পযন্ত বন্যা হয়ে থাকে।
- পাহাড়ী ঢলঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির অনেকাংশে পাহাড়ী এলাকা রয়েছে। এই এলকাকায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে এবং এলাকার ক্ষতি সাধন করে থাকে। সাধারনত আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পযন্ত এলাকায় পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি করে থাকে।
- কাল বৈশাখী ঝড়ঃ স্থানীয় লোকজনের সংঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, কাল বৈশাখী ঝড় একটি প্রাকৃতিক আপদ, যাহা প্রায় প্রতি বছর এলাকায় হয়ে থাকে। ফলে এলাকায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতি সাধন হয়। এটি সাধারনত বৈশাখ থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পযন্ত কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে।
- নদী ভাঙ্গনঃ হাটহাজারী উপজেলায় নাঙ্গালমোড়া, গড়দুয়ারা, ছিপাতলী ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন একটি বড় প্রাকৃতিক আপদ হিসাবে পরিচিত। এটি প্রতি বছর বসতবাড়ি ও ফসলী জমি ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এটি সাধারনত আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পযন্ত ক্ষতি করে থাকে।
- খরাঃ এলাকা থেকে জানা য়ায় যে, এলাকায় শুস্ক মৌসুমে খরা একটি আপদ যাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। প্রতি বছর এই এলাকায় খরা ফসলী জমি সহ অন্যান্য জমির প্রচুর পরিমানে ফসলের ক্ষতিসহ সুপেয় খাবার পানির সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। খরা সাধারনত চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস পযন্ত হয়ে থাকে।
- জলাবদ্ধতাঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির অনেকাংশে পাহাড়ী এলাকা রয়েছে। এই উপজেলায় যে সব খাল ও ছড়া রয়েছে সে গুলো প্রায় ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলের ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ক্ষতি সাধন করে থাকে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্র. নং	জীবিকা	মাসের নাম											
		বৈশাখী	জৈষ্ঠ্য	আষাড়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষক												
২	মৎসজীবি												
৩	ব্যবসায়ী												
৪	ভটভটি,ভ্যান চালক												
৫	দিন মজুর												

২.১১ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতাঃ

প্রধান জীবিকা সমূহ এবং আপদ/দুর্যোগ সমূহে কি কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

ক্র. নং	জীবিকা সমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ					
		বন্যা	পাহাড়ী ঢল	কাল বৈশাখী ঝড়	নদী ভাঙ্গন	খরা	জলাবদ্ধতা
১	কৃষি						
৩	প্রানী সম্পদ						
৪	ব্যবসায়ী						
২	মৎস						
৬	দিন মজুর						
৫	ভটভটি, ভ্যান চালক						

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

(ক) উপজেলার চিহ্নিত আপদ দ্বারা কোন কোন খাত সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার বিবরণঃ

হাটহাজারী উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিপদাপন্ন খাত এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদসমূহের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করণ ও তালিকা প্রস্তুতসহ বর্ননা নেয়া হয়েছে। কৃষক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী এই তিনটি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে তিনটি দলে (প্রতি দলে ছয় জন করে) মোট ১৮ জন প্রতিনিধি নিয়ে পৃথকভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকিসমূহের ওপর ভোটাভুটির মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ করা হয়েছে। তিনটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহকে একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ নিম্নে দেখানো হয়েছে।

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণ

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ					
	ফসল	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	পয়ঃনিস্কাশন	স্বাস্থ্য
বন্যা						
পাহাড়ী ঢল						
কাল বৈশাখী ঝড়						
নদী ভাঙ্গন						
খরা						
জলাবদ্ধতা						

খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালেরমত বন্যা হলে ছিপাতলী ইউনিয়নে -৬১৭৫ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৫০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৪৫৫০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায় ১৮০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ২০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২২০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪১৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ২৩০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । ধলই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৪০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । মেখল ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৮৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩১৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৫৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ৩৯১২ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১২৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট ২৫২০ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায়-১১০০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে ।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
মৎস্য সম্পদ	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালেরমত বন্যা হলে ছিপাতলী ইউনিয়নে -১৫৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৩০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৩৪০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে -২০০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৪০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ২৯০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । মেখল ইউনিয়নে -২১০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৬ টি পুকুর ডুবে যায় এতে প্রায় ১৮৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । গড়দুয়ারা ইউনিয়নে -১৩৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১০০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ধলই ইউনিয়নে -২০৭ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৬৬ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ২৭০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ফতেপুর ইউনিয়নে -২৬০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ২০০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ২১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ছিপাতলী ইউনিয়নে -১৫৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৩৩ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে -১৫০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২৭ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১০০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে -১২৭ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১০০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ৯৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে -১২০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১০০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে এবং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে -১৩০ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২০ টি পুকুর ডুবে যায় এবং প্রায় ১১০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
স্বাস্থ্য	বন্যা	বন্যা হলে নাঙ্গালমোড়া, গুমানমর্দ্দন, ছিপাতলী, গড়দুয়ারা, ধলই, দক্ষিণ মাদার্শা, মেখল ও ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে উক্ত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সেবার কেন্দ্রগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধিত হয় ।
রাস্তাঘাট	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় প্রায় ৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ১৯ কিঃমিঃ রাস্তা (নাঙ্গালামোড়া ইউনিয়নে প্রায় ৭ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি ৯ কিঃমিঃ, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রায় ৮ কিঃমিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ৫ কিঃমিঃ, ছিপাতলী ইউনিয়নে ৯ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ১০ কিঃমিঃ, গড়দুয়ারা ইউনিয়নে প্রায় শিকারপুর প্রায় ৩ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ৫ কিঃমি, দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ২ কিঃমি, মেখল ইউনিয়নে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ কাঁচা ও এইচবিবি প্রায় ৭ কিঃমি, চিকনদন্ডী ইউনিয়নে প্রায় ৬ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ৫ কিঃমি, ধলই ইউনিয়নে প্রায় ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ৪ কিঃমিঃ, ফতেপুর ইউনিয়নে প্রায় ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ৩ কিঃমিঃ, বুড়িশ্চর ইউনিয়নে প্রায় ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি ৩ কিঃমিঃ ও উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে প্রায় ৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি ৫ কিঃমিঃ ও মির্জাপুর ইউনিয়নে প্রায় ৯ কিঃ মিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি প্রায় ৬ কিঃমিঃ) রাস্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঘরবাড়ী	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলাতে নাঙ্গালমোড়া, গুমানমর্দ্দন, ছিপাতলী, গড়দুয়ারা, ধলই, দক্ষিণ মাদার্শা, মেখল ও ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন গুলোতে বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি । বন্যা হলে প্রায় সব কাঁচা ঘরবাড়ির বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
পয়ঃনিস্কাশন	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায়-৭৬৮৩১ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানা প্রায়-৪৭৮১১ টি এবং কাঁচা পায়খানা প্রায়- ২৯০২০ টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে নাঙ্গালমোড়া, গুমানমর্দ্দন, ছিপাতলী, গড়দুয়ারা, মেখল, দক্ষিণ মাদার্শা, শিকারপুর ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নগুলোতে বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।
কৃষি	পাহাড়ী ঢল	হাটহাজারী উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে বড় ধরণের পাহাড়ী ঢল হলে নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে প্রায় ২৯০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে প্রায় ২৭৫ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । ছিপাতলী ইউনিয়নে প্রায় ৪৮০ একর ফসলি জমি ক্ষতি হয় । গড়দুয়ারা ইউনিয়নে প্রায় ৪২০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । শিকারপুর ইউনিয়নে প্রায় ৩৬০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে প্রায় ৩২৫ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয়ে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে প্রায় ৩৮০ একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে প্রায় ৪০০ একর জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । ধলই ইউনিয়নে প্রায় ৪৩৫ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ও ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ৩৬০ একর জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাক ।
ঘরবাড়ী	পাহাড়ী ঢল	বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল হলে ফরহাদাবাদ, মির্জাপুর, মেখল, চিকনদন্ডী, দক্ষিণ মাদার্শা ও ফতেপুর ইউনিয়নগুলোতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে ।
		হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে মৎস সম্পদের ক্ষতি করে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে ৫৪৮৯ টি পরিবারের ১৯৭০ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৩৯০ জন

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
মৎস্য সম্পদ	পাহাড়ী ঢল	মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। মেখল ইউনিয়নে ৬৯৩০ টি পরিবারের ৩২১০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৩৩০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বুড়িশ্চর ইউনিয়নে ৫৩৯৫ টি পরিবারের ২১০০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ২৮০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। মির্জাপুর ইউনিয়নে ৭৮৯৬ টি পরিবারের ২৭৬০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৩৫০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। চিকনদন্ডী ইউনিয়নে ১০৯৭০ টি পরিবারে ২৮৬০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ১৩২৭ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৪৩০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে ৫১৩৮ টি পরিবারের ১৭৪০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ২১০ জন মৎস্যজীবির ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ধলই ইউনিয়নে ৭৩৩৫ টি পরিবারের ২২৯০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৩৭০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
কৃষি	কাল বৈশাখী ঝড়	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। কাল বৈশাখী ঝড়ে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ২০০০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩৮৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ৪০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩৬০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৩০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে। শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৯১২ একর এর মধ্যে প্রায় ১২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। মেখল ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে। চিকনদন্ডী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে। ধলই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। ফহেপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৮০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৬১৭৫ একর এর মধ্যে প্রায় ৩৮৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩১৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ৩২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে। মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে।
ঘরবাড়ী	কাল বৈশাখী ঝড়	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। এ উপজেলাটি হালদা নদীর তীরবর্তী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ৮৬৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে।
কৃষি	নদী ভাঙ্গন	হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন যেমন, নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে ৪৫৫০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ২৩০ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ২০০০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১১০ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ছিপাতলী ইউনিয়নে ৬১৭৫ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৩৭০ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে ২৩০০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১৪০ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মেখল ইউনিয়নে ৩৩২৯ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১৮০ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নে ইউনিয়নে ৩৬০০ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১৬৫ জমির ফসল ও জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।
মৎস্য সম্পদ	নদী ভাঙ্গন	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে ১৫৪৮ টি পরিবারের ৭৩০ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ১৬৮ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ৩০৪০ টি পরিবারের ১০৩০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৪৮০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনের কবলে ক্ষতির স্বীকার হয়ে থাকে। বুড়িশ্চর ইউনিয়নে ৫৩৯৫ টি পরিবারের ২১০০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ২৮০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ছিপাতলী ইউনিয়নে ২১৩৪ টি পরিবারের ৭৪০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫২০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে। দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে ৫১৩৮ টি পরিবারের ১৭৪০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		প্রায় ২১০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে । মেখল ইউনিয়নে ৬৯৩০ টি পরিবারের ২১৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ১০৭৫ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনের ক্ষতির স্বীকার হয়ে থাকে ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নে ৫৩৯৫ টি পরিবারের ১১৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৮৭৫ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনের কবলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।
ঘরবাড়ী	নদী ভাঙ্গন	হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন যেমন, নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট ১৫৪৮ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৭৩৫ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে থাকে । গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ৩০৪০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৭৮০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে থাকে । ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ২১৩৪ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮৪৫ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ৫১৩৮ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩২০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে থাকে । মেখল ইউনিয়নে মোট ৬৯৩০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৬৪৮ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে থাকে ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ৫৩৯৫ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৩৪০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের স্বীকার হয়ে থাকে এতে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।
কৃষি	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ২০০০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৪৫৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ২২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমি ৩৬০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ২৩০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে । শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৯১২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । মেখল ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৩২৯ একর এর মধ্যে প্রায় ১৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে । চিকনদন্ডী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৫০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । ধলই ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । ফহেপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান ৪৮০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়- ৬১৭৫ একর এর মধ্যে প্রায় ২৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে । উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩১৪০ একর এর মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে । মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৮৪২ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে । ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-২৫২০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের ক্ষতি করে থাকে ও গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে ।
কৃষি	জলাবদ্ধতা	হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট ৪৫৫০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১১০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ৬১৭৫ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৯৫ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ৩১৪০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে । গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ৪৭৫০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২১০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ২৩০০ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৪০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে । মেখল ইউনিয়নে মোট ৩৩২৯ একর জমির মধ্যে প্রায় ২০০ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ২০০০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৯০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় ক্ষতি হয়ে থাকে ও মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ২৮৪২ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৩০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । জলবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে ভবিষ্যতে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরী ।
মৎস্য সম্পদ	জলাবদ্ধতা	হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতার ফলে নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট ১৪৩টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৯৬ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ১৫৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১০৫ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ১২৭টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭৮ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ১৩৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭৫ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ২০০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১২০ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । মেখল ইউনিয়নে মোট ২১০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৩৫ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ১৫৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১০০ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ২৯০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৬৪ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে ।
রাস্তাঘাট	জলাবদ্ধতা	হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতার ফলে নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নে মোট ৯.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । ছিপাতলী ইউনিয়নে মোট ১৩.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১১কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । বুড়িশ্চর ইউনিয়নে মোট ১৪.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৩কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । গড়দুয়ারা ইউনিয়নে মোট ১৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নে মোট ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৫কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোট ১৮.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৩কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । শিকারপুর ইউনিয়নে মোট ৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ৪কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । মির্জাপুর ইউনিয়নে মোট ১৭.৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১১কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে ও মেখল ইউনিয়নে মোট ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তার মধ্যে প্রায় ১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে ।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাত সমূহ কি কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা চিহ্নিত করে বিস্তারিত বর্ন্যনা দিতে হবে।

খাত সমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায়। বন্যা হলে হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় ১৭৬২৫ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে।
কৃষি	পাহাড়ী ঢল	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে। পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬১০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে।
কৃষি	কাল বৈশাখী ঝড়	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৩৯০২ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে।
কৃষি	নদী ভাঙ্গন	হাটহাজারী উপজেলায় বষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন যেমন, নাঙ্গলমোড়া, গুমানমর্দ্দন, গড়দুয়ারা, ছিপাতলী, দক্ষিণ মাদার্শা, মেখল ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রায় ২০০-৩০০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় এবং নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১১৯৫ একর জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয় ও নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।
কৃষি	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে। প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ২৭২১ জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে।
কৃষি	জলাবদ্ধতা	হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ১৫৭৫ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে।
মৎস্য সম্পদ	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ১৪৪২ পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ১৯৩৬ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে।
মৎস্য সম্পদ	পাহাড়ী ঢল	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে। পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ৩২৫৭ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে।
মৎস্য সম্পদ	নদী ভাঙ্গন	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ২৪৫৮০ টি পরিবারের ৯৭০০ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৩৬০৮ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।
মৎস্য সম্পদ	জলাবদ্ধতা	হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ১৪১৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮৭৩ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে।
ঘরবাড়ি	বন্যায়	হাটহাজারী উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে। বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে। এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি। বন্যা হলে প্রায় সব কাঁচা ঘরবাড়ির বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।
ঘরবাড়ি	পাহাড়ী ঢল	হাটহাজারী উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। এই উপজেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা ৭৯১৮৯ টি এর মধ্যে ২৯০২০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি পাহাড়ী ঢলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে।
ঘরবাড়ি	কাল বৈশাখী ঝড়	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। এ উপজেলাটি হালদা

খাত সমূহ	আপদ	বর্ণনা
		নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ৮৬৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
ঘরবাড়ি	নদী ভাঙ্গন	হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে সহায় সম্বলনহীন হয়ে পড়ে ফলে মারাত্বক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ২৪৫৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩৪০০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
রাস্তাঘাট	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এলাকায় প্রায় ৯২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ৭৬ কিঃমিঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
রাস্তাঘাট	জলাবদ্ধতা	হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতায় ২০৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও ১৯৮ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তার মধ্যে প্রায় ৭৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও প্রায় ৬০ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
পয়ঃনিস্কাশন	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৭৬৮৩১ টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৪৭৮০১ টি এবং কাঁচা পায়খানা ২৯০২০ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
স্বাস্থ্য	বন্যা	হাটহাজারী উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ১৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণ সমুহ চিহ্নিতকরণঃ

ঝুঁকির বর্ননা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
খাতঃ কৃষি আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় ১৭৬২৫ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারার কারনে ২.বন্যার সতকবার্তা সময়মত না পৌঁছানোর কারণে । ৩. নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে।	১.জোয়ারের পানি বেশি পরিমানে হওয়ায় ২.প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা ২.চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম ৩.এলাকার জনগন অসচেতন হওয়া
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ১৪৪২ পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ১৯৩৬ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. নদীর পাড়ে গাছ না থাকা ২. বেড়ীবাঁধ গুলো দুর্বল হওয়া ৩. নদীতে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়া	১. নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় ২. পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতার অভাব ২. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া ।
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি । বন্যা হলে প্রায় সব কাঁচা ঘরবাড়ির বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. ঘরবাড়িগুলো মাটি ও বাঁশের তৈরীর এর কারণ ২. নদীর বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি → গ্রীন হাইজ ইফেক্টের → বায়ু দুষণ → প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া →জলবায়ু পরিবর্তন	১. শক্ত ঘরবাড়ি তৈরী না করা ২.পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণ →সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকার →কালবৈশাখী সহনশীল গাছপালা না থাকার →কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে। →কালবৈশাখীর পূর্বাভাস না পাওয়ার	১. বন্যা মোকাবেলায় মজবুত ঘরবাড়ি তৈরী না করা ২. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বাভাস প্রদান না করা ৩. সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।

খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ বন্যা এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত বন্যা হলে প্রায় ৭৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি প্রায় ৬০ কিঃমিঃ রাস্তা ঘাট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী না করার কারণ ২. উপজেলা বেশীর ভাগ রাস্তা কাঁচা ও এইববি রাস্তা হওয়ার ফলে	১. রাস্তাঘাট উঁচু না করা ২. রাস্তার পাড় শক্ত করে তৈরী না করা	১. স্থানীয় সরকারের সুদৃষ্টি না থাকা ২. →দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নেয়া
খাতঃ পয়ঃনিস্কাশন আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত। তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৭৬৮৩১ টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৪৭৮০১ টি এবং কাঁচা পায়খানা ২৯০২০ টি। কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।	১. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার না করা ২. বন্যা লেভেলের উপরে পায়খানা স্থাপন না করা	১. লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয় ২.	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির অভাব
খাতঃ স্বাস্থ্য আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে। বন্যা হলে প্রায় ১৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়।	১. এলাকার জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয় ২.	১. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র না থাকা	১. সরকারী পদক্ষেপের অভাব ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি না থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ পাহাড়ী ঢল হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে। পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬১০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকাবসী সচেতন না থাকা ২. ফসলী জমি গুলো পাহাড় ঘেসে হওয়া	১. পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা ২. কৃষকদের প্রশিক্ষণ না থাকা	১.কৃষকদের কে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না করা ২.পাহাড় কাটা সম্পকে সরকারী নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ পাহাড়ী ঢল হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে। পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ৩২৫৭ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকার লোকজনদের সচেতন না করা ২. অধিকাংশ মানুষ দরীদ্র	১. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু না করা ২.	১. জেলা মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সক্রিয় নয়
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ পাহাড়ী ঢল হাটহাজারী উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। এই উপজেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা ৭৯১৮৯ টি এর মধ্যে ২৯০২০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি পাহাড়ী ঢলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে।	১. পাহাড়ের ঘরবাড়ি গুলো মজবুত করে তৈরী না করা	১. পাহাড় ধস সম্পর্কে পাহাড়ী বসবাসরত জনগণকে সচেতন না হওয়া	১. বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ে বসবাসরত লোকদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর না করা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় না থাকা

খাতঃ কৃষি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৩৯০২ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।	১. বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২. গ্রীন হাইজ ইফেক্টের ফলে ৩. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ৪. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে	১.কালবৈশাখীর পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে ২. পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার ৩. সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকা	১. কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা ২. কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকায় ৩. কৃষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ৪. সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি হালদা নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ৮৬৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী না করা	১. ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্কতা না দেয়া	১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ২. জলবায়ু পরিবর্তন এর কারণে
খাতঃ কৃষি আপদঃ নদী ভাঙ্গন হাটহাজারী উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন যেমন, নাঙ্গলমোড়া, গুমানমর্দ্দন, গড়দুয়ারা, ছিপাতলী, দক্ষিণ মাদার্শা, মেখল ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রায় ২০০-৩০০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গানে ক্ষতি হয় এবং নদী ভাঙ্গানে প্রায় ১১৯৫ একর জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয় ও নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় ।	১. নদীতে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়া ২. নদীর পাড়ে গাছ না থাকা	১. নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় ২. পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতার অভাব ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া ।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ নদী ভাঙ্গন হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ২৪৫৮০ টি পরিবারের ৯৭০০ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৩৬০৮ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. পুকুর গুলো নদী সংলগ্ন হওয়ার কারণ ২. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু না করা	১. বেড়ীবাঁধ মজবুত করে তৈরী না করা ২. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া	১. মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টির অভাব ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ নদী ভাঙ্গন হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে সহায় সম্বলনহীন হয়ে পড়ে ফলে মারাত্বক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ২৪৫৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩৪০০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. বেরী বাঁধ না থাকা ২. নদীতে বর্ষাকালে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে	১.নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ২.পলি মাটি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাওয়া	১. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া ২. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি না থাকা
খাতঃ কৃষিখাত	১. সময়মত বৃষ্টি না হওয়া	১. খাল ও ছড়াগুলোতে	১. কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা

আপদঃ খরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ২৭২১ জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।	২. পর্যাপ্ত বড় বড় গাছপালা না থাকা ৩. জলবায়ু পরিবর্তণ হওয়ার কারণে।	পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা না করা	২. খরা সহনশীল ধান জাতের উদ্ভাবন না করা
খাতঃ কৃষি আপদঃ জলাবদ্ধতা হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ১৫৭৫ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. কৃষি জমি নীচু অঞ্চলে হওয়া ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না করা	১. দুর্যোগ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন না করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা ২. দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম থাকা।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ জলাবদ্ধতা হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ১৪১৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮৭৩ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।	১. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া	১. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে পরামর্শ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক না থাকা	১. জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের কোন পদক্ষেপ নেওয়া
খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ জলাবদ্ধতা হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতায় ২০৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও ১৯৮ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তার মধ্যে প্রায় ৭৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও প্রায় ৬০ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী না করার কারণ ২. দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা	১.	১. সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের কোন উদ্যোগ না থাকা

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
খাতঃ কৃষি আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় ১৭৬২৫ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা ২.বন্যার সতকবার্তা সময়মত পৌঁছানো ৩. নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে।	১.জোয়ারের পানি বেশি পরিমানে হওয়ায় ২.প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ২. চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়াতে হবে ৩. এলাকার জনগন বেশী সচেতন হতে হবে
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ১৪৪২ পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ১৯৩৬ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. নদীর পাড়ে গাছ লাগানো ব্যবস্থা করা ২. বেড়ীবাঁধ গুলো শক্ত করে তৈরী করা ৩. পুকুরের পাড় উঁচু করা	১. এলাকার খাল ও ছড়া গুলো খনন কাজ করা ২. পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতা হাত বাড়াতে হবে ২. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি । বন্যা হলে প্রায় সব কাঁচা ঘরবাড়ির বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১.ঘরবাড়িগুলির বসত ভিটা উচু করতে হবে ২. রাস্তাগুলি উচু করতে হবে ৩. কাঁচাঘরবাড়ি গুলো শক্ত করে নিমান করতে হবে ৪. স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে	১. ঘরবাড়িগুলি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করতে হবে ২. রাস্তার দুপাশে গাছ লাগাতে হবে	১.সরকারী/বেসরকারীভাবে বৃক্ষ রোপন অভিযান চালু রাখতে হবে ২.স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি রাখতে হবে
খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ বন্যা এই উপজেলায় ১৯৯১ সালে মত বন্যা হলে প্রায় ৭৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি প্রায় ৬০ কিঃমিঃ রাস্তা ঘাট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী করা	১. রাস্তাঘাট উঁচু করা ২. রাস্তার পাড় শক্ত ও মজবুত করে করে তৈরী করা	১. ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন করা আবশ্যক ২. →দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া
খাতঃ পয়ঃনিস্কাশন আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৭৬৮৩১ টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৪৭৮০১ টি এবং কাঁচা পায়খানা ২৯০২০ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ	১. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করা ২. বন্যা লেভেলের উপরে পায়খানা স্থাপন করার তাগিত দেয়া	১. লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টির অভাব

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
হয়ে থাকে ।			
খাতঃ স্বাস্থ্য আপদঃ বন্যা হাটহাজারী উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ১৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় ।	১. এলাকার জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা	১. পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি থাকা জরুরী ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সুদৃষ্টি দিতে হবে
খাতঃ কৃষি আপদঃ পাহাড়ী ঢল হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬১০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পকে এলাকাবসী কে সচেতন করতে হবে ২. পাহাড় ধ্বসে যাওয়া সম্পর্কে এলাকাবাসী আরো বেশী সচেতন হতে হবে ৩. পাহাড় থেকে চোরাই ভাবে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে	১. পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ শুরু করতে হবে ২. কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ৩. পাহাড়ে সরকারী/ বেসরকারীভাবে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	১. উপজেলা পর্যায়ে কৃষি অফিসের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ২. কৃষকদেরকে প্রশিক্ষনের জন্য সরকারী ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে ৩. পাহাড় কাটা সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ পাহাড়ী ঢল হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ৩২৫৭ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।	১. পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে এলাকার লোকজনদের সচেতন করা	১. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু করা	১. জেলা মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকা ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সক্রিয় করা
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ পাহাড়ী ঢল হাটহাজারী উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা হিসাবে পরিচিত না হলেও এই উপজেলায় বেশ কিছু ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । এ অবস্থায় প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলে এলাকায় ঘরবাড়ী নষ্ট হয় । এই উপজেলায় মোট পরিবারের সংখ্যা ৭৯১৮৯ টি এর মধ্যে ২৯০২০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি পাহাড়ী ঢলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. পাহাড়ের ঘরবাড়ি গুলো মজবুত করে তৈরী করা	১. পাহাড় ধস সম্পর্কে পাহাড়ী বসবাসরত জনগণকে সচেতন করা	১. বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ে বসবাসরত লোকদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর করা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৩৯০২ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।	১. বৃক্ষরোপন অভিযান কর্মসূচী গ্রহন করা ২. সামাজিক বনায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা	১.কালবৈশাখীর পূর্বাভাস প্রদান করা ২. সাইক্লোন সেন্টার সক্রিয় রাখা	১. কৃষি অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা ২. কৃষি গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করা ৩. কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
খাতঃ ঘরবাড়ি	১. ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী	১. ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্কতা	১. সামাজিক বনায়নে প্রতি

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এ উপজেলাটি হালদা নদীর তীরবতী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছরেই কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে । এই উপজেলায় সকল ইউনিয়নে মোট কাঁচা ঘরবাড়ীর সংখ্যা প্রায় ২৯০২০ টি পরিবারে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এতে প্রায় ৮৬৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	করা	প্রদান করা	গুরুত্ব দেয়া ২. জলবায়ু পরিবর্তন এর তাৎপর্য জনসম্মুখে তুলে ধরা
খাতঃ কৃষি আপদঃ নদী ভাঙ্গন হাটহাজারী উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়ন যেমন, নাঙ্গালমোড়া, গুমানমর্দ্দন, গড়দুয়ারা, ছিপাতলী, দক্ষিণ মাদার্শা, মেখল ও বুড়িশ্চর ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রায় ২০০-৩০০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গানে ক্ষতি হয় এবং নদী ভাঙ্গানে প্রায় ১১৯৫ একর জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হয় ও নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় ।	১. হালাদা নদীর প্রবাহমানতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া ২. নদীর পাড়ে বেশী করে গাছ লাগানো	১. নদী, খাল ও ছড়া খননের ব্যবস্থা করা ২. পলিমাটি অপসারণের ব্যবস্থা করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতা বৃদ্ধি করা ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গান রোধে উদ্যোগ গ্রহন করা
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ নদী ভাঙ্গান হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গান হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গান হলে মৎস্যখাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানে প্রায় ২৪৫৮০ টি পরিবারের ৯৭০০ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৩৬০৮ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করতে হবে ২. পুকুর পাড় শক্ত ও উঁচু করা	১. বেড়ীবাঁধ মজবুত করা ২. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া	১. মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকতে হবে ২.সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গান রোধে উদ্যোগ গ্রহন করা
খাতঃ ঘরবাড়ি আপদঃ নদী ভাঙ্গান হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গান হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গান হলে ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে সহায় সম্বলনহীন হয়ে পড়ে ফলে মারাত্বক ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়ে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানে প্রায় ২৪৫৮০ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৩৪০০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	১. বেরী বাঁধ ও সুইচ গেইটের ব্যবস্থা করা ২. নদীতে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	১.নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ২.নদীর পলি মাটি অপসারণের ব্যবস্থা করা	১. সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গান রোধে উদ্যোগ নেওয়া ২. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি রাখা
খাতঃ কৃষিখাত আপদঃ খরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ২৭২১ জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।	১. বৃক্ষ রোপন অভিযান কর্মসূচী হাতে নেয়া ২. খরা সহনশীল কৃষি ফসল উদ্ভাবন করা	১. খাল ও ছড়াগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা	১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকা

আপদ ও ঝুঁকি সমূহ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
খাতঃ কৃষি আপদঃ জলাবদ্ধতা হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ১৫৭৫ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. কৃষি জমি করণ ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা	১. দুর্যোগ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করা ২. দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়ানো
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ জলাবদ্ধতা হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ১৪১৫ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৮৭৩ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।	১. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা	১. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা	১. জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সঠিক দায়িত্ব পালন করা
খাতঃ রাস্তাঘাট আপদঃ জলাবদ্ধতা হাটহাজারী উপজেলাটি হালদা নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে । জলাবদ্ধতায় ২০৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও ১৯৮ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তার মধ্যে প্রায় ৭৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা ও প্রায় ৬০ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে	১. রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী করা ২. দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা	১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা	১. সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের উদ্যোগ গ্রহন কারা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ক্র. নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১	প্রশিকা	স্বাস্থ্য,ঝুকি হ্রাস, ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
২	আশা	স্যানিটেশন , সচেতনতা,স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৩	ব্র্যাক	নারী উন্নয়ন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও ঝুকি হ্রাস	২৭৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৪	এসডিআই	স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতা	১১২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৫	পদক্ষেপ	ক্ষুদ্র ঋণ,সচেতনতা	৮৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৬	টি এম এস এস	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৫৩০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৭	ব্যুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্র ঋণ,সচেতনতা	৬৪০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
৮	ঘরনী	শিক্ষা ও দূযোগ	২১১২ জন	৩ বছর মেয়াদী
৯	রেডক্রিসেন্ট	সচেতনতা,ঝুকি হ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬৫০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১০	ওয়াল্ড ভিশন	দূযোগ ব্যবস্থাপনা,ঝুকি হ্রাস ও সচেতনতা	৭৫০০ জন	৫ বছর মেয়াদী
১১	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ	১১৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১২	পল্লি প্রগতি	স্বাস্থ্য,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৩	পপি	ক্ষুদ্র ঋণ,সচেতনতা	৬৭৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৪	ঘাসফুল	সচেতনতা,প্রযক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৮০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৫	মুসলিম এইড	স্বাস্থ্য ,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৬৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৬	উদ্দীপন	স্বাস্থ্য,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৯৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৭	প্রত্যাশী	দূর্যোগ, প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র ঋণ	১০২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী
১৮	আইডিএফ	স্বাস্থ্য,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৭৬০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী

৩. ৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাঃ

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	স্থানীয় বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	১১০ টি	১,১০,০০০/--	গ্রাম, ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	সমন্বয়ের মাধ্যমে				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	ওয়ার্ড পর্যায়ে দল গঠন	১২০ টি	৪,৮০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৩	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা	১১৫ টি	২,৯০,০০০/--	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৪	বন্যাঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচার	১১৫ টি	৫৭,৫০০/-	গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৫	স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা	৪৩ টি	৪৩,০০,০০০/-	গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৬	মহড়ার কার্যক্রম পরিচালনা	২৮ টি	৪,২০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৭	দুযোর্গে পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার	৪২ টি	২,১০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৮	দুযোর্গ, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৪ টি	৭০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৯	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ সহ প্রস্তত রাখা	শুকনো খাবার -৯ টন চাল/ডাল-১২ টন	১০,৫০,০০০/-	গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল					
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া	১৫৫ টি স্কুলে	৩,৫০,০০০/-	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল					

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীনঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	শুকনো খাবার বিতরন করা	শুকনা খাবার ৭ টন, চাল,ডাল ৯ টন	১১,৫০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দুর্যোগ কালীন সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	প্রায় ৪৮,০০০ পরিবার	৩,৫০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৩	আক্রান্তদের আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	৩৫,০০০ পরিবার	৪,০০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৪	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে ও উঁচু স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৭০ টি	১,৭৫,০০০/-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৫	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	-	-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৬	সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	-	-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ কর	১১০ টি	৪,৪০,০০০/-	উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
২	জরুরীভাবে ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	১১০টি	৫,৫০,০০০/-	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে					
৩	দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	১১০ টি	-	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	ঐ					
৪	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	১৭০০০	৩,৪০,০০০/	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	ঐ					
৫	সামাজিকভাবে নিরাপত্তার পুন:প্রতিষ্ঠা করা	-	-	উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে	ঐ					

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে / ঝুঁকি হ্রাস সময়েঃ

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	বেড়ীবাঁধ মেরামত ও নির্মান	২৯.৫কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ৩২ লক্ষ	১. ধলই ইউনিয়নঃ ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডের উত্তর ফরহাদাবাদ থেকে দক্ষিণ গুমানমর্দ্দন পযন্ত- ৫ কিঃমিঃ ২. ছিপাতলী ইউনিয়নঃ ২, ৩, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডের উন্নরন্নার ঘাট থেকে ইসলামিয়ার হাট পযন্ত- ৪ কিঃমিঃ ৩.গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ ১, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের ছনখালী হতে নত্তা কমালী পযন্ত- ৪ কিঃমিঃ ৪.উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১, ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডের সৈয়দ আহম্মদ হাট হতে আমতলী পোরা ওয়ালী পযন্ত- ৫ কিঃমিঃ ৫. দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নঃ ৩ নং ওয়ার্ডের সাহেমাদী মসজিদ হতে সমিতির হাটবাজার পযন্ত- ১ কিঃমিঃ এবং ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডের বড়ুয়া পাড়া হতে শ্যামা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় পযন্ত- ১ কিঃমিঃ ৬. মেখল ইউনিয়নঃ ১ নং ওয়ার্ডের রহল্লাপুর হতে রহিমপুর পযন্ত-২.৫০ কিঃমিঃ ৭. নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে। স্বাভাবিক সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				সৈয়দ আহম্মদ হাট হতে পোরা ওয়ালী পযন্ত- ৫ কিঃমিঃ ৮. গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নঃ ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের জালিয়া পাড়া হতে দুরুমের মুখ পযন্ত- ২ কিঃমিঃ						
২	সুইচ গেইট মেরামত	২৪ টি	প্রতি সুইচ গেইট ৬৫ লক্ষ করে	ধলই ইউনিয়নঃ ১) সোনাই খালে ৪ টি, ওয়াড নং ১, ৩, ৫, ৮ ও ৯ ২) ধলই খালে ২ টি, ওয়াড নং ৪ ও ৯ ফতেপুর ইউনিয়নঃ মিঠা ছড়ার উপর ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ ১) চানখালী খালে ১ নং ওয়ার্ডে ২) পোরাকপালী খালে ৬ নং ওয়ার্ডে উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১) পোরাকপালী খালে ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে ২) কুমার খাল ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৩) বোয়ালীয়া খাল ৮ নং ওয়ার্ডে বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ ১) হালদা নদী ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১)শাহ মাদারী খাল ৩ নং ওয়ার্ডে ২) কাটাখালী খাল ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মেখল ইউনিয়নঃ						

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				১)হালদা খালে ২ নং ওয়ার্ডে ২) হালদা খাল ৩ নং ওয়ার্ডে মির্জাপুর ইউনিয়নঃ ১) লালমতি খাল ৭ নং ওয়ার্ডে ২) সোনাইছড়ি খাল ৬ নং ওয়ার্ডে ৩) মরাছড়া খাল ৪ নং ওয়ার্ডে ৪) ডেঙ্গা খাল ৪, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৫) কুমরী ছড়া ২ নং ওয়ার্ডে ৬) নেয়ালাল খাল ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে					
৩	ছড়া খনন	৮টি	প্রতি ছড়া খনন ১ কোটি করে	ধলই ইউনিয়নঃ ১) বিপুলা ছড়া ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) দুবলি ছড়া ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ফতেপুর ইউনিয়নঃ ১) মিঠাছড়া ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) সোনাইছড়া ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৩) মরাছড়া ১ নংওয়ার্ডে অবস্থিত ৪) বালু ছড়া ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নঃ ১) ডিঙ্গা ছড়া ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) কুমারী ছড়া ১ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত					
৪	খাল খনন	১৮ টি	প্রতি খাল খনন ১কোটি করে	শিকারপুর ইউনিয়নঃ ১) ওয়াইশ খাল ৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) কৃষ্ণখালী খাল ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১) শাহ মাদারী খাল ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) কাটাখালী খাল ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				মেখল ইউনিয়নঃ ১) চানখালী খাল ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) ওয়াবদার খাল ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ছিপাতলী ইউনিয়নঃ ১) ছিপাতলী খাল ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) গোস্তাখালী খাল ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৩) চারিয়া খাল ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৪) শিকদার খাল ৯ নং ওয়াডে অবস্থিত ৫) মরা বোয়ালীয়া খাল ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ধলই ইউনিয়নঃ ১) ধলই খাল ২, ৩, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ফতেপুর ইউনিয়নঃ ১) সোনাইছড়ি খাল ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ ১) মরা কপালী খাল ১, ২, ৩, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) গচ্ছাখালী খাল ১ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১) বোয়ালিয়া খাল ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত						

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ ১) কৃষ্ণখালী খাল ৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত						
৫	রাস্তাঘাট মেরামত ও সোলিং করা	৫০ কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ১৫ লক্ষ	শিকারপুর ইউনিয়নঃ ১) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৯ কিঃমিঃ- ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াড ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ- ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে মেখল ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১১ কিঃমিঃ- ৩, ৪, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১০ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে চিকনদন্ডী ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৯ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ধলই ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১৬ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ২, ৪, ৫ ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				ফতেপুর ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১২ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৫ কিঃমিঃ- ১, ২, ৪, ৫ ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ছিপাতলী ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৯ কিঃমিঃ- ১, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১৭ কিঃমিঃ- ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১০ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ১৩ কিঃমিঃ- ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১৪ কিঃমিঃ- ২, ৩, ৪, ৬ ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৭ কিঃমিঃ- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১২ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৬ কিঃমিঃ- ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বুড়িশ্চর ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪,					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৪ কিঃমিঃ- ২, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে মির্জাপুর ইউনিয়নঃ ১) কাঁচা রাস্তাঃ ১১ কিঃমিঃ- ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২) এইচবিবি রাস্তাঃ ৮ কিঃমিঃ- ১, ২, ৪ ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে						
৬	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	-	-	উপজেলা ইউনিয়ন	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
৭	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা	২৮ টি	প্রতিটি ১.৫০ কোটি	প্রতি ইউনিয়নে ২টি করে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
৮	কালভার্ট নির্মান	৯০ টি	প্রতিটি ২ লক্ষ ১০ হাজার	শিকারপুর ইউনিয়নঃ ১) ১ নং ওয়ার্ডে ২ টি ২) ২ নং ওয়ার্ডে ২ টি ৩) ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি ৪) ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি ৫) ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নঃ ১) ১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ৯ টি ২) ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৬ টি মেখল ইউনিয়নঃ ১) ২, ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ২) ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৬ টি চিকনদন্ডী ইউনিয়নঃ ১) ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ৯ টি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
				২) ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১২ টি ধলই ইউনিয়নঃ ১) ১, ২, ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি ২) ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৮ টি ফতেপুর ইউনিয়নঃ ১) ২, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ২) ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৯ টি ছিপাতলী ইউনিয়নঃ ১) ১, ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ডে ৭ টি ২) ৬, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি গড়দুয়ারা ইউনিয়নঃ ১) ১, ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ডে ৭ টি ২) ৮ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ৩ টি নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নঃ ১) ১, ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ২) ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ টি						
৯	মাটির কিল্লা নির্মান	২৮ টি	প্রতিটি ৮০ লক্ষ	প্রতি ইউনিয়নে ২ টি করে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১০	স্যানিটেশন	১১,৪০০ টি	প্রতিটি ২০ হাজার	গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১১	রেইন ওয়াটার (হাঃ ফিল্টার)	৩৭০০ টি	প্রতিটি ৯০ হাজার	গ্রাম, ওয়াড ও ইউপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১২	বৃক্ষ রোপন	১৯৮ কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ২৫ হাজার	গ্রাম, ওয়াড ও ইউপি	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১৩	দুর্যোগ সহনশীল ফসল	৪০০০০ জন	মোট ১.৫০ কোটি	উপজেলায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১৪	দুর্যোগ ও	৬০০ জন	৬ লক্ষ টাকা	উপজেলায়	দুর্যোগ পরবর্তী					

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বেচ্ছাসেবক)				সময়ে					

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জেলা / উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্য্যায়ে জরুরী অপারেশন সেন্টার কার্যকরী থাকে এবং উক্ত অপারেশন সেন্টার হতে যে কোন সাড়া প্রদান ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য উপাও সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ, প্রদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

উপজেলা পর্যায়ে জরুরী অপারেশন সেন্টার কার্যকর আছে নিম্নে টেবিল মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবী ও মোবাইল নং উল্লেখ করা হলঃ

(ক) উপজেলা পর্যায়ঃ

ক্রমিক নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা / কর্মচারীর নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
০২	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
০৩	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	সদস্য	০১৯৭০-১১০২২০
০৪	জনাব এ্যাডভোকেট ফোরকান	সদস্য	০১৮১৯-৩১২৩৪৪
০৫	জনাব রাবেয়া চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১-০৭৭৮১৩

(খ) ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ধলই ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মো: আবুল মনছুর	সভাপতি	০১৮১৯-১১০১৫১
২	মো: আ: কাদের	সদস্য সচিব	০১৮১৯-৬৪৭৯৯৬
৩	জয়নাব আক্তার	সদস্য	০১৮১৩-১৬৭৯২৫
৪	ফরিদ আহম্মদ	সদস্য	০১৮১১-৮১০০৪০
৫	মো: শফিউল আজম	সদস্য	০১৮১৯-৩৯৪৬৯১

বুড়িশ্চর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	নুসরাত জাহান	সভাপতি	০১৮১৩-৯৫২৭০৬
২	মো: কবির	সদস্য সচিব	০১৮১৪-৯৩৮৯৬০
৩	দিলুয়ারা বেগম	সদস্য	০১৮১৯-৬১৬৭৫৩
৪	মীর মো: আনোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৮১৮-৬৭৫১২৯
৫	মো: সেলিম	সদস্য	০১৮১৯-৬২৫১৪৫
৬	মো: ইলিয়াছ	সদস্য	০১৮১৬-২৩৬৮৫৭
৭	মো: আজম উদ্দিন	সদস্য	০১৮১৭-৭৪৫০৬৪

শিকারপুর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মো: আবু বক্কর সিদ্দিকি	সভাপতি	০১৮১৯-৩৮৬৪৯২
২	শুব্রত কুমার নাথ	সদস্য সচিব	০১৮১৯-৮৬৩৫৭৪
৩	হোসনে আরা বেগম	সদস্য	০১৯১৩-৬১২৫৭৮
৪	সেলিম খাঁন	সদস্য	০১৯১৭-২৯১২৬৪
৫	মো: নাছের বক্স	সদস্য	০১৮১৫-৯৫৮১৪৭
৬	মো: তাজুল ইসলাম	সদস্য	০১৮১৯-৯৩৯৮১২

উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	এ্যাড: লফিকুল কাদের	সভাপতি	০১৭১১-৭৬১৫১৫
২	জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য সচিব	০১৮১৭-৭৩৯১২৭
৩	আ: মান্নান	সদস্য	০১৮১৬-১২৬৫১১
৪	পারভীন আক্তার	সদস্য	০১৮৩২-৫৫৭৭২২
৫	সামছুর আলম	সদস্য	০১৮১৭-২০৩২১৪

ফতেপুর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	আলহাজ্জ জাকের হোসেন	সভাপতি	০১৭১১-৪৪৯৭৪৬
২	মো: হারুন	সদস্য সচিব	০১৮১১-২৫৮৩৪৮
৩	সিমা পারভীন ঝরনা	সদস্য	০১৮১৮-৬২৫২৮৩
৪	মো: সেলিম	সদস্য	০১৮১৩-৮৮২৪৭৩
৫	এস এম মুছা সিদ্দিকি	সদস্য	০১৮১৮-১১১৩৮৫

ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ শাহাদাত ওসমান	সভাপতি	০১৮১৭-৭২১৮৮০
২	সমীর চন্দ্র দে	সদস্য সচিব	০১৮২৪-৯২৫৮১৭
৩	ছেনোয়ারা বেগম	সদস্য	০১৮১৩-৪০১৭৩৭
৪	মোঃ হোসাইন মঞ্জুর	সদস্য	০১৮১৯-৯৪১২০৬
৫	শামসুল আলম	সদস্য	০১৯২৪-১০৭৮৯২

মির্জাপুর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ সেকান্দর চৌধুরী	সভাপতি	০১৮১৯-৬০৩৩৯৫
২	কানু কুমার নাথ	সদস্য সচিব	০১৮১৯-৭৪৯১১৪
৩	মনোয়ারা বেগম	সদস্য	০১৮১৪-৪৮৪৬৮২
৪	শাহ জাহান	সদস্য	০১৮১৭-৮৩৬১৮৬
৫	মোঃ ইয়াকুব	সদস্য	০১৮১৭-৭৩৪৪৬৪

ছিপাতলী ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র.নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মোহাম্মদ আলী	সভাপতি	০১৮২৯-৫৯৪৪২৯
২	কেবিএম ইসমাইল	সদস্য সচিব	০১৮১৫-৮১৪৫৯০
৩	রিনা আক্তার	সদস্য	০১৮২৪-৯৯৫৮৭৬
৪	ফজলুল হক	সদস্য	০১৮১৫-৫১৯৪৬৫
৫	অলি অহম্মদ	সদসী	০১৮১৫-৬১৪২১১

নাঙ্গালমোড়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	আলহাজ্ব মোঃকামাল উদ্দিন	সভাপতি	০১৮১৯-১৭০৪৪৪
২	মোহাম্মদ হোসেন	সদস্য সচিব	০১৮১৯-০৩২৭৮৭
৩	শাহানাজ বেগম	সদস্য	০১৮১৭-২৫০৩১৪
৪	বদিউল আলম	সদস্য	০১৮১৮-৭৯৯৯৪৩
৫	উমর ফারুক	সদস্য	০১৮১৮-০৭৭০৯৩

গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী	সভাপতি	০১৮১৭-০২১৮৮৭
২	একেএম শাহ আলম	সদস্য সচিব	০১৮১৭-২২৩৫২১
৩	আয়েশা আমেনা	সদস্য	০১৮২৯-৭৪৫৫১২
৪	ওসমান খান	সদস্য	০১৮১৬-৭২৪৭৮৬
৫	মোঃ জামাল উদ্দিন	সদস্য	০১৮১৮-১৯৪০৫৬

দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ আবুল হোসেন	সভাপতি	০১৭১৫-৭৪১২৯২
২	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	সদস্য সচিব	০১৮১৪-৩০৭১৬১
৩	মিসেস তাহেরা বেগম	সদস্য	০১৮১৮-৯৯৩০২৫
৪	মোঃ ইদ্রিস	সদস্য	০১৮১৭-২০৩৯২৯
৫	মোঃ জসিম উদ্দিন	সদস্য	০১৮১১-৮১৭৯৯৩

চিকনদন্ডী ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং
১	মোঃ সেলিম উদ্দিন	সভাপতি	০১৭১১-৭১৩৬৭৬
২	মোঃ আবুল বশর	সদস্য সচিব	০১৮১৪-৪৬১২১১
৩	লাকি আক্তার	সদস্য	০১৮১৫-৬২৬২২৩
৪	মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী	সদস্য	০১৮৪০-২৯৮২৭৫
৫	মোঃ ইদ্রিস	সদস্য	০১৭১৩-৭৩১৫৯২

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

দুর্যোগ কালে উপজেলা নির্বাহি অফিসার এর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায়, কার নিকট প্রেরন করা হলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক (এল জি ই ডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে।

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুমে পালা ক্রমে ৩ জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে এবং সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশ ও উপস্থিত থাকে। উপজেলায় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থেকে রুমে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবরিাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করে । যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষণিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন/ মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগা করা হয়।

দুর্যোগের পরপরই ঐ ম্যাপে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা চিহ্নিত করা হয় । বিশেষ উল্লেখ্য যে, কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তেমন কোন সরঞ্জাম নাই । যেমনঃ- বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জেকেট ও রেইনকোট ইত্যাদি ।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	জন	১৪ টি ইউনিয়নে মোট ৪২০০	ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্ঠি	প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্কবার্তা প্রচার	জন সংখ্যা	১৪ টি ইউনিয়নে ১০০%	সতর্ক বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রাম পুলিশ ও গ্রামের লোকজন	সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	সংখ্যা	১৪ টি ইউনিয়নে ৫৬ টি	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৪	উদ্ধার কাজ পরিচলান করা	জন সংখ্যা	১২০০ জন	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	সংখ্যা	১৪ টি ইউনিয়নে ১৪টি দল	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	ওষুধ	৬৫০ জন	দুর্যোগের পূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ	শুকনা খাবার মোট ১২ টন		দুর্যোগের পূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ওযে সকল সংস্থা যারা খাবার দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৮	গবাদীপশুর চিকিৎসা/টিকা	ঔষধ (জন)	১৪০০ টি	দুর্যোগের পূর্বে ও পরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	সংখ্যা	১৪ টি	দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	মহড়ার আয়োজন করা	সংখ্যা	২৮	দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ সে সব এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল মহড়া করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	রুম	৭	দুর্যোগের পূর্বে	-	-	কন্ট্রোল রম্নমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নাম্বার মহা বিপদ সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করার বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- দুর্যোগ প্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন কোন নিদিষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ড” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্র প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবরর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় রাখা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।

৪.২.১০ গবাদি পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং মে মাসে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্ম্ফণিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ দুর্যোগের সময় উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা

আশ্রয় কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা
মাটির কিল্লা নেই	-	-	-
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নেই	-	-	-
	হাটহাজারী কলেজ	হাটহাজারী সদর	প্রায় ১৮০০ জন
	নাজির হাট কলেজ	হাটহাজারী সদর	প্রায় ১৫০০ জন
	হাটহাজারী পাবতী উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী সদর	প্রায় ৯০০ জন
	হাটহাজারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাটহাজারী সদর	প্রায় ১২০০ জন
	ডঃ শহিদুল্লাহ একাডেমি	হাটহাজারী সদর	প্রায় ১০০০ জন
	মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মির্জাপুর	প্রায় ৮৫০ জন
	দক্ষিণ মেখল উচ্চ বিদ্যালয়	মেখল	প্রায় ৭০০ জন
	ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	প্রায় ৯০০ জন
	মাদার্শা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	প্রায় ৮৫০ জন
	নাঙ্গালমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়	নাঙ্গালমোড়া	প্রায় ৭০০ জন
	বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	প্রায় ৭৫০ জন
	গুমানমর্দ্দন পেশকার হাট উচ্চ বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	প্রায় ৮০০ জন
	নাঙ্গালমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়	নাঙ্গালমোড়া	প্রায় ৭৫০ জন
	বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	প্রায় ৮৫০ জন
	পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়	ধলই	প্রায় ৯৫০ জন
	মির্জাপুর জয়নুল উলুম সিঃ মাদ্রাসা	মির্জাপুর	প্রায় ১০০০ জন
	নাঙ্গালমোড়া শামসুল উলুম মাদ্রাসা	নাঙ্গালমোড়া	প্রায় ৯৫০ জন
	ফতেয়াবাদ কলেজ	ফতেপুর	প্রায় ১৪০০ জন
	শিকারপুর আহম্মদিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	শিকারপুর	প্রায় ১০০০ জন
	ছোট কাঞ্চনপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	প্রায় ৭০০ জন
	পূব এনায়েতপুর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	ধলই	প্রায় ৬৫০ জন
	মির্জাপুর মুনছুরাবাদ সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মির্জাপুর	প্রায় ৫০০ জন
	মধ্য পাহাড়তলী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	হাটহাজারী সদর	প্রায় ৮৫০ জন
	আজিমপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	হাটহাজারী সদর	প্রায় ৭০০ জন
	ছিপাতলী ঈদগাঁহ সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	ছিপাতলী	প্রায় ৬৫০ জন
	বুড়িশ্চর সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	প্রায় ৫৫০ জন
	বুড়িশ্চর ওসমানিয়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	বুড়িশ্চর	প্রায় ৬৫০ জন
	গুমানমর্দ্দন সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	গুমানমর্দ্দন	প্রায় ৫০০ জন
	হাজী ফজল মিয়া সঃপ্রাঃবিদ্যালয়	ফরহাদাবাদ	প্রায় ৬৫০ জন
	বাড়ী ঘোনা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	উত্তর মাদার্শা	প্রায় ৫০০ জন
	চিকনদন্ডী সঃপ্রাঃবিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	প্রায় ৭৫০ জন
	চিকনদন্ডী কাজী পাড়া সঃপ্রাঃবিদ্যালয়	চিকনদন্ডী	প্রায় ৬০০ জন
ইউপি ভবন	ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	হাটহাজারী সদর	প্রায় ২০০০ জন

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টার গুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয় । স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানির কোন সু-ব্যবস্থা নাই।

৪.৪ আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকাঃ

আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার কমিটি গঠন

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৯-১২ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে। খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি নজর রাখতে হবেঃ

- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্না সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র শুষ্ঠ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিশষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, নিম্নে ছকে ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা সংগ্রহ করতে হবে ।

আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং
স্কুল কাম শেল্টার	গড়দুয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইমরান	০১৮১৯-৩৩৫৯৫৬
	কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	এ কে এম নুরুন্নেচ্ছা	০১৮১৮-০৪৮৭৭০
	ফতেপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইউসুফ আলী	০১৮১১-৫০৩০৪৩
	মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	দয়াল হরি চক্রবর্তী	০১৮১৮-০৩৩৩৪৫
	চারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	সালাউদ্দিন জাহঙ্গীর	০১৮১৯-৭৪১৮৩৯
	কুয়াইশ বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	নন্দন কুমার বড়ুয়া	০১৭১৯-৩৮১১৭০
	মাদার্শা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৭২৭-৮৬২৫৮৫
	পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়	আহম্মদ হোসেন	০১৮১৫-১৩২৩২৪
	ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুল আলম	০১৮১৭-৭০৪৬২২
	দক্ষিণ মেখল উচ্চ বিদ্যালয়	বাবুল ফয়েজ	০১৮২৪৬০৩১৬০
	মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদুল আলম	০১৮১৬-৬০৮৩৭২
	মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মিতা তালুকদার	০১৮১২-০২৮৮৫০
	দক্ষিণ মাদার্শা এস এস উচ্চ বিদ্যালয়	বাবুল চন্দ্র নম	০১৮১৫-৫৫৩৩৬২
	নাঙ্গালমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ খোরশেদুল আলম	০১৭১২-৮২৪৪৪৮
	বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	০১৮১৯-৬৩৫১৩৩
	গুমানমর্দ্দন পেশকার হাট উচ্চ বিদ্যালয়	রফিকুল ইসলাম	০১৮১৮-১১৮০১৫
	উত্তর মাদার্শা উচ্চ বিদ্যালয়	নুরুল আলম	০১৮১৯-৩৩৬৩৮২
	মির্জাপুর	মোঃ সেকান্দর চৌধুরী	০১৮১৯-৬০৩৩৯৬

ইউপি ভবন	ধলই	মোঃ আবুল মনছুর	০১৮১৯-১১০১৫১
	গুমান মর্দ্দন	মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী	০১৮১৭-০২১৮৮৭
	শিকারপুর	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকি	০১৮১৯-৩৮৬৪৯২
	উত্তর মাদার্শা	এ্যাড. রফিকুল কাদের	০১৭১১-৭৬১৫১৫
	ফতেপুর	আলহাজ্ব জাকের হোসেন	০১৭১১-৪৪৯৭৪৮
	ফরহাদাবাদ	মোঃ শাহাদাত ওসমান	০১৮১৭-৭২১৮৮০
	ছিপাতলী	মোহাম্মদ আলী	০১৮২৯-৫৯৪৪২৯
	নাঙ্গালমোড়া	আলহাজ্ব মোঃ কামাল উদ্দিন	০১৮১৯-১৭০৪৪৪
	দক্ষিণ মাদার্শা	মোঃ আবুল হোসেন	০১৭১৫-৭৪১২৯২

৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো / সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	নাই	তাৎক্ষণিক ভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়	অধিকাংশ ইউনিয়নে উক্ত জিনিসপত্র প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এবং অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে
গোডাউন	২ টি		
ছোট মেগাফোন	১ সেট		
ওয়ারলেস	১ টি		
লাইফ জ্যাকট	নাই		
গামবুট	নাই		
সাইরেন	১ টি		
হেলমেট	নাই		
বাই সাইকেল	নাই		
টর্চ লাইট	নাই		
এপ্রোন	নাই		
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ)	নাই		
ইঞ্জিন চালিত নৌকা	নাই		
উদ্ধার টুল বক্স	নাই		
ওয়ারল্যাস সেট	১টি		
স্ট্রেচার	নাই		
মাইক	১ টি		
রেডিও (নষ্ট)	১টি		
ফাস্ট এইড বক্স	১ টি		
টেবিল	৩টি		
চেয়ার	৮টি		
আলমিরা	১টি		

৪.৬ অর্থায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস্য করে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের থেকে ১% কর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন।

(ক) নিজস্ব উৎসঃ (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়													
	ফরহাদাবাদ	মির্জাপুর	ফতেপুর	ধলই	মেখল	চিকনদন্ডী	গুমানমর্দ্দন	নাঙ্গলমোড়া	ছিপাতলী	গড়দুয়ারা	বুড়িশ্চর	শিকারপুর	দক্ষিণ মাদার্শা	উত্তর মাদার্শা
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	১,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৫০,০০০/=	১,০০,০০০/=	৩,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৪৫,০০০/=	৮৪,০০০/=	৪০,০০০/=	-	-	১,২০,০০০/=	-	৯০,০০০/=
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	-	১,০০,০০০/=	৩০,০০০/=	-	৯৫,০০০/=	১,০০,০০০/=	৭৫,০০০/=	২,৭৮,০০০/=	৮০,০০০/=	৭০,০০০/=	-	-	১,০০,০০০/=	-
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	১,৪৪,৩০০ /=	-	-	৪,৯৮,৮২০ /=	-	-	-	৪৬,০০০/=	-	৯২,০০০/=	-	১,২৬,০০০/=	-	৩৪,০০০/=
সম্পত্তি হতে আয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	১,০০,০০০/=	-	-	১,০০,০০০/=	-	-	-	-	১,০০,০০০/=	-	১,২৫,০০০/=	-	-	-

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান উন্নয়ন খাতঃ

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়													
	ফরহাদাবাদ	মির্জাপুর	ফতেপুর	ধলই	মেখল	চিকনদন্ডী	গুমানমর্দ্দন	নাঙ্গলমোড়া	ছিপাতলী	গড়দুয়ারা	বুড়িশ্চর	শিকারপুর	দক্ষিণ মাদার্শা	উত্তর মাদার্শা
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	৪,৫৮,৫২০/=	৩,৩০,০০০/=	৫,৫৯,২০০/=	২,০৬,০০০/=	১,৭৪,৩০০/=	৩,৩০,০০০/=	১,৫৫,০০০/=	৩,৩০,০০০/=	৩,৫৯,৬০০/=	৪,৮০,০০০/=	৩,৩০,০০০/=	৩,২২,০০০/=	৩,৬৯,০০০/=	৩,৩০,০০০/=
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৫,৪০,০০০/=	৫,২৭,৩০০/=	৬,৪০,০০০/=	৫,০২,০০০/=	৩,৮১,৮৫২/=	৫,৪৭,০০০/=	৩,০০,৬০০/=	২,৩৭,৭৯২/=	৩,৭৮,৬০০/=	৫,০২,০০০/=	৩,৮১,৮৫২/=	৫,৪৭,০০০/=	৫,৪০,০০০/=	৫,২৭,৩০০/=
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল রাস্তাঘাট মেরামত/ এল.জি.এস.পি	১,৫০,০০০/=	২০,০০,০০০/=	১৬,৫০,০০০/=	১,০০,০০০/=	৯,০০,০০০/=	৬,০০,০০০/=	১৯,০০,০০০/=	৭,০০,০০০/=	-	-	১২,০০,০০০/=	৮,০০,০০০/=	-	১৪,০০,০০০/=
ভূমি হস্তান্তর কর 1%	২,০০০০০/=	৮.০০,০০০/=	৯,০০০০০/=	৪,০০০০০/=	২১,০০,০০০/=	৬,০০,০০০/=	৬,০০,০০০/=	২২,০০,০০০/=	৫,৬০,০০০/=	৯,০০০০০/=	৪,০০০০০/=	২১,০০,০০০/=	২,০০০০০/=	৮.০০,০০০/=
গৃহ নির্মান ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	-	৩,০০,০০০/=	-	১,৫০,০০০/=	৩,০০,০০০/=	-	-	-	-	-	-	-	-	-

গ) স্থানীয় সরকারঃ

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক আয়													
	ফরহাদাবাদ	মির্জাপুর	ফতেপুর	ধলই	মেখল	চিকনদন্ডী	গুমানমর্দ্দন	নাঙ্গলমোড়া	ছিপাতলী	গড়দুয়ারা	বুড়িশ্চর	শিকারপুর	দক্ষিণ মাদার্শা	উত্তর মাদার্শা
উপজেলা পরিষদ	-	-	৩০,০০০০০/=	-	২২,০০,০০০/=	৭,০০,০০০/=	-	-	-	২,০০,০০০/=	-	-	৪,০০,০০০/=	-
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাঃ

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক আয়													
	ফরহাদাবাদ	মির্জাপুর	ফতেপুর	ধলই	মেখল	চিকনদন্ডী	গুমানমর্দ্দন	নাঙ্গলমোড়া	ছিপাতলী	গড়দুয়ারা	বুড়িশ্চর	শিকারপুর	দক্ষিণ মাদার্শা	উত্তর মাদার্শা
সিডিএমপি	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
এডিপি	৩,০০,০০০/=	-	৪,০০,০০০/=	-	৩,৫০,০০০/=	-	৪,৫০,০০০/=	২০,০০,০০০/=	৫,০০,০০০/=	-	৩,০০,০০০/=	-	৪,৩০,০০০/=	-

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণঃ

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা / কর্মচারীর নাম	পদবী	মোবাইল নং
০১	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
০২	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
০৩	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	সদস্য	০১৯৭০-১১০২২০
০৪	জনাব এ্যাডভোকেট ফোরকান	সদস্য	০১৮১৯-৩১২৩৪৪
০৫	জনাব রাবেয়া চৌধুরী	সদস্য	০১৭১১-০৭৭৮১৩

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

খাত সমূহ	বর্ণনা
কৃষি	উপজেলায় মোট কৃষি জমির পরিমান-৫১১১৮ একর । উপজেলাতে ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে বা বড় আকারের জলোচ্ছাস হলে প্রায় ১৭৬২৫ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ তরিতরকারী চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এখানে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৬১০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৩৯০২ একর ফসলী জমির ফসলের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হয় । নদী ভাঙ্গনে প্রতি বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১১৯৫ একর ফসলি জমির ক্ষতি হয়ে থাকে । খরায় প্রতি বছরই প্রায় ২৭২১ একর ফসলি জমির ক্ষতি হয়ে থাকে এবং অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের জলাবদ্ধতায় প্রতি বছরই কৃষি ফসলের প্রায় ১৫৭৫ একর জমির ফসল ক্ষতি করে থাকে । উক্ত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরো তীব্র ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে ।
মৎস্য	এই উপজেলায় বন্যা হলে ১৮৪৯ টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১৪৪২ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে যায় । নদী ভাঙ্গনে বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন প্রায় ২১০ টি পুকুরের ক্ষতি হয়ে থাকে । এত করে ১৯৩৬ টি পরিবারের মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
স্বাস্থ্য	হাটহাজারী উপজেলা হালদা নদী সংলগ্ন হওয়ার বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে দুপাড় ভেসে বন্যায় পরিনত হয়ে পরিবারের লোকজনের দেহের বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় । বন্যার ফলে প্রায় ১৬ টি স্বাস্থ্য সেবার কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় । এই উপজেলায় প্রায় ৩৮১৭৭ টি নলকুপের মধ্যে প্রায় ১৮৬০০টি নলকুপ বন্যায় ক্ষতি গ্রস্থ হয় । হাটহাজারী উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৭৬৮৩১ টি এর মধ্যে ২৯০২০ টি কাঁচা পায়খানা রয়েছে সেগুলো বন্যার সময় ক্ষতি হয়ে থাকে ।
জীবিকা	বন্যার কারণে ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ৯০২০০ জন কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ২৫৫০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়,প্রায় ছোট-বড় ১৫০ টি গ্রাম্য দোকানের মালামাল নষ্ট হয়, কাল বৈশাখীতে ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ২০২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । খরায় ২৪৮২৭৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে প্রায় ৮০৫০০ জন কৃষিজীবি ও ৬২০৬৯ জন দিন মজুরের মধ্যে প্রায় ৩০২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । খরার কারণে ৩০৩২৫ জন মৎসজীবির মধ্যে প্রায় ৩৯৮০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।
পয়নিস্কাশন	হাটহাজারী উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৭৬৮৩১ টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৪৭৮০১ টি এবং কাঁচা পায়খানা ২৯০২০ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
অবকাঠামো	হাটহাজারী উপজেলায় বন্যায় কাঁচা রাস্তা ২০৬ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৭৪ কিঃমিঃ, এইচবিবি প্রায় ১৯৮ কিঃমিঃ এর মধ্যে প্রায় ৬০ কিঃমিঃ, ৭৯১৮৯ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৮৭৫০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয় । এই উপজেলায় ২২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ১৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৮ টি হাট বাজারের মধ্যে প্রায় ১২ টি হাটবাজার প্লাবিত হয়, ৭৯১৮৯ টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৯০২০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫৭৭ টি কালভার্ট এর মধ্যে প্রায় ১৪০ টি কালভার্ট ক্ষতি গ্রস্থ হয় । কাল বৈশাখী ঝড় ও বন্যা হলে প্রায় ৫২ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।

৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধারঃ উপজেলা পর্যায়ে দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে । গঠনকৃত কমিটির তালিকা নিম্নে উল্লখে করা হল ।

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
০২	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
০৩	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা	সদস্য	০১৯৭০-১১০২২০
০৪	মো: তাসাউর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	সদস্য	০৩২-৬০১০০০
০৫	জনাব রাবেয়া চৌধুরী	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১-০৭৭৮১৩
০৬	মো: গিয়াস উদ্দিন	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১২-৬৫১২২৯
০৭	মো: আবুল হাসেম	উপজেলা হিসাব রক্ষক	সদস্য	০১৮১৫-১৩৩৫৯০

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
০২	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
০৩	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা	সদস্য	০১৯৭০-১১০২২০
০৪	মো: তাসাউর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	সদস্য	০৩২-৬০১০০০
০৫	মো: গিয়াস উদ্দিন	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১২-৬৫১২২৯
০৬	মো: আবুল হাসেম	উপজেলা হিসাব রক্ষক	সদস্য	০১৮১৫-১৩৩৫৯০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
০২	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
০৩	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা	সদস্য	০১৯৭০-১১০২২০
০৪	মো: তাসাউর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	সদস্য	০৩২-৬০১০০০
০৫	মো: গিয়াস উদ্দিন	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১২-৬৫১২২৯
০৬	মো: আবুল হাসেম	উপজেলা হিসাব রক্ষক	সদস্য	০১৮১৫-১৩৩৫৯০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তাঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
০২	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
০৩	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা	সদস্য	০১৯৭০-১১০২২০
০৪	মো: তাসাউর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী,এলজিইডি	সদস্য	০৩২-৬০১০০০
০৫	মো: গিয়াস উদ্দিন	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১২-৬৫১২২৯
০৬	মো: আবুল হাসেম	উপজেলা হিসাব রক্ষক	সদস্য	০১৮১৫-১৩৩৫৯০

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিস্ট

চেক লিস্ট

রেডিও, টিভি মারফত ৫ নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে নিম্নবর্নিত 'ছক' (চেক লিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্র. নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে বিপদ সম্বন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক জনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছা সেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ত্রাণ গ্রদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭	অন্যান্য	

বিঃদ্রঃ

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লরইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন

চেকলিস্ট

- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেক লিস্ট পূরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন ।

ক্র. নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান মজুদ আছে।	না
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৩	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	হ্যাঁ
৪	ইউপ ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	হ্যাঁ
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	না
৬	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	না
৭	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	না
৮	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকুপ আছে	না
৯	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	না
১০	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	হ্যাঁ
১১	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	না
১২	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	না
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান কিল্লা নিধারিত হয়েছে	না
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রস্রাবখানা ব্যবস্থা আছে	না
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	হ্যাঁ
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৮	অন্যান্য	

তথ্য প্রাপ্তির উৎসঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, হাটহাজারী
মোবাইল নং- ০১৯৭০-১১০২২০

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম/পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	উপজেলা চেয়ারম্যান, হাটহাজারী	সভাপতি	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
২	উপজেলা নিবাহী অফিসার, হাটহাজারী	সহ-সভাপতি	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
৩	মেয়র, হাটহাজারী পৌরসভা	সদস্য	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
৪	ভাইস্ চেয়ারম্যান (মহিলা) উপজেলা পরিষদ, হাটহাজারী	সদস্য	০১৮১৪-৯৯০৬৫১
৫	ভাইস্ চেয়ারম্যান (পুরুষ) উপজেলা পরিষদ, হাটহাজারী	সদস্য	০১৮২৩-৪৩৪৩৬৩
৬	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৯৭০-১১০২২০
৭	চেয়ারম্যান, গুমানমর্দ্দন, ইউপি	সদস্য	০১৮১৭-০২১৮৮৭
৮	চেয়ারম্যান, নাঙ্গালমোড়া, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-১৭০৪৪৪
৯	চেয়ারম্যান, ছিপাতলী, ইউপি	সদস্য	০১৭১১-২৭৬০১০
১০	চেয়ারম্যান, মেখল, ইউপি	সদস্য	০১৮১৫-৬২০২৪৪
১১	চেয়ারম্যান, গড়দুয়ারা, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৩১২৩৪৪
১২	চেয়ারম্যান, ফতেপুর, ইউপি	সদস্য	০১৭১১-৪৪৭৪৬
১৩	চেয়ারম্যান, চিকনদন্ডী, ইউপি	সদস্য	০১৭১১-৭১৩৬৭৬
১৪	চেয়ারম্যান, শিকারপুর, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৩৮৬৪৯২
১৫	চেয়ারম্যান, ধলই, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-১১০১৫১
১৬	চেয়ারম্যান, বুড়িশ্চর, ইউপি	সদস্য	০১৮১৩-৯৫২৭০৬
১৭	চেয়ারম্যান, ফরহাদাবাদ, ইউপি	সদস্য	০১৮১৭-৭২১৮৮০
১৮	চেয়ারম্যান, উত্তর মাদার্শা, ইউপি	সদস্য	০১৭১১-৭৬১৫১৫
১৯	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ মাদার্মা, ইউপি	সদস্য	০১৭১৫-৭৪১২৯২
২০	চেয়ারম্যান, মির্জাপুর, ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৬০৩৩৯৫
২১	উপজেলা কৃষি কমকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০১৭১২-৬৫১২২৯
২২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃকর্মকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০৩১২৬০১০০৯
২৩	উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকতা	সদস্য	০১৭১১-৪৫৩১৫৭
২৪	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, হাটহাজারী	সদস্য	০৩১২৬০১০০০
২৫	উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০১৮১৬-৯০৬৯০৯
২৬	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০১৭১২-১২৩৯৭৮
২৭	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০১৭১৭-২৬২৯৭৭
২৮	উপজেলা মৎস কমকতা	সদস্য	০১৭১৬-৫৬৬৭৫২
২৯	উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	০১৮১৫-৫০০০৬৯
৩০	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০১৯১৮-৪৭৮৭৫৮
৩১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, হাটহাজারী	সদস্য	০১৭১২-২০৭৩৩৪
৩২	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকতা	সদস্য	০১৭১১-১৩৩৮৬০
৩৩	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১-০৭৭৪১৩
৩৪	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৭২৭-৭৮৯৮২৭
৩৫	উপজেলা অফিসার ইনচার্জ (হাটহাজারী থানা)	সদস্য	০৩১২৬০১০০৯
৩৬	উপজেলা ফায়ার ষ্টেশন অফিসার	সদস্য	০৩১২৬০১৫০০
৩৭	উপজেলা হিসাব রক্ষক, হাটহাজারী	সদস্য	০১৮১৫-১৩৩৫৯০
৩৮	এডিপি ম্যানেজার, হাটহাজারী	সদস্য	০১৭১১-৮০৬৬১২

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

চিকনদন্ডী ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	আলী আকবর	১	সংকেত প্রচার	০১৮২৪-৮২৭৩১০
০২	রোকেয়া বেগম	১	উদ্ধার করা	০১৭২৭-২৩৯০৬৮
০৩	মো: ইউসুফ	২	উদ্ধার সহকারী	-
০৪	টুনি আক্তার	২	সংকেত সহকারী	-
০৫	অরুপ রায়	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৮৫৭৯৭৪
০৬	বিউটি সেন	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৬-৬০৭০৬৫
০৭	ধিমান পাল	৩	ত্রাণ সহকারী	০১৯১৫-২০৩৫৫২
০৮	মো: মুছা	৪	আশ্রয়ণ	০১৯১৬-৮৫৪৬৪৪
০৯	মর্জিনা আক্তার	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৯১৫-৮৩৬৪৫৯
১০	মো: ইুলয়াছ	৫	ত্রাণ	০১৯২১-৮৬৬৩২৭
১১	নেবী আক্তার	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	রাবেয়া বেগম	৬	ত্রাণ	০১৮১৩-৫৫৮৩৫
১৩	সেকেন্দার	৬	সংকেত প্রচার	-
১৪	মোফাজ্জল হোসেন	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৫-৩৭৯২৮৫
১৫	কাউসার	৭	উদ্ধার করা	০১৮২২-৭৬৬৬৪০
১৬	রেবিনা আক্তার	৭	আশ্রয়ণ	০১১৯৭-২১৬৬২০
১৭	মনিরুল ইসলাম	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৩-১৬৬৭৩০
১৮	লায়লা বেগম	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৯	বসু পাল	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-২৬৭৩১৭
২০	রাজু পাল	৯	ত্রাণ	০১৮২০-২৭৮৮৪৭
২১	নাজমা আক্তার	৯	সংকেত প্রচার	০১৮২৪-৯০৩১৩০

ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মো: এনামুল হক	১	সংকেত প্রচার	-
০২	জনি আক্তার	১	উদ্ধার করা	-
০৩	শাহা আলম	২	উদ্ধার সহকারী	-
০৪	লাভলী আক্তার	২	সংকেত সহকারী	-
০৫	মোহাম্মদ আলী	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৯২২-৫০০৪২৩
০৬	কালু মিয়া	৪	প্রাথক চিকিৎসা	-
০৭	কহিনুর আক্তার	৪	ত্রাণ সহকারী	-
০৮	আলী আকবর	৫	আশ্রয়ণ	-
০৯	দিলরুবা আক্তার	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	-
১০	নাছিম উদ্দিন	৬	ত্রাণ	০১৮১৮-৬৭২১৪৭
১১	মনি আক্তার	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	ইলিয়াছ তালুকদার	৭	ত্রাণ	০১৮২০-০৫৯৫৯২
১৩	পারভিন আক্তার	৭	সংকেত প্রচার	

১৪	কামরুদ্দিন শেয়ান	৮	আশ্রয়ণ	০১৮১৪-৭২৪৬২০
১৫	শাজেদা বেগম	৮	উদ্ধার করা	-
১৬	মল্লিকা বরুয়া	৩	আশ্রয়ণ	০১৭৩১-৩১৯৪৮৫
১৭	মো: সেলিম উদ্দিন	৯	উদ্ধার করা	-
১৮	কার্নিজ ফাতেমা	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	-

ধলই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	ইব্রাহীম চৌধুরী	১	সংকেত প্রচার	-
০২	আনোয়ারা বেগম	১	উদ্ধার করা	-
০৩	নুরুল হুদা	৩	উদ্ধার সহকারী	০১৮২১-৬৩৩৫৯০
০৪	মোছা: নিছা আক্তার	৩	সংকেত সহকারী	০১৮২১-৬৩৩৫৯০
০৫	মোরশেদ আলম	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৬	জিন্নাতুল নেছা	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৭	জাহিদুল ইসলাম	৬	ত্রাণ সহকারী	-
০৮	রিফাত সুলতানা		আশ্রয়ণ	০১৮১৪-১৫৬৩৬৩
০৯	জমির উদ্দিন	৭	আশ্রয়ণ সহকারী	-
১০	শিউলি আক্তার	৭	ত্রাণ	-
১১	রনি দে	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	জান্নাতুল ফেরদৌস	৮	ত্রাণ	-
১৩	মো: সেলিম	৯	সংকেত প্রচার	-
১৪	-		আশ্রয়ণ	-
১৫	শিপ্রা চৌধুরী	২	উদ্ধার করা	-
১৬	অরুপ চৌধুরী	২	আশ্রয়ণ	০১৯১৬-৭০৩৬২২
১৭	সেলিনা আক্তার লাকী	৪	উদ্ধার করা	০১৮১৭-৭৩১৮৬৩
১৮	মো: সেকেন্দার		প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২০-২৪২৫২৭

মির্জাপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	রিমন দাস	১	সংকেত প্রচার	০১৮১১-৬৮৭৩৩৮
০২	সাগরিকা দাস	১	উদ্ধার করা	০১৭১৩-৬৩১০৬৩
০৩	লাকী চক্রবর্তী	১	উদ্ধার সহকারী	০১৮৩০-০০৪৯৬
০৪	শহিদুল আলম	২	সংকেত সহকারী	০১৮১১-৬৪১০৫৭
০৫	সুলতানা আক্তার	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৫০৪১৬৫
০৬	সীমি বরুয়া	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৬-০০২০৪৭
০৭	সৌরভ নাথ	৩	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৪-৭২৯৭৬৮
০৮	হিরু বরুয়া	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৩-১৯০৬৯০
০৯	প্রিয়াংকা বরুয়া	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২০-০৫৯১৪৪
১০	ফাতেমা বিবি	৫	ত্রাণ	০১৮১৩-৫৩৩৩৮৩
১১	আকলিমা ইসলাম	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-৫৩৩৩৮৩
১২	আকলিমা ইসলাম		ত্রাণ	০১৮১৯-৪৪৬৩০৬
১৩	শুভ ধর	৬	সংকেত প্রচার	০১৯৩৩-৭৫১৯০৩

১৪	টিপলু কান্তি নাথ	৬	শ্রয়ণ	০১৮২১-১৬৯৭৯৫
১৫	জয় কান্তি নাথ	৬	উদ্ধার করা	০১৮২৪-৪৫৮৩৫০
১৬	আনোয়ারুল আজিম	৭	আশ্রয়ণ	০১৮৩০-৯৩০১৯০
১৭	এম এ আজিজ	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৭-৭৬৬৮৭৬
১৮	আব্দুল হাকিম	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-৩৩১৮৩৭
১৯	শাহাদাত	৫		০১৮৩১-৮৬৮৫০৫
২০	জনি চৌধুরী	৪		০১৮২৩-৬০৫৭৪৮

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা মোবাইল নং ঠিক নেই

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	রোজী আক্তার	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১১-১৯৭৫০৯
০২	রিনা আক্তার	২	উদ্ধার করা	০১৮১৩-৮৭৫৭৬১
০৩	মিনা বরুয়া	৮	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৯-৩৫৬৯৭১
০৪	লাকী আক্তার	৩	সংকেত সহকারী	০১৮১৪-২০৯৭৭
০৫	তাজুল ইসলাম	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৯৫৮৬৪
০৬	আজিজুল হক	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-৮৩৪৬৬
০৭	নাজমিন আক্তার	৯	ত্রাণ সহকারী	০১৮২৩-৯২৫৩৭
০৮	খালেদা বেগম	৯	আশ্রয়ণ	০১৮১৫-৮১৯৪৯৪
০৯	রুজি আক্তার	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	-
১০	মো: টিপু	৪	ত্রাণ	-
১১	সাজু আক্তার	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৪-৭৩০৭১২
১২	বকতেয়ার	১	ত্রাণ	০১৮১১-১৭৫৪৭৮
১৩	শিরু আক্তার	২	সংকেত প্রচার	০১৮২৪-৩২৫৭১
১৪	মমতাজ বেগম	১	আশ্রয়ণ	০১৮৩০-০৪৭৮৩৯
১৫	লাকী আক্তার	১	উদ্ধার করা	-
১৬	আশরাফ উদ্দিন		আশ্রয়ণ	০১৯২২-৫২৮৩৭২
১৭	মুন্নি আক্তার	৫	উদ্ধার করা	০১৮১৬-১৩৯৮২৭
১৮	মাহবুর রহিম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৯	খুদিরাম বরুয়া	৮		-

ছিপাতলী ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	রোকেয়া বেগম	৬	সংকেত প্রচার	-
০২	লাকী আক্তার	১	উদ্ধার করা	০১৮১৮-০৮২৪৪৪
০৩	মরিয়ম বেগম	৫	উদ্ধার সহকারী	০১৭২৩-৯১৯১৪৪
০৪	রুমা আক্তার	৯	সংকেত সহকারী	০১৮১১-৯৩৯৩৩০
০৫	আবু তৈয়ব	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২১-৭৯৩৬০৫
০৬	সামসুল হক	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৭০৫৭১০
০৭	তসলিম হোসেন	৩	ত্রাণ সহকারী	০১৮২৩-১৪৪৯৭০
০৮	ওমর হায়দার রিমন	১	আশ্রয়ণ	০১৮১২-০৮৪৩২৫
০৯	মিনহাজ উদ্দিন	১	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৯৩৭-৫৬৭৫৭৮
১০	নুর মোহাম্মদ	১	ত্রাণ	০১৮১৮-০৮২৪৪৪
১১	আশরাফ	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-০৮৭৯১৩
১২	মো: হোসেন	২	ত্রাণ	০১৮১৭-৭৬৮০৪৫
১৩	লাবলু	৮	সংকেত প্রচার	০১৮১৪-৯৯৫৫০৫
১৪	জুলি আক্তার	৩	আশ্রয়ণ	০১৮২৪-৪৬২৬৯৩
১৫	জনি আক্তার	৮	উদ্ধার করা	০১৮১১-২৭৬৫৪২
১৬	জেসমিন আক্তার	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৬-৫৯৬৩৩৫
১৭	শারমিন সুলতানা	২	উদ্ধার করা	০১৮১৫-০২১০৩৬
১৮	আ: মান্নান	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭২৫-৯৭২৮৯০

হাটহাজারী ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা মোবাইল নং ভুল

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	মোঃ মোশাররফ হোসেন	১	সংকেত প্রচার	০১৮১১-৯৩৯৩৩০
০২	তাসলিমা আক্তার	১	উদ্ধার করা	০১৮২১-৭৯৩৬০৫
০৩	পলাশ কুমার দে	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৯-৭০৫৭১০
০৪	লক্ষ্মী রানী দে	২	সংকেত সহকারী	০১৮২৩-১৪৪৯৭০
০৫	মোঃ ইদ্রিস	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২-০৮৪৩২৫
০৬	সাহেদা বেগম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৭	শফিউল আজম	৪	ত্রাণ সহকারী	-
০৮	উম্মে কুলসুম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৩-০৮৭৯১৩
০৯	মোঃ হোসেন মেহেদী	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১১-৯৩৯৩৩০
১০	নাজমুন আক্তার	৫	ত্রাণ	০১৮২১-৭৯৩৬০৫
১১	রাজ সেন অমর	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	অঞ্জনা দাশ	৬	ত্রাণ	-
১৩	মোঃ সেলিম	৭	সংকেত প্রচার	০১৯৩৭-৫৬৭৫৭৮
১৪	হ্যাপি মনি তালুকদার	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৮-০৮২৪৪৪
১৫	বসন্ত কুমার নাথ	৮	উদ্ধার করা	-
১৬	রমা দেবী	৮	আশ্রয়ণ	-
১৭	মো: হোসেন	৯	উদ্ধার করা	-
১৮	শামিমা আক্তার	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৯	ডলি বরুয়া	৯		-
২০	লক্ষী রানী বনিক	৮		

মেখল ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	কৃষ্ণা দাশ	০১	সংকেত প্রচার	০১৮১১-৮৬৭৬০৪
০২	জসিম উদ্দিন	০১	উদ্ধার করা	০১৮১১-৯৮০৯১৫
০৩	আনোয়ারুল আজিম	০২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৮-৭৩৬১৭৯
০৪	আকতার বেগম	০২	সংকেত সহকারী	০১৮২৭-২৯২৬৭১
০৫	খুরশীদা বেগম	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২-৯৩৩৪৭৮
০৬	জাহিদুল কাদের	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২-৮৪৭৭৩২
০৭	মোঃ আব্দুল কাদের	০৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৫-৬০৭০১৮
০৮	শাখাওয়াত হোসেন	০৪	আশ্রয়ণ	০১৮৪৩-৩৯৮৪২৮
০৯	ডাঃ মোঃ শফি	০৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১৫-৬০৬৯৮০
১০	খুরশদিা বেগম	০৫	ত্রাণ	০১৮২৫-৬৪৪২৫৭
১১	মিতা দাশ	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭৩৬-৩৫০৫৬৮
১২	কাজল চক্রবর্তী	০৬	ত্রাণ	০১৭১৮-৫৫৮১২৭
১৩	জয়শ্রী দেবী	০৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৬-৬০৭৮৬৮
১৪	মিশু কুমার নাথ	০৭	আশ্রয়ণ	০১৮১২-৯৩৯৩৫৯
১৫	সম্পা তালুতদার	০৮	উদ্ধার করা	০১৮১৪-৮৪৫১৩২
১৬	মিন্টু তালুকদার	০৮	আশ্রয়ণ	০১৮১৪-৮৪৫১৩২
১৭	রিখা দেবী জাগ্রত নাথ	০৯	উদ্ধার করা	০১৮১২-৪৫০৪২৭
১৮	শেলী আক্তার	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৯১৫-০৬১৩৬৫
১৯				-

গড়দুয়ারা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	নুরুল আলম	১	সংকেত প্রচার	০১৮২০-০৮৩১৭৬
০২	একরামুল	১	উদ্ধার করা	০১৮১৭-২০৩৯৭৪
০৩	সালাউদ্দিন মিন্টু	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮৪০-২১৭১২৯
০৪	রুনা আক্তার	২	সংকেত সহকারী	-
০৫	কামরুজ্জামান	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২২-৯৬০২৩৯
০৬	জান্নাতুল নাইম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৭-১১০১৯২
০৭	সালাউদ্দিন মাসুদ	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১২-৮৩৪১৩৮
০৮	জিয়া উদ্দিন বাবুল	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১২-৮৩৪১৩৮
০৯	মোজাম্মেল হোসেন	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮২৭-২৪৪৯৮০
১০	রুমি আক্তার	৫	ত্রাণ	০১৮১২-৬১৬২৯৭
১১	কাদের	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২-৬১৬২৯৭
১২	সামসুন নাহার	৬	ত্রাণ	০১৮২৯-৩১৩৮২৫
১৩	ফারুক	৬	সংকেত প্রচার	০১৮২৩-৩১৩৮২৫
১৪	নুরুল ইসলাম	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৭-২২৫১৪৮
১৫	রেহেনা বেগম	৭	উদ্ধার করা	০১৮১৫-১৩৬৬২৭
১৬	শহিদুল চৌধুরী	৮	আশ্রয়ণ	-
১৭	শারমিন আক্তার	৮	উদ্ধার করা	০১৮১১-৫৩৭৫১৮
১৮	আরাফাত	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৭০৯৪৮৩
১৯	জাহাঙ্গীর আলম	৯		০১৮১৭-৭৬৪৭৪৫
২০	জহুরা বেগম	৯		০১৮১৭-৭৬৪৭৪৫

উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা মোবাইল নং ঠিক নেই

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	জেসমিন আক্তার	১	সংকেত প্রচার	০১৮২৩-৩১৩৮২৫
০২	নিজামুল ইসলাম	১	উদ্ধার করা	০১৮১৭-২২৫১৪৮
০৩	শাহনাজ পারভীন	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৫-১৩৬৬২৭
০৪	জসিম	২	সংকেত সহকারী	-
০৫	কুসুম আক্তার	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৫৩৭৫১৮
০৬	জাবেদ আলম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৭০৯৪৮৩
০৭	মাইমোনা খানম মায়া	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৭-৭৬৪৭৪৫
০৮	নাজেদ আলম	৪	আশ্রয়ণ	-
০৯	শাহিদা সুলতানা	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	-
১০	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	৫	ত্রাণ	-
১১	ফেরদৌস বেগম	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৫-৭০৯১৭৩
১২	জানে আলম	৬	ত্রাণ	-
১৩	ডলি আক্তার	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৫-৮৫১৬৯৭
১৪	শফিউল আলম	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৩-৮৭২২৯৭
১৫	শিপ্রা দে	৮	উদ্ধার করা	০১৮১১-৫৯২৪২৮
১৬	মোঃ ইউসুফ	৮	আশ্রয়ণ	-
১৭	রুমা আক্তার	৯	উদ্ধার করা	০১৮১১-৮৭১১৮৩
১৮	নাফিস ইকবাল	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	-

ফতেপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	রাশেদুল ইসলাম	১	সংকেত প্রচার	০১৮৩৭-২০৯৩৩০
০২	ইয়াসমিন আক্তার	১	উদ্ধার করা	০১৮২০-১৬৯৩০৫
০৩	জামাল উদ্দিন	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১৮-৬৮৫৬০৬
০৪	নুর আয়েশা	২	সংকেত সহকারী	০১৮৩৯-৫১৭০৮১
০৫	নুরুল আলম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৫-৭০৯১৭৩
০৬	পারভীন আক্তার	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৮৭১১৮৩
০৭	রুপালী রুদ্র	৪	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৫-৮৫১৬৯৭
০৮	প্রতাপ রুদ্র	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৩-৮৭২২৯৭
০৯	আব্দুল মান্নান	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৮১১-৫৯২৪২৮
১০	আলী হোসেন	৫	ত্রাণ	০১৮১৮-৭৮২৯৯১
১১	তৈয়বা হানুন	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৬৩৭৩২৯
১২	আক্তার বেগম	৫	ত্রাণ	০১৮৩৪-২৪৮৮০১
১৩	কায়সার	৬	সংকেত প্রচার	০১৮১৩-২৭৫৬৩৪
১৪	সুমি আক্তার	৬	আশ্রয়ণ	-
১৫	মারুপ হোসাইন	৭	উদ্ধার করা	০১৮১৫-৮৬০৫০৮
১৬	সালমা আক্তার	৭	আশ্রয়ণ	০১৮৪০-৯৬০৫৯৬
১৭	মো: হোসেন	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৫-৮৪৫৮০৫
১৮	জুলি আক্তার	৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৯৩৫৯৭৫
১৯	ইব্রাহীম	৯		০১৯১৫-১৭৪৬৩০
২০	এসকান্দার মির্জা	৯		০১৮২২-৩১২০২০

দক্ষিন মাদার্শা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	আব্দুল্লা আল মামুন	১	সংকেত প্রচার	-
০২	রওশন আক্তার	১	উদ্ধার করা	০১৮১৫-১৩৬৩৯৯
০৩	নুর মাহমুদ	২	উদ্ধার সহকারী	০১৮১১-২০০৭৩২
০৪	নুসরাত জাহান	২	সংকেত সহকারী	০১৮১৯-৩৫৭১৭৫
০৫	আমিনুল ইসলাম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৯১৪-০৫৩৯৬৯
০৬	নাছিমা আক্তার	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৪-৭৬৭৮৩৫
০৭	হাজী আক্তার হোসেন	৫	ত্রাণ সহকারী	০১৮১৯-৬৩০০৫১
০৮	মমতাজ বেগম	৪	আশ্রয়ণ	০১৮১৬-৬৯২৩৮১
০৯	ওসমান	৪	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৯২৩-৯৪৯৪৩৮
১০	পারভীন আক্তার	৫	ত্রাণ	০১৯১৫-৯৩২১৭৬
১১	আব্দিুল্লা আল মামুন	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-৮৯৫৭১৬
১২	রোকসানা আক্তার	৬	ত্রাণ	০১৮২৯-০৬২৬৭৭
১৩	নেজাম উদ্দিন	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৫-৫৫১৩৭৪
১৪	কুসুম আক্তার	৭	আশ্রয়ণ	০১৮১৭-৭৯৯৬৮৪
১৫	মোজাফ্ফর	৮	উদ্ধার করা	০১৮১৭-৭৬৯৬৯২
১৬	গুলজার বেগম	৮	আশ্রয়ণ	-
১৭	প্রকাশ কুমার নাথ	৯	উদ্ধার করা	০১৮১৫-৫৪২৯৭৩
১৮	শিল্পী দত্ত	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৯২৫-৪৯৮৪৯৯

শিকারপুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা বাকি রয়েছে

ক্র:নং	নাম	ওয়াড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
০১	জিকু আচার্য	১	সংকেত প্রচার	-
০২	মিনু মহাজন	১	উদ্ধার করা	-
০৩	রাজু আক্তার	২	উদ্ধার সহকারী	০১৯১৫-৯৩২১৭৬
০৪	শফিউল আলম	২	সংকেত সহকারী	০১৮১৮-৮৯৫৭১৬
০৫	রাশেদ	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৯-০৬২৬৭৭
০৬	আক্তার বেগম	৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
০৭	মো: নাছের	৫	আশ্রয়ণ সহকারী	০১৭২৬-০৮১২৭২
০৮	আব্দুল ছবুর	৭	সংকেত প্রচার	-
০৯	আমেনা বেগম	৭	আশ্রয়ণ	-
১০	তমাল মামুন	৯	উদ্ধার করা	-
১১	নজরুল ইসলাম	৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	-

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

উপজেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নং
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ মোঃ মহউদ্দিন	০১৫৫৪-৩২৫৬৮২
	ডাঃ শেখ ফজলে রাব্বি	০১৭১১-৪৬৮৩২৬
	ডাঃ সুমন বিশ্বাস	০১৮১৮-৪০৭৬৭৭
	ডাঃ খুরশীদুল আলম	০১৭১১-৩১০৯৭১
	ডাঃ তাসলিমা বেগম	০১৭১১-১০০৯১২
	ডাঃ মোঃ শেখ মামুন	০১৭১১-২২৭১০২
	ডাঃ নাসিম হাসান চৌধুরী	০১৭২৬-০৮১২৭২
	ডাঃ মোঃ গিয়াস উদ্দিন	০১৮১৯-৩২৬০৯০
	ডাঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	০১৭১২-৮৩৬৭১৬
	ডাঃ মেশকাতুল আলম রাশেদী	০১৮১৯-০৬৫৭৫১
	ডাঃ অরবিন্দ চাকমা	০১৫৫৬-৬২০২৭৬
	ডাঃ হাছিনা আক্তার	০১৯১২-৬২০৭১৪
	ডাঃ উম্মে কুলসুম মিথিলা	০১৭১২-৮২০০০৮
	ডাঃ মোঃ তৌফিক শফিক	০১৭১৬-৫৯০০৫৩
	ডাঃ দেবব্রত ভট্টাচার্য	০১৮১৬-৫৫৬৯১৭
	ডাঃ সোহানিয়া আক্তার বিল্লাহ	০১৭১৫-১৪৮৪০৪
	ডাঃ শারমিন আক্তার	০১৯২২-৭০৬৫৪৫
	ডাঃ উম্মে হাবিবা	০১৬১৭-২৭৬১২০
	ডাঃ হাদী মোঃ গোলাম রসুল সাজ্জাদ উল্লাহ	০১৮১৬-৩২৬৭৪৭

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটিঃ

হাটহাজারী উপজেলায় অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল নং
হাটহাজারী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	মাহবুবুল আলম চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৮১৮-৫৬৮৩৮৬
	জনাব ইসরাত জাহান পান্না	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮৩৮-৬৭২৭৮০
	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৯৭০-১১০২২০
	মোঃ নিজাম উদ্দিন	স্টেশন অফিসার	০১৮৩১-৫৪০৪৯৯

স্থানীয় ব্যবসায়ীঃ

হাটচহাজারী উপজেলার স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল নং
হাটহাজারী সদর	মোঃ কবির	০১৮১৯-৩৫১৮৮২
ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	০১৮১৭-৭২১৮৮০
বুড়িশ্চর ইউনিয়ন	মোঃ ইলিয়াছ	০১৮১৬-২৩৬৮৫৭
শিকারপুর ইউনিয়ন	মোঃ মামুন	০১৮৪২-১১৮০৫৯
শিকারপুর ইউনিয়ন	মোঃ শহিদুল ইসলাম	০১৮১৯-৬২৫৮২৩
ধলই ইউনিয়ন	মোঃ শফউল আলম	০১৮৪৫-৬৯০১২৩
ধলই ইউনিয়ন	মোঃ নাজিম উদ্দিন	০১৯৩৫-১৩৬৮০৪
হাটহাজারী সদর	মোঃ সেলিম	০১৮১৩-৮৮২৪৭৩
গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন	প্রসনজিত বড়ুয়া	০১৮১৯-৬৪৮৪৫৩
গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন	মোঃ আনোয়ার	০১৮১৯-৯৩০৭৮৪
গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন	মোঃ শাহ আলম	০১৮১৫-৮৫৩১৯৭
ফতেপুর ইউনিয়ন	মোঃ সেলিম	০১৭১৭-৭৪৭২০১
ফতেপুর ইউনিয়ন	ডাঃ সমীর কান্তি চৌধুরী	-
ফতেপুর ইউনিয়ন	নূর মোহাম্মদ	০১৮১৭০৭৪৩৯৭৩
ফতেপুর ইউনিয়ন	মোঃ মনির হোসেন	০১৮১৭-৪৯৫৮৫৬
মির্জাপুর ইউনিয়ন	মোঃ আবু বক্কর	০১৮১৪-১১৯৩৪১
চিকনদন্ডী ইউনিয়ন	মোঃ শহিদুল আলম	০১৮১৯-৬১৩৫৪১

সংযুক্তি ৪

আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লাঃ এই উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নেই ।

স্কুল কাম শেল্টারঃ

আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং
স্কুল কাম শেল্টার	গড়দুয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইমরান	০১৮১৯-৩৩৫৯৫৬
	কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	এ কে এম নুরুন্নেচ্ছা	০১৮১৮-০৪৮৭৭০
	ফতেপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ ইউসুফ আলী	০১৮১১-৫০৩০৪৩
	মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	দয়াল হরি চক্রবর্তী	০১৮১৮-০৩৩৩৪৫
	চারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	সালাউদ্দিন জাহঙ্গীর	০১৮১৯-৭৪১৮৩৯
	কুয়াইশ বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	নন্দন কুমার বড়ুয়া	০১৭১৯-৩৮১১৭০
	মাদার্শা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৭২৭-৮৬২৫৮৫
	পশ্চিম ধলই উচ্চ বিদ্যালয়	আহম্মদ হোসেন	০১৮১৫-১৩২৩২৪
	ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুল আলম	০১৮১৭-৭০৪৬২২
	দক্ষিণ মেখল উচ্চ বিদ্যালয়	বাবুল ফয়েজ	০১৮২৪৬০৩১৬০
	মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদুল আলম	০১৮১৬-৬০৮৩৭২
	মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মিতা তালুকদার	০১৮১২-০২৮৮৫০
	দক্ষিণ মাদার্শা এস এস উচ্চ বিদ্যালয়	বাবুল চন্দ্র নম	০১৮১৫-৫৫৩৩৬২
	নাঙ্গালমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ খোরশেদুল আলম	০১৭১২-৮২৪৪৪৮
	বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	০১৮১৯-৬৩৫১৩৩
	গুমানমর্দ্দন পেশকার হাট উচ্চ বিদ্যালয়	রফিকুল ইসলাম	০১৮১৮-১১৮০১৫
	উত্তর মাদার্শা উচ্চ বিদ্যালয়	নুরুল আলম	০১৮১৯-৩৩৬৩৮২
ইউপি ভবন	মির্জাপুর	মোঃ সেকান্দর চৌধুরী	০১৮১৯-৬০৩৩৯৬
	ধলই	মোঃ আবুল মনছুর	০১৮১৯-১১০১৫১
	গুমান মর্দ্দন	মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী	০১৮১৭-০২১৮৮৭
	শিকারপুর	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকি	০১৮১৯-৩৮৬৪৯২
	উত্তর মাদার্শা	এ্যাড. রফিকুল কাদের	০১৭১১-৭৬১৫১৫
	ফতেপুর	আলহাজ্ব জাকের হোসেন	০১৭১১-৪৪৯৭৪৮
	ফরহাদাবাদ	মোঃ শাহাদাত ওসমান	০১৮১৭-৭২১৮৮০
	ছিপাতলী	মোহাম্মদ আলী	০১৮২৯-৫৯৪৪২৯
	নাঙ্গালমোড়া	আলহাজ্ব মোঃ কামাল উদ্দিন	০১৮১৯-১৭০৪৪৪
	দক্ষিণ মাদার্শা	মোঃ আবুল হোসেন	০১৭১৫-৭৪১২৯২

সংযুক্তি ৫

এক নজরে হাটহাজারী উপজেলার তথ্যাবলী নিম্নে দেখানো হল।

ক্রঃ নং	আয়তন	২৫৫ বর্গ কি.মি.	ক্রঃ নং	গীর্জা	৫ টি
১	ইউনিয়ন/উপজেলা	১৪ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	২৩	ঈদগাঁহ	৫৪ টি
২	মৌজা	৪৮ টি	২৪	ব্যাংক	৩৪ টি
৩	গ্রাম	৫৯ টি	২৫	পোস্ট অফিস	২৫ টি
৪	পরিবার	৭৯১৮৯ টি	২৬	ক্লাব	৭২ টি
৫	মোট জনসংখ্যা	৪,৩০,০৫৩ জন	২৭	হাট বাজার	৩৮ টি
৬	পুরুষ	২,১৩,৪৮০ জন	২৮	কবর স্থান	৪৮৬ টি
৭	মহিলা	২,১৫,৯৪১ জন	২৯	শ্মশান ঘাট	৪৫ টি
৮	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২২৮ টি	৩০	মুরগীর খামার	৪২টি
৯	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২টি	৩১	তাঁত শিল্প কারখানা	-
১০	রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫টি	৩২	গভীর নলকুপ	২৮৫ টি
১১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৩ টি	৩৩	অগভীর নলকুপ	৩৭৮৪০টি
১২	কলেজ	০৫ টি	৩৪	হস্তচালিত নলকুপ	২ টি
১৩	মাদ্রাসা, দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী	২১ টি	৩৫	নদী	১ টি
১৪	বিশ্ববিদ্যালয়	১ টি	৩৬	খাল	৩৭ টি
১৫	কমউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয়	০২ টি	৩৭	বিল	নেই
১৬	শিক্ষার হার	-	৩৮	হাওড়	নেই
১৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩১ টি	৩৯	পুকুর	১৮৪৯ টি
১৮	বাঁধ	১ টি বেরি বাঁধ লম্বা প্রায় ১৭.৫ কিঃমিঃ	৪০	জলাশয়	-
১৯	সুইচ গেইট	৩৩ টি	৪১	কাঁচা রাস্তা	২০৬ কি.মি.
২০	ব্রীজ	২০৪ টি	৪২	পাকা রাস্তা	১৪৬.৫ কি.মি.
২১	মসজিদ	৫৮৪ টি	৪৩	মোবাইল টাওয়ার	-
২২	কালভার্ট	৫৭৭ টি	৪৪	খেলার মাঠ	৩৮ টি

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারের প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	প্রচারিত অনুষ্ঠানের নাম	প্রচারের সময়	বারের নাম
ঢাকা-ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যেই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০- ৭.০০	প্রতিদিন
চট্টগ্রাম	কৃষি কথা	সকাল ৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৬.৫৫-০৮.৩০	প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.১০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৩০	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৫.২৫	শনি, সোম ও বুধ
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.২৫	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের কথা	দুপুর ০১.৪০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

সন্ধ্যা ০৬.৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে এক যোগে প্রচারিত হয়।

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী নিম্নে দেয়া হল।

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
রেডিও সাগড়গিরি এফ এম ৯৯.২	সুস্থ জীবন (এইডস), প্রমো, পিএসএ	দুপুর ১২.৩৫-১.০০	প্রতিদিন
	নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান: অগ্নি বীনা প্রমো, পিএসএ	১.০০-১.৩০	
	জলবায়ু পরিবতনে হই সচেতন, সুস্থা সুন্দর হোক সবার জীবন	১.৩০-২.০০	
	ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান : পরশ মনি	২.০০-২.৩০	
	ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠান : শিক্ষাথীদের আসর	২.৩০-৩.০০	
	রকমারী গানের অনুষ্ঠান : রং ধনু	৩.০০-৩.৩০	
	সাক্ষাৎকার ধমী অনুষ্ঠান : কথার মালা	৩.৩০-৪.০০	
	স্থানীয় শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান : সারথী	৪.০০-৪.৫০	
	অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা: আগামী দিনের শিরোনাম	৪.৫০-৫.০০	

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদ, উপজেলার সকল অফিস, সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এলাকার প্রবীন ব্যক্তিবর্গসহ সাক্ষাতকার গ্রহনের মাধ্যমে।

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়